সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা

সোভিয়েট রাশিয়ার সাংস্কৃতিক
জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী

[Deana Levin-এর "Children in
Soviet Russia"-র বাংলা অনুবাদ]

অনিলকুমার সিংহ অনুদিত

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
৮৭, চৌরংগী রোড, কলকাতা

অনিলকুমার সিংহের পূর্বপ্রকাশিত বই

সোভিয়েট নারী

মিছিল

প্রথম বাংলা সংস্করণ

জুলাই : ১৯৪৪

শ্রাবণ : ১৩৫১

আড়াই টাকা

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের
পক্ষে সুনীলকুমার সিংহ কর্তৃক
৮৭, চৌরংগী রোড থেকে
প্রকাশিত
ও
৫, চিন্তামণি দাস লেনস্থ
শ্রীগৌরাংগ প্রেস থেকে
প্রভাতচন্দ্র রায়
কর্তৃক মুদ্রিত

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

সোভিয়েট রাশিয়া আজব দেশ নয়, পৃথিবীর নতুন যুগের অকুস্থল। তার প্রত্যেক ক্রিয়াটি পরীক্ষা, আদি ও সান্ত, অর্থাৎ সৃজন। তার শক্তি উঠছে জনগণ থেকে, এবং মানুষের প্রতি কর্মে পরিব্যাপ্ত ও পরীক্ষিত হয়ে নতুন শক্তির উদ্বোধন করছে। এই সামাজিক সম্প্রসারণেই হ'ল সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির যথার্থ প্রতিবেশ। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখলে সে শক্তির উৎস হল শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ। তাই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার অভিব্যক্তি সাধনে ও ত্রুটি সংশোধনে তার শিক্ষাপ্রণালীর ওপর অত জোর দিলেন।

সোজা কথা এই যে সোভিয়েট রাশিয়াকে আমাদের বুঝতেই হবে। তার বিপক্ষে প্রচারের অন্ত নেই। আমাদের মধ্যে অনেকের মনে, নিতান্ত অজানতে, তার ছোঁয়াচ লেগেছে। যাদের মনে তা লাগে নি তাদের বিচারশক্তি প্রতিপক্ষের উত্তরে অনেক সময় যুক্তিপদ্ধতিকে অতিক্রম করে ভাব-ভক্তির আশ্রয় খোঁজে। ভাব-ভক্তির প্রতিক্রিয়ায় অযথা নিন্দা ও ঘৃণা আরো বাড়ে। হয়ত এই ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটা আমাদের দেশে 'স্বাভাবিক'। কিন্তু সেটা নামেই স্বাভাবিক, আসলে কিন্তু সেটা যান্ত্রিক স্নায়বিক প্রত্যাবর্তন মাত্র।

মানুষের ব্যাপারে কিন্তু আমরা অন্য ব্যবহার ও ভংগি প্রত্যাশা করি। বুদ্ধির যদি কোনো মূল্য থাকে তবে ঘটনা ও তথ্যের সম্ভাবনীয়তাকে গ্রহণ করতেই হবে। অবশ্য, বুদ্ধির স্তরেও নানা বিপদ আসে। সংস্কার মত আমরা নির্বাচন করি, তথ্য ও ঘটনার যথার্থ মূল্য ধরতে পারি না, তথ্যের ওপর তথ্য সাজিয়ে যাই, ঘটনার মালা গাঁথি, ফলে কোনো প্রকার কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসা আমাদের অসম্ভব

হয়, এবং নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে নিস্কাম-চিন্তার গুণ গাই, তার অজুহাতে 'এ-ও হয়, ও-ও হয়,' 'কিছু বলা যায় না' বলেই আত্মপ্রসন্ন হই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃত অর্থ ভিন্ন। সেটা কি— এই মহিলার বইখানিতে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

মিস্ লেভিন ইউরোপের নানা দেশের এবং আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে মস্কোর স্কুলে চাকরী নেন। তিনি নিজে শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রছাত্রীদের 'ডিয়ানা দিদি'। কিন্তু তারও বেশী তিনি— সুশিক্ষিতা। তাই চোখ তাঁর খোলা ও মন তাঁর বিচারে পটু। সংখ্যার ও তত্ত্বের ভীড় না জমিয়ে তিনি সোভিয়েট স্কুলে ঠিক যা যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। এই হিসেবে তাঁর বইখানি সব জমীনে তদন্ত, সামাজিক field study—যেটা সমাজতত্ত্বের একমাত্র ল্যাবরেটারী-ব্যবস্থা ও রীতি।

তাই বলে লেখিকার দৃষ্টি স্কুলঘরেই আবদ্ধ নয়। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের বাইরের কাজকর্ম, খেলাধুলো, তাদের পিতামাতা ও শিক্ষকের জীবনযাত্রা অর্থাৎ ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক নক্সা, ছক্ গড়ে ওঠে তারও চমৎকার বিবরণ লেখিকা দিয়েছেন। ফলে সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত-রূপটি ফুটে উঠেছে। সোভিয়েট মাধ্যমিক শিক্ষা সোভিয়েট সামাজিক জীবনের অন্তর্গত ও তারই পরিপোষক। অন্য দেশের শিক্ষার মত সোভিয়েট শিক্ষার মধ্যে শ্রেণীগত কিংবা ধর্মগত বিভেদ নেই। তার মধ্যে তাই একটা মহান সাহস আছে, পরীক্ষা করবার, ভুল মেনে নেবার, নতুন পথে চলবার।

অনিলবাবুর অনুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি। বইখানি বাঙালী আবাল বৃদ্ধ বনিতার পড়া উচিত।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মূল বইয়ের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রত্যেকটি বিবরণ সত্যিকার ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত যদিও লোকেদের নামগুলি বদলে দেয়া হয়েছে এবং আগাগোড়া বিষয়গুলি কালক্রমানুসারে উল্লিখিত হতে পারে নি।

মনে হতে পারে আমি স্কুলে কাজ করতাম তা ছোট ও বিশেষ শিক্ষালয় হওয়ার ফলে মস্কোর সাধারণ স্কুল থেকে তা অন্যরকম। এ জাতীয় ধারণা একেবারে ভুল। এটা অবিশ্যি সত্যি কথা যে আমাদের স্কুলকে যে সব সমস্যা সমাধান কর্তে হত তা অন্যান্য শিক্ষালয়ের চিন্তারও বাইরে কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান সাধারণ সোভিয়েট স্কুলচালনার পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হত। একই বই ও সিলেবাস্ তার পাঠ্যপুস্তক। উঁচু স্তরে ওঠবার জন্যে তারও সেই একই রকম সংগ্রামশীল প্রচেষ্টা এবং একই কর্তৃপক্ষের অধীনে।

সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনা বা পরীক্ষা করা কালে কারো পূর্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমি এমন তর্কেরও সম্মুখীন হয়েছি যেমন "আমরা ত আমাদের স্কুলে এর চেয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছি" বা "এই ভাবে স্কুলপরিচালনা করা আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে কারো ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই প্রধান সত্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা সবাইকে দেয়া হচ্ছে; সম্মিলিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উন্নতির সংগে সংগে এ শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপক রূপ নিচ্ছে; শিক্ষা-জগতের কর্মীরা তাদের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাধারণ স্তর উন্নত করছে ও সামগ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নতুন ভাব ও আংগিকের সৃষ্টি করছে।

আরেকটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েট স্কুল সমাজের অংগস্বরূপ বিরাট সামাজিক চাহিদা পরিপূরণ করছে। যেমন ভাবে সমাজ উন্নত হচ্ছে ও তার চাহিদা রূপান্তরলাভ করছে সেই সংগে সংগে শিক্ষারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। এর কাজই হল সমাজের প্রয়োজন পূরণ করা ও সেই সমাজের নাগরিকদেরকে উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা একে আরও উন্নত করে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের পথে অগ্রসর হতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে আমি যে স্বাধীনতার মধ্যে বাস করবার ও কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যদিও আমার কাজ অন্যান্য সোভিয়েট শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মতনই নিয়ন্ত্রিত হত এবং বাঁধা সিলেবাস্ অনুযায়ী আমাকে পড়াতে হত—তা সত্ত্বেও আমি শিক্ষাপদ্ধতিতে নতুন পরীক্ষা করার ও সময় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলাম। মস্কোয় থাকা কালে আমি অনুভব কর্তে পেরেছিলাম যে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের মতনই যোগ্যতা অনুসারে বিচার করা হচ্ছে। ভালো কাজকে সর্বদা প্রশংসা করা হত ও উৎসাহ দেয়া হত এবং খারাপ কাজকে এমন ভাবে সমালোচনা করা হত যাতে তাড়াতাড়ি তার সংশোধন হতে পারে। ভালো শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর নাম শিক্ষাজগতে প্রচারিত ও সম্মানিত করা হত।

পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট স্কুল হ'ল সব চেয়ে গতিশীল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে যারা তাদের শিক্ষা ও জীবনকে যেদিকে ইচ্ছে পরিচালনা করে নিয়ে যাবার ক্ষমতায় বলীয়ান।

মস্কো—লণ্ডন, ১৯৩৮-১৯৪২ **ডিয়ানা লেভিন**

আমার কাজের

১৯৩৩ সালের শেষের দিকে আমি সোভিয়েট রাশিয়ায় এসে পৌঁছলাম। ইচ্ছে ছিল এখানে কিছুকাল থাকা এবং এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি অনুধাবন করা। প্রথম দিকে মস্কো সহরে অনেক স্কুলে ঘুরে এবং অধ্যাপকদের সংগে কথা বলে বহু মনোগ্রাহী তথ্য সংগ্রহ করলাম কিন্তু তা সত্বেও আমার কেবল মনে হতে লাগলো যে আমি যেন বাইরে থেকে সমস্ত জিনিস দেখছি—ভেতর থেকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ কর্তে পাচ্ছি না। এমন কি সারাদিন স্কুলে কাটিয়ে দিয়েও নিজের কৌতূহল মেটাতে পারলাম না। সুতরাং কিছুকাল মস্কোতে থেকে এবং নিজে স্কুলে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার ইচ্ছে হ'ল। সংগে সংগে আমি খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করলাম।

আপনি ইংগ-মার্কিণ স্কুলে যান না কেন? আমার এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন।—সেখানে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন আছে। আপনিও কাজ করে আনন্দ পাবেন।

—কিন্তু আমি সত্যিকার সোভিয়েট স্কুলে পড়াতে চাই। আমি বললাম।—এটা নিশ্চয়ই বিদেশীদের স্কুল এবং সেজন্যে শিক্ষাব্যবস্থাও অন্যরকম।

—এটাও সত্যিকার সোভিয়েট স্কুল। আপনি নিজে গিয়েই একবার দেখে আসুন। মহিলাটি সংগে সংগে ঠিকানা লিখে দিলেন।

পরের দিন আমি সেই স্কুলে গেলাম। ভাবলাম বেশ একটা অভিনব ব্যাপার হবে। স্কুলের বাড়ীটা হুবহু পুরোনো রকমের দোতলা মস্কোর বাড়ীর মতন—আগেকার দিনে এই সব বাড়ীতে বণিকরা থাকত।

বড় বড় জানলা আর বাড়ীর সামনে গাছপালা ভর্তি বিরাট উঠোন। উঠোনে জল ভরে স্কেটিং রিংক করা হয়েছে। দেখলাম কয়েকটি ছেলেমেয়ে গাছপালার মধ্যে স্কেট্ করছে।

আমি ভেতরে গিয়ে অধ্যক্ষর সংগে দেখা করবার ইচ্ছে জানালাম। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা একটি তরুণী আমাকে কোট এবং জুতো খুলে ফেলতে বললো এবং তারপর এগিয়ে নিয়ে চললো। তার দ্রুত কথা আমি বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু আমার অর্ধোচ্চারিত রুশীয় ভাষা, মনে হ'ল, সে বুঝতে পারছে।

আমরা বারাণ্ডা দিয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট ছেলেদের কল কোলাহল শুনতে পেলাম। আমার ধারণা ছিল এটা ছুটির সময় কিন্তু ছেলেমেয়েদেরকে ক্লাসঘরের ভেতরে ও বাইরে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে দেখে অবাক হ'লাম। হলঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম একদল কামিজ-পায়জামা পরা ছেলেমেয়ে দোলনায় দুলছে আর হাওয়ায় ডিগবাজি খেতে শিখছে। দেখে মনে হ'ল তারা প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে। তাদেরকে যে ছেলেটি নির্দেশ দিচ্ছে তার বয়স হ'ল বছর সতের।

হলঘর থেকে বেরিয়েই অধ্যক্ষর আফিস। ঢুকতেই আমি বন্ধুচিত অভ্যর্থনা পেলাম। এবং তিনি আমার স্কুল পরিদর্শন করবার ইচ্ছে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। বললাম—আমি সাত বছর ধরে শিক্ষয়িত্রীর কাজে আছি। সোভিয়েট শিক্ষাপদ্ধতি বোঝবার জন্যে আমার বিশেষ আগ্রহ। সেজন্যে কিছু সময় এখানে থেকে আমি শিক্ষাজগতের সংগে পরিচিত হতে চাই।

অধ্যক্ষ বললেন—আমাদের স্কুল আপনাকে আমি আনন্দের সংগেই দেখাব। জানেন বোধহয়, বর্তমানে স্কুলের ছুটি যাচ্ছে। সুতরাং এখন

এটাঅন্যান্য স্কুলের মতন একটা ক্লাব। চলুন, ছেলেরা কি করছে দেখে আসা যাক্।

একটা ঘরের মধ্যে গেলাম। দেখলাম সেখানে একদল ছেলে দাবাবড়ে এবং অন্যান্য খেলা খেলছে। অধ্যক্ষ বললেন—এই ঘরে এই সব নিরুপদ্রব খেলা খেলতে দেয়া হয়। এখন এদের দাবাবড়ে প্রতিযোগিতা চল্ছে। ঐ লম্বা কালো মতন ছেলেটি হ'ল সকালের খেলার তত্ত্বাবধানে।

আমরা অন্য ঘরে গেলাম। সেখানে কতকগুলো ছেলে মেক্যানো নিয়ে কী যেন তৈরী করছে। ছোট ছেলেরা খেলা করছে কাঠের জিনিস নিয়ে। দেখলাম এখানকার তত্ত্বাবধানে কেউ নেই। সব্যাই গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

—তুমি কী করছো? আমি একজনকে প্রশ্ন করলাম।

—ভল্গার ওপর যে নতুন ব্রিজ তৈরী হচ্ছে তারই মডেল খাড়া করছি। খবরের কাগজ থেকে আমরা এ বিষয়ে সমস্ত জেনেছি। আমাদের মডেল আমরা জেলা এক্জিবিশনে দেব। ছুটির সময় অন্য স্কুলের ছেলেরাও যে সব মডেল তৈরী করছে সেগুলোও তারা পাঠাবে। দশ বছরের একটি মেয়ে উত্তর দিল।

তাদেরকে ছেড়ে আমরা লাইব্রেরীতে গেলাম। তারপর গেলাম পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরটি একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। দেয়ালের ওপর নানান্ রকম চার্ট, ডায়েগ্রাম আর ছবি টাঙানো যে কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

অন্য আরেকটি ঘরে গেলাম। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে উত্তেজিত হয়ে কোনো একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। সমস্ত জিনিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছে সতের বছরের একটি মেয়ে।

আফিসে ফিরে এসে নানা বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হবার পর অধ্যক্ষ আমাকে জিগ্যেস্ করলেন—আমি এখানে শিক্ষয়িত্রীর পদ নিতে রাজী আছি কী না ! আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম—আমি সত্যিকার সোভিয়েট স্কুলের সংগে জড়িত থাকতে চাই। সেজন্যে স্থির করেছি কোনো রাশিয়ান স্কুলে ইংরেজী পড়াবো।

অধ্যক্ষ বললেন—আপনি আমাদের স্কুল সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছেন। এটা মস্কোর অন্য সব স্কুলের মতনই। সোভিয়েট রাষ্ট্র তার জাতীয় পলিসি অনুযায়ী—যেখানে যেখানে ভিন্ন ভাষাভাষি লোক আছে সেখানে সেখানে সেই ভাষায় স্কুলের ব্যবস্থা করে। এমন কী মস্কোতে রাশিয়ান বাদে তাতার, জার্মাণ, জিপ্সী এই সব ভাষাভাষি লোকেদের জন্যেও স্কুলের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড থেকে বহু কারিগর ও বিশেষজ্ঞ এখানে কাজ করবার জন্যে এসেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ রাশিয়ান ভাষা জানে না। তাদের পক্ষে রাশিয়ান ভাষা শেখাও কষ্টকর। এমন কি রাশিয়ার বহু লোক যারা এতদিন বিদেশে কাজ করেছে,—দেশে ফিরে এসে তারা নিজেদের ভাষার চেয়ে ইংরেজী ভাষাতেই কথা বলে। সেই কারণে মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে তাদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মস্কোর অন্যান্য স্কুলের পদ্ধতি অনুসারেই আমাদের এখানে শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে যে সব বই পড়ানো হয় তা সমস্তই রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুদিত। আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমাদের এখানে কাজ করলে আপনি সোভিয়েট শিক্ষার সমস্তই জানতে পারবেন। এইখানে সুবিধে হ'ল এই যে শিক্ষা আপনার নিজের মাতৃভাষায় দেয়া হয়।

সমস্ত কথা শুনে আমি বিশেষ আকৃষ্ট হ'লাম এবং কথা দিলাম যে দু'একদিনে আমার সিদ্ধান্ত জানাব। সিদ্ধান্ত অবিশ্যি আমি তখনই

করে ফেলেছিলাম। জায়গাটির আবহাওয়া আমাকে আরও আকৃষ্ট করলো।

অবশেষে ঠিক হ'ল যে আমি ছুটির পর, ১৫ই জানুয়ারী থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ভার নেব। সেখানকার শিক্ষয়িত্রী অসুস্থা হওয়ায় চার মাসের ছুটিতে বাইরে যাচ্ছেন। অংকের শিক্ষয়িত্রী ছুটি নেবেন শরৎকালে। সুতরাং এর পর আমাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে কাজ কর্তে হবে। বর্তমানে আমাকে ছেলেদের সংগে ভ্রমণে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানানো হ'ল। আগে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি খুসী হলাম। তাদের নিয়ে কোন একটা পার্কে যেতে হবে—সমস্ত দিন তারা সেখানেই আনন্দ করবে।

সকাল দশটায় আমরা স্কুলে এসে জড়ো হ'লাম। ছেলেমেয়েদের সংখ্যা পঁচিশ জন—বয়স দশ থেকে চোদ্দ। যে মেয়েটিকে সেদিন নাটকের পরিচালনা কর্তে দেখেছিলাম তাকেই দেখলাম ছেলেমেয়েদের দায়িত্বে। শুনলাম সে-ই নাকি স্কুল পায়োনিয়রদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়া। দেখলাম মেয়েটি সকলের কাছ থেকে পয়সা জোগাড় করছে—নিশ্চয়ই যাওয়া আসার ট্রাম ভাড়া।

মিনিট কুড়ির মধ্যে আমরা পার্কে এসে উপস্থিত হ'লাম। এবং সকলে পায়ে একজোড়া করে "স্কি" বেঁধে নিয়ে বরফের ওপর স্কিয়িং করবার জন্যে এগোলাম।

এই পার্ক এক কালে ডিউকদের শিকার করবার জংগল ছিল এবং এখনও তার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। গাছপালার মাঝখান দিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক স্কিয়িং করার পর আমরা খাবার জন্যে তৈরী হ'লাম। আমরা "স্কি"গুলো ফেরৎ দিয়ে পার্কের ঢোকবার মুখে বড় বাড়ীটার মধ্যে এলাম। বাইরে যে কয়েকশো ছেলেমেয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের সংগে আমরা যোগ দিয়ে প্রকাণ্ড খাবার ঘরে গিয়ে আহার করলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা কাছাকাছি একটা ক্লাবে গিয়ে ছোটদের ফিল্ম দেখলাম। তারপর ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ী চলে গেল।

এরপর জানতে পারলাম যে এইভাবে ছোটদের ছুটির দিনের চিত্ত-বিনোদনের পেছনে রয়েছে স্থানীয় সোভিয়েটের সংগে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের সহযোগিতা। ছেলেমেয়েদের ছুটির দিন সমস্ত পার্ক, সিনেমা, যাদুঘর ও থিয়েটার তাদের প্রয়োজনের জন্যে খোলা থাকে যাতে বাপ-মারা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকা কালে তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় না ঘুরে বেড়ায় বা অপকর্ম না করে। ছুটির দিনে যদিও এই সব ভ্রমণে যোগ দেয়া না দেয়া ছেলেদের ওপর নির্ভর করে তবু এই মনোগ্রাহী উৎসবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই যোগ দেয়।

ছেলেমেয়েদেরকে প্রথমেই দেখে বুঝলাম যে তারা খুব চঞ্চল ও বুদ্ধিমান। আরও দেখলাম প্রচুর তাদের প্রাণশক্তি। এই সব দেখেশুনে আমি আমার নিজের ক্লাস সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারলাম না। কারণ আমার ক্লাসে ত্রিশজন দশ এগারো বছরের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতে হবে। ডাল্টন প্লান অনুযায়ী পড়ানোই আমার অভ্যাস। বিশ্বাস ছিল সেই প্লান অনুযায়ী শিক্ষাদানেই শিশুদের সহজে শিক্ষালাভ হয়। আমার আরও ধারণা ছিল যে শ্রেণী হিসেবে ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়ার মানেই হচ্ছে তাদেরকে যন্ত্রবিশেষ তৈরী করা। অর্থাৎ এখানে যোগদান করার আগে পর্যন্ত আমি তথাকথিত প্রগতিশীল ও স্বাধীন শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলাম। সেই জন্যে ক্লাস অনুসারে শিশুদেরকে পড়ানো আমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল।

—পরিদর্শকের কাছ থেকে আপনি প্রয়োজন মত সমস্ত সাহায্যই পাবেন। অধ্যক্ষ বললেন। —উনি আমার সহকারী এবং এখানকার শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত দায়িত্বের উনি অংশীদার।

স্কুল সুরু হবার কয়েকদিন আগে কমরেড হল্যাণ্ড আমার সংগে বসে

আমাকে কর্মপদ্ধতি সমস্ত বুঝিয়ে দিলেন। সারা বছরের পাঠ্যবিষয়ের একটা চুম্বক ছাপিয়ে রাখা হয়েছিল। আমার কাজ হ'ল প্রত্যেক সপ্তাহে যে পাঠ্যবিষয় আমি ছাত্র ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করবো তার একটা বিস্তৃত খস্‌ড়া তৈরী করা। বিষয়গুলি উপস্থিত করার আংগিক সম্বন্ধে আমার স্বাধীনতা আছে—কিন্তু সর্ত রইলো যে আমি প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পড়া ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ করাবো।

—কোনো অসুবিধা হ'লে আমার কাছে আসতে দ্বিধা বোধ করবেন না, বুঝলেন। বক্তব্য শেষ করেই কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।—শিক্ষা এবং শৃংখলারক্ষার ব্যাপারে আমার কাজই হ'ল আপনাদেরকে সাহায্য করা। এমন কি আমাকে আপনার ক্লাসে আসতে দেখে বিশেষ আশ্চর্য হবেন না কারণ ওটাও আমার কাজের একটা অংশ।

তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম নিয়ম প্রতিপালনের কোনো ব্যাপারে তার কাছে যাব না। ইতিপূর্বে শৃংখলাপালনের ব্যাপারে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। কিন্তু এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমি বিশেষ আশংকা বোধ করলাম কারণ এই রকম সমস্যার সম্মুখীন আমি কখনও হই নি। আমি আশ্চর্য হলাম যে কমরেড হল্যাণ্ড আমাকে শৃংখলাভংগের ব্যাপারে তার কাছে সমাধানের জন্যে যেতে বলেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব ঘটনা লজ্জাকর এবং তা যত কর্তৃপক্ষের চোখের অন্তরালে রাখা যায় ততই ভালো।

স্কুল সুরু হবার আগের দিন সমস্ত শিক্ষকদের একটা সভা ছিল। সেখানে সকলের সংগে সাক্ষাৎ হ'ল। দেখলাম তারা সবাই খুব বন্ধুভাবাপন্ন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান, একটি ইংরেজ এবং দুটি রাশিয়ান শিক্ষক—তারা দুজনেই ভালো ইংরেজী কথা বলতে পারেন। তাছাড়া একজন অস্ট্রিয়ান—যিনি এতদিন আমেরিকায় ছিলেন—তার

কাজ হ'ল ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া। এ ছাড়া আরও একটি জার্মাণ ও অস্ট্রেলিয়ান আছেন। সংক্ষেপে একটি আন্তর্জাতিক দল বললে চলে।

বাকী ছ'মাসের কর্মপন্থা সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হ'ল। দ্বিতীয় বছরে কোনো ছাত্র-ছাত্রী যেন ক্লাসে পিছিয়ে না থাকে। আমরা যাতে শিক্ষা বিষয়ে আরও উচ্চতা অর্জন কর্তে পারি। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে যেন তার পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন করতে উপযুক্ত সাহায্য করা হয়। তারপর অতীতের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা চললো। পরিদর্শক কমরেড বল্টনের তীব্র সমালোচনা করলেন—দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি নাকি ছাত্রছাত্রীদের সংগে ঠিকভাবে মেলামেশা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তার অকারণ কঠোরতার জন্যে ছেলেমেয়েরা তাকে ভয় করে। স্কুলের পর তারা তাকে কোনো প্রশ্ন জিগ্যেস কর্তে বা কোনো অসুবিধে নিয়ে আলোচনা কর্তে সাহসী হয় না।

—আপনি তাদের কাছে অগ্রজ। আপনার কাছে তারা তাদের সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে আলোচনা করবে, শ্রদ্ধা করবে এবং ভালবাসবে। কিন্তু আপনি তাদের এবং আপনার মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছেন যার ফলে তারা আপনাকে সহজ ভাবে নিতে পাচ্ছে না। শিক্ষক হিসেবে ভয় করে। কলেয়া একজন খুব বুদ্ধিমান ছেলে কিন্তু উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে সে দুরূহ হয়ে পড়ছে। কয়েকটি ছেলেমেয়েকে আপনি ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছেন। এটা সোভিয়েটের নীতিবিরুদ্ধ। যদিও আমরা শ্রেণী হিসেবে ছাত্রদেরকে পড়াই কিন্তু প্রত্যেকটি ছাত্রের সংগে আমাদের মেলামেশা অটুট থাকবে; আমরা পরস্পরকে ভালোবাসবো; বুঝতে চেষ্টা করবো। আমরা যে নিয়মপালনের কথা বলি সে নিয়ম ছাত্র নিজে থেকেই পালন করবে। তাকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু

সে নিয়মপালন কেবল মাত্র পারস্পরিক স্ববিচার ও বন্ধুভাবের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারে।

সকলের সামনে এই রকম নির্ভীক সমালোচনা শুনে আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেখা যাক্ কমরেড বল্টন কি ভাবে এই সমালোচনাকে গ্রহণ করছেন। সবাই তার উত্তর আশা করছিলেন। কিন্তু বল্টন কোনো কথাই বললেন না। পরে জানলাম তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে নতুন এসেছেন এবং শিক্ষার রীতিনীতির সংগে নিজেকে খাপ খাইতে উঠতে পারছেন না। এতদিন তিনি বিদেশে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছেন যেখানে ছেলেদের বিরাট ক্লাসকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে তাঁকে কড়া শাসন করতে হ'ত।

সভার কাজ এগিয়ে চললো। ইংরেজী শিক্ষক কমরেড ইয়ং বললেন—আমি পঞ্চম শ্রেণীকে নিয়ে একটু অস্থবিধের মধ্যে পড়েছি। ষষ্ঠম ও সপ্তম ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে। বাড়ীর পড়াগুলোও খুব ভাল ভাবে করে কিন্তু পঞ্চম ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে পড়া তৈরী করে আনে না, এখানে এসে গোলযোগ করে। গতবারে তারা ভয়ানক খারাপ ভাবে ব্যবহার করেছে। আমি এই সভার কাছ থেকে এ বিষয়ে সাহায্য চাইছি।

এই সব কথা শুনে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। দেখলাম, একজন তার নিজের দুর্বলতা সভার মাঝখানে স্বীকার করছে আর তার প্রতিকারের জন্যে সকলের কাছ থেকে সাহায্য চাইছে।

অনেকের কাছ থেকে উপদেশ ও সাহায্যের জন্যে প্রস্তাব এল। পরিদর্শক বললেন তিনি নিজে মাঝে মাঝে ইংরেজী ক্লাসে যোগ দেবেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করবেন। আরও বললেন—আমার মনে হয় আপনাকে পড়াবার পদ্ধতি বদল কর্তে হবে। আসলে এই শ্রেণীর ছাত্র-

ছাত্রীদের সংগে অন্য ভাবে ব্যবহার কর্তে হবে। যাই হোক্ আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এবং পরের সভায় এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করবো।

এই সভার কাজকর্ম দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। দেখলাম, এখানকার প্রত্যেকটি কর্মচারী সমস্ত স্থবিধে অস্থবিধে সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করছে এবং অকপট অথচ বন্ধুচিত সমালোচনা করবার সময়েও তারা এগিয়ে আসছে।

সভার পর একজন বৃদ্ধা আমার সংগে এসে আলাপ করলেন। বললেন তিনি এই স্কুলের একজন ট্রান্স্লেটর। তাছাড়া তিনি স্কুল ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভানেত্রী। তিনি জিগ্যেস করলেন আমি শিক্ষকদের রাশিয়ান শিক্ষা ক্লাসে যোগ দিতে চাই কী না। শেষে বললেন, কোনো অস্থবিধে ঘটলে আমি যেন তাঁর কাছে যাই। বিশেষ করে বললেন—স্কুল চালানোর সময় কোনো দোষ চোখে পড়লেই আমাকে খবর দেবেন। আপনি নতুন মানুষ। আপনার পক্ষে দোষ খুঁজে বের করা কিছু কষ্টকর হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কাজই হ'ল স্কুলের ত্রুটি দূর করা। তাছাড়া আর একটি কাজ হ'ল এখানকার সভ্যরা যাতে কাজ করার সমস্ত স্থবিধে পায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়া। তাদের আমোদ প্রমোদের যাতে কোনো অস্থবিধা না হয়, তার জন্যে থিয়েটার, সিনেমা, ভ্রমণ, খেলাধূলো —এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা।

অনেক কিছু নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। তাহ'লে সোভিয়েটের শিক্ষকেরা নিজেদের ভুল ত্রুটি দুর্বলতা নিসংকোচে স্বীকার করে—আচ্ছা এটাই কী উন্নতির প্রশস্ত উপায় নয়? এখানকার সমস্ত কর্মপদ্ধতিই দেখলাম পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর গড়ে উঠেছে। ট্রেড ইউনিয়নকে মনে হ'ল যেন রূপকথার মায়ের মতন।

স্থির করলাম আমার ক্লাস নিয়ে কোন অসুবিধে হলেই আমি এখান থেকে সাহায্য চেয়ে নেব।

প্রথম সপ্তাহের পাঠ্যবিষয়ের একটা বিস্তৃত খস্‌ড়া কর্তে বসে নানান্ রকম সন্দেহ হ'ল। কী করে আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে পূরোপূরি শিক্ষা দিয়ে উঠতে পারবো? আমাদেরকে বলা হয়েছে, কোনো ছেলে কি মেয়ে ক্লাসে পিছিয়ে থাকতে পারবে না—তাকে তার পাঠ্যবিষয় পূরোপরি হৃদয়ংগম কর্তে হবে। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধিমানদেরকে কি করে শিক্ষা দেব? কী দিয়ে অতি বুদ্ধিমান ছাত্রদেরকে আমি নিযুক্ত করে রাখবো? ঠিক করলাম এ সম্বন্ধে আমি অধ্যক্ষ ও পরিদর্শকের সংগে কথা বলবো। সেদিনকার সভায় সকলের সহানুভূতি ও অন্তরংগতা দেখে আমার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরণের কোনো অসুবিধা হ'লে তাদের সহযোগিতা পাব এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার ক্লাস

"—যদিও আমরা শ্রেণী হিসেবে ছেলেমেয়েদেরকে পড়াই কিন্তু প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সংগে আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা থাকবে।" শিক্ষকদের সভায় পরিদর্শকের এই কথাগুলি আমাকে আমার ক্লাস পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করলো।

মস্কোতে প্রথম বছর শিক্ষয়িত্রীর কাজ করার পর আমার ধারণা হ'ল যে সে শিক্ষক সত্যিই অপদার্থ যে শিক্ষকের কাজ হ'ল ছেলেদেরকে কেবলমাত্র শিক্ষা" দেয়া। এই জাতীয় শিক্ষক কখনও ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জন কর্তে পারে না। রাশিয়ানদের মতে একজন শিক্ষককে সত্যিকারের শিক্ষক হতে হবে যে ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করে তুলবে,

তাদের চরিত্রকে গঠন করবে এবং প্রকৃত স্কুলশিক্ষা দেবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এবং তাদের সংগে কমরেড হিসেবে ব্যবহার করে আমি তাদের হৃদয় জয় কর্তে পারলাম।

ছেলেমেয়েদেরকে দেখে বুঝলাম যে তারা বুদ্ধিমান। যদিও তারা হৈ চৈ কর্তে ভালবাসে, কিন্তু কোনো বিষয়ে আগ্রহ দেখতেও তারা কম উৎসাহী নয়। আমি অংক দিয়েই প্রথম পাঠ সুরু করলাম এবং দেখলাম অংক বুঝিয়ে দেবার পর তারা খুব আগ্রহ সহকারে সে গুলি করছে। কিন্তু যখন তাদের ভূগোল দিলাম, তাদের শাসনে রাখা একটু কষ্টকর হয়ে পড়লো। এ বিষয়ে তাদের এত আগ্রহ যে কোনো রকম শৃংখলা বজায় না রেখে তারা সবাই পর পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলো। আমি পাঠ থামিয়ে তাদের বললাম যদি আমরা শৃংখলা মাফিক না চলি তাহ'লে আমাদের কাজ ঠিকমত এগোবে না। একটি মেয়ে হাত উঁচু করে বললো—আমাদের ক্লাসের দোষই হ'ল এই যে আমরা সবাই নিয়মকানুন জানি অথচ ভুলে যাই।

কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম—কী নিয়মকানুন ?

—নিয়ম হ'ল এই যে আমাদের শিক্ষয়িত্রী যখন কথা বলবেন বা পাঠ বোঝাবেন তখন আমরা মন দিয়ে শুনবো। তারপর আমাদের যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে তাহ'লে প্রথমে হাত তুলবো কারণ সবাই একসংগে কথা বললে শোনা যাবে না। আমার মনে হয় যে গতবারে আমরা যেমন চতুর্থ শ্রেণীর সংগে সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবারও সেইরকম করা উচিত! মেয়েটি উত্তর দিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো।

এই উক্তিগুলি সকলের স্মারক হয়ে রইলো। ছাত্ররাও ভালোভাবে বাকী সময়টুকু পড়াশোনা করলো।

শেষ পাঠ হয়ে যাবার পর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে এল। মেয়েটির মাথায় কালো কালো চুল, গভীর কালো চোখ, দেখতেও খুব সুন্দর। বয়স বছর বারো। ক্লাসে সে একটা ঘোষণা করবার জন্যে আমার অনুমতি চাইল। আমার সম্মতি পাওয়া মাত্র মেয়েটি বললো—চতুর্থ শ্রেণী তোমাদেরকে সোশিয়ালিষ্ট প্রতিযোগিতায় যোগদান কর্তে আহ্বান জানাচ্ছে। তার সর্ত হ'ল এই যে—ক্লাসের সময় শৃংখলা বজায় রাখা, পাঠ প্রস্তুত করা, তোয়ালে এবং সাবান ঠিক জায়গায় রাখা। এই সমস্ত দেখাশোনা করার জন্যে আমাদের ক্লাস থেকে আমাকে ও সিডনীকে বাচাই করেছে। তোমরা যদি রাজী থাকো তাহ'লে তোমরাও তোমাদের দু'জন প্রতিনিধি বাছাই করে আমাদেরকে সাহায্য করো। তোমরা রাজী আছো কী?

তৃতীয় শ্রেণীর সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান কর্তে একমত হ'ল। যাবার সময় মেয়েটি বলে গেল ছুটির পর তাদের দু'জন প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে। প্রতিযোগিতার একটা খসড়া কর্তে হবে। তৃতীয় শ্রেণী দু'জনকে বাছাই করলো। প্রথমে যে মেয়েটি সোশিয়ালিষ্ট প্রতিযোগিতার কথা প্রস্তাব করেছিল সেই মেয়েটি—লুবা এবং আর একটি উজ্জ্বল ছেলে যে সকালের দিকে সবচেয়ে বেশী গোলযোগ করেছিল—সেই ছেলেটি—ভোভা।

আমি ক্লাসকে ছুটি দিয়ে দিলাম। সংগে সংগে লুবা আর ভোভা আমার কাছে এল। ভোভা বললো—আচ্ছা কমরেড এরকম করলে হয় না যে প্রতিযোগিতার চার্টে দুটো রেলগাড়ি আঁকা হল—যেমন ধরুণ রেলগাড়িটি তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়া যাচ্ছে। নতুন মডেলের দুটো ইঞ্জিন দিয়ে আমাদের দুটো ক্লাসকে চিহ্নিত করা হবে—ফেলিক্স জারঝিন্স্কি মডেল হলেই কিন্তু খুব ভালো হয়। যে ক্লাস প্রতিযোগিতায় এক পয়েন্ট পাবে সেই ক্লাসের ইঞ্জিনকে এগিয়ে দেয়া হবে।

বললাম—আমার মনে হয় পরিকল্পনাটা সত্যিই খুব চমৎকার।

জুলিয়া আর সিডনীও আমার ঘরে এসে ঢুকলো। তাদের হাতে ড্রয়িং কাগজ, পেন্সিল আর রং। তারপর চারজনে মিলে কাজ কর্তে বসলো। দুটো ইঞ্জিন কেটে রং করা হ'ল এবং অতঃপর লেবেল আঁটা হ'ল—'তৃতীয় শ্রেণী' আর 'চতুর্থ শ্রেণী'। সংগে সংগে তৈরী হ'ল তুর্কিস্থান থেকে সাইবেরিয়ার রেলপথ। সমস্ত জিনিস হয়ে যাবার পর বড় বোর্ডে নক্সাটা হলের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হ'ল। বোর্ডটায় অনেক চার্ট আর পূর্বেকার প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি আঁটা ছিল। আমি যখন অন্য কাগজপত্র পড়ছিলাম, চারজনে তখন আলোচনা করে স্থির করলো কখন এবং কী ভাবে তাদের প্রতিযোগিতার তিনটি সর্ত পরীক্ষা করা হবে ?

জুলিয়া বললো—প্রত্যেক ক্লাসের শৃংখলারক্ষার নোট রাখবার জন্যে কাল সকালেই যেন একটা খাতা তৈরী থাকে। ভোভা, তোমার কাজ হ'ল ক্লাস ভেংগে যাবার পর প্রত্যেক মাস্টারদের কাছ থেকে তাতে সই করিয়ে নেয়া। যদি কেউ গোলমাল করে থাকে তো তার নাম খাতায় তুলে নেবে। তাহ'লে বোঝা যাবে আমাদের জেতবার পথে অন্তরায় কে বা কারা। আমিও তোমার বই দেখাশোনা করবো যাতে প্রথম পয়েণ্ট নোট করার কোনো গোলযোগ না হয়। দ্বিতীয় পয়েণ্ট হ'ল ক্লাসের ছেলেরা তাদের পড়া তৈরী করে এনেছে কী না ? শিক্ষকদের কাছ থেকে তা জেনে নেবে। আমার মনে হয় ক্লাস সভাপতিরও এর সমস্ত নোট রাখা উচিত যাতে আমাদের সভা বসলে জানা যাবে কারা কারা শৃংখলা রক্ষা করে নি।

লুবা বললো—আমার মনে হয় স্বাস্থ্য পরিদর্শক তোয়ালে আর সাবান সম্বন্ধে খবরাখবর রাখবেন। প্রত্যেক সপ্তাহে ইঞ্জিন আগাবার সময় তার কাছ থেকে এ বিষয়ে রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

সমস্ত মীমাংসা হয়ে যাবার পর ছেলেরা যে যার বই নিয়ে বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হ'ল। লুবা আমার কাছে এসে সাগ্রহে বললো—আমাদের ক্লাস নিশ্চয়ই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাস তারাও এখনি যোগ দিতে চাইছে। এটা খুব মজার ব্যাপার হবে কিন্তু—কে লাল নিশান পাবে দেখা যাক। গতবার চতুর্থ শ্রেণী পেয়েছিল।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে এবং নিজের ক্ষমতানুযায়ী সমস্ত কিছু করবার সংকল্প নিয়ে উত্তর দিলাম—নিশ্চয়ই, আমাদের ক্লাসই জিতবে। কিন্তু জেতবার জন্যে আমাদের কী কী করা উচিত তুমি মনে করো?

—আমরা দুষ্টু ছেলেদেরকে ক্লাসের শৃংখলা ভাঙ্গতে দেব না এবং সকলকে নিয়ে আমাদের একটা সভা করে স্থির কর্তে হবে—কী করে আমরা লাল নিশান পাবার জন্যে স্বষ্ঠ ভাবে কাজ কর্তে পারি। শীগগীরই আমাদের ক্লাস সভাপতি আর পায়োনিয়ার নেতাদের একটা নির্বাচন হবে তখন কাজ করার সুবিধে হবে। লুবার ন্যায়নিষ্ঠা আর আগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সে যখন বিদায় জানিয়ে বাড়ী চলে গেল, তখন মনে মনে অনুভব করলাম যত অসুবিধেই হোক না কেন আমি আমার ক্লাসের কাজ প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে করে যাব।

বোর্ডে আঁটা কতকগুলি সোশিয়ালিস্ট চুক্তিপত্র পড়লাম। দেখলাম দুটি মেয়ে চুক্তিতে সই করেছে যে তারা প্রত্যেক বিষয়ে ভালো মার্ক পাবার জন্যে চেষ্টা করবে আর সামাজিক কাজকর্মের দিকে মন দেবে। সামাজিক কাজ? কথাটা আমার কাছে নতুন মনে হ'ল। স্থির করলাম, পরে এ সম্বন্ধে খবর নেব। বর্তমানে সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ। কারণ স্কুলের পড়াশোনা ও শৃংখলার ক্রমোন্নতি জন্যে এই জাতীয় প্রতিযোগিতা খুবই সহায়ক। ভাব্‌লাম—এ নিয়ে ছেলেমেয়েদের হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হবে না' ত!

শিক্ষকদের কামরায় এসে কমরেড ইয়ুংয়ের সংগে দেখা হ'ল।

তিনি জিগ্যেস করলেন—কাজকর্ম কী রকম হচ্ছে?

—সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতায় আমার বিশেষ আগ্রহ এবং ছেলেরাও দেখছি এই নিয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু এতে কি সত্যিই কোনো ফল হয়?

জবাব এল—নিশ্চয়ই। এরই সাহায্যে সমস্ত দেশ ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। যন্ত্রশিল্প, কৃষিশিল্প, সমস্ত কিছু এই প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত ও উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। স্থরু হলে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন—এর কী রকম ফল হয়। একটা কথা—এখানকার কর্মীদের দেয়ালপত্রিকায় আপনার একটা লেখা চাই। স্কুল প্রথমে দেখে আপনার কী মনে হয়েছে তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে দিন। আমিই পত্রিকা সম্পাদনা করি এবং তার পরবর্তী সংখ্যা কয়েকদিনের মধ্যেই বেরুবে।

কার্যত দেখলাম সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতা একটা অদ্ভুত জিনিস। ক্লাসের শেষে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ভীড় করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে—কে এগিয়ে আছে। পঞ্চম, ষষ্ঠম, সপ্তম, সমস্ত ক্লাস একে একে যোগ দিল। ফলে চার্ট দেখে সঠিক ফলাফল বিচার করাও কষ্টকর হয়ে উঠলো। হিংসামূলক প্রতিদ্বন্দ্বীতার মনোভাব সম্বন্ধে যা সন্দেহ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হ'ল।

প্রথম কয়েকদিন দেখলাম আমাদের ক্লাস আর চতুর্থ ক্লাস একই সংগে চলেছে। জুলিয়া আমাকে বললো—আচ্ছা, দু'দল জিতলে খুব ভালো হয়, না?

ভোভা তার কথা শুনতে পেয়ে বললো—আমার ইচ্ছে সমস্ত ক্লাসই লাল নিশান পাক তাহ'লে আমরা জেলার লাল নিশানটাও পেতে পারি।

ভোভার এই উক্তি সারা প্রতিযোগিতাকে একটা নূতন রূপ দিল। সমস্ত ক্লাস জেতার ফলে যদি আমাদের স্কুল লাল নিশান পায় তাহ'লে জেলা প্রতিযোগিতায় আমরা যোগ দিতে পারবো। এবং আমাদের জেলা লাল নিশান পেলে পর আমরা সহরের প্রতিযোগিতায় যোগ দেব। একে একে প্রচুর সম্ভাবনা চোখের সামনে এসে দেখা দিল।

কিছুদিন পরে আমি যখন স্কুলে কাজ করছি, পায়োনিয়রদের নায়িকা সনিয়া আমার কাছে এল। মেয়েটির বয়স আঠারো। ফর্সা রং। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। নীল চোখ। ঝলমলে চেহারা। তার গলায় পায়োনিয়রদের লাল টাই।

সনিয়া বললো—এই মেয়াদের জন্যে আমি আপনার সংগে পরস্পরের কাজের একটা খস্ড়া কর্তে চাই। আপনি জানেন যে আমি এই স্কুল পায়োনিয়রদের নায়িকা। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ওপরই আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। সেজন্যে আমাদের দু'জনকেই একযোগে কাজ কর্তে হবে।

মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর। সারাক্ষণই মুখে হাসি লেগে আছে। তার চলার ভংগি দেখলে তার প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমোদ-প্রমোদের সময় তাকে হলঘরে দেখেছি—একদল ছেলেমেয়ে বেষ্টিত হয়ে বসে আছে। যখনই ছেলেমেয়েদের সংগে তার দেখা হয়েছে তখনই তারা এক সংগে ডেকে উঠেছে—'সনিয়া এদিকে শোনো'—'এদিকে সনিয়া'—'সনিয়া আমরা কী—' এমনি কত রকমের ডাক। সনিয়া যে সব ছেলেমেয়েদের সংগে পরিচিত তাদের অধিকাংশই লাল টাই বাঁধা পায়োনিয়র।

আমি বললাম—আমার কিন্তু পায়োনিয়র সংগঠন সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। তুমি যদি বুঝিয়ে বল তাহ'লে ভালো হয়। তাছাড়া তোমরা

সামাজিক কাজকর্ম বলতে কী বোঝো আর ট্রুপ সোভিয়েট মিটিং বলতেই বা কী বোঝায়—আমার কিছুই জানা নেই।

—সংক্ষেপে, পায়োনিয়র সঙ্ঘের কাজই হ'ল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার উন্নতিসাধন করা আর যাতে শৃংখলা বজায় থাকে সেজন্যে তাদেরকে সাহায্য করা। স্কুল বন্ধ হ'লে আমরা ছেলেমেয়েদের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করি যেমন গ্রীষ্ম ও শীতকালে তাদের ক্যাম্পে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়, সংগে সংগে খেলাধুলোর জন্যে দল গঠন করা হয়। আমরা শিক্ষকদের সংগে সহযোগিতা করে কাজ করি। পায়োনিয়রদের ত্রিশটা ট্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়। সেই প্রত্যেকটি ট্রুপের আবার দুটো তিনটে করে ইউনিট আছে। প্রত্যেক ইউনিট তার নিজের দলপতি বাছাই করে। তারপর প্রত্যেক ট্রুপ তার নিজের সোভিয়েট নির্বাচন করে। এই ভাবে আমাদের নিজেদের স্বায়ত্তশাসন গঠিত হয়। প্রত্যেক স্কুলেরই আবার একটা করে সোভিয়েট আছে যা স্কুলচালনার দিক থেকে অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

—আচ্ছা যারা পায়োনিয়রের সভ্য নয় তাদের অবস্থাটা কী রকম? তাদের কি স্বায়ত্তশাসনে কোন অধিকার নেই। আমি জিগ্যেস করলাম।

—প্রথমত আমি দশ বছর বয়সের এমন কোনো ছেলের সংস্পর্শে এ পর্যন্ত আসি নি যে পায়োনিয়রের সভ্য হতে চায় নি। সুতরাং প্রত্যেক ভালো ছেলে মাত্রই পায়োনিয়রের সভ্য। পায়োনিয়র হবার নিয়ম হ'ল তাকে স্কুলের পড়াশোনা আর শৃংখলার দিক থেকে খুব ভালো ছাত্র হতে হবে। তাছাড়া সে কিছুটা পরিমাণে সমাজের সেবা করবে। যারা পায়োনিয়র নয় তারা অনায়াসে আমাদের সভায় আসতে পারে। এমন কি তারা কোনো একটা ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত থাকতেও পারে যতক্ষণ না তাদেরকে সভ্য বলে মেনে নেয়া হচ্ছে।

—কিন্তু সমাজের সেবা বলতে কী বোঝাতে চাইছ? আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

—এ হ'ল স্বেচ্ছাকৃত কাজ যার ফলে সমাজ লাভবান হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক কর্তব্য করে এবং ছেলে-মেয়েরাও তা থেকে পিছিয়ে থাকে না। তারা উপদেশক হতে পারে, লাইব্রেরী চালাতে সাহায্য কর্তে পারে, ইউনিটের দলপতি হতে পারে, ক্লাসের বা কোনো চক্রের সভাপতিত্ব কর্তে পারে—অর্থাৎ তাদের খুশী মতো যে কোনো কাজ নেবার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। অবিশ্যি এ কাজ মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ক্রমশ এ কাজ করা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। ছোটদের মধ্যে এরই সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজমুখী মন গড়ে ওঠে। তারা কাজ করবার জন্যে এতটা আগ্রহশীল যে মাঝে মাঝে তাদেরকে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করে উঠতে পারি না।

—আমার মনে হয় তোমার সংগে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পাবো। সনিয়ার কথার উত্তরে বললাম। তার বন্ধুসুলভ ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। জিগ্যেস করলাম—আচ্ছা আমাদের কাজের কী রকম খস্‌ড়া তৈরী কর্তে হবে? তাছাড়া আমি কী কাজ করবো?

—তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে আমরা সপ্তাহের পঞ্চম দিন পায়োনিয়র সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে আলাদা করে রাখবো। স্কুলের পর ইউনিট কিংবা ট্রুপ সোভিয়েট মিটিং ডাকা হবে। তারপর আমরা সিনেমা বা যাদুঘরে বেড়াতে যাব। আমার মনে হয় আপনি প্রত্যেক মিটিংয়েই উপস্থিত থাকতে পারবেন। কোনো পায়োনিয়র যদি শৃংখলা ভাংগে বা পড়াশোনায় ঢিলেমি দেখায়, আমাকে বলবেন, আমি সভার মাঝখানে কথাটা তুলবো। আমিও মাঝে মাঝে পড়ায় সময় ক্লাসে এসে দেখে যাবো পায়োনিয়ররা কী রকম ব্যবহার করছে। এই সপ্তাহেই আমাদের ইউনিট আর ট্রুপ

সোভিয়েটের নির্বাচন হবে; আপনি যোগ দিতে ভুলবেন না। আর সপ্তাহের পঞ্চম দিন নিজেকে নিঝ্ঞ্ঝাট রাখতে চেষ্টা করবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমি তাদের ইলেকশন এবং পায়োনিয়ার মিটিংএ যাবো। আমার কৌতূহল হ'ল যে কী করে দুটো কর্তৃপক্ষ এক সংগে কাজ কর্তে পারে? ভাবলাম—প্রথম আলাপে সনিয়াকে যা মনে হ'ল সেই ভাবে যদি তাকে পাওয়া যায় তাহলে কাজকর্ম খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে। অবিশ্যি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। বুঝলাম, যত সহজ মনে হচ্ছে কাজ কিন্তু ততটা সহজ নয়। যদি কখনও মতানৈক্য হয় তখন ছেলেমেয়েদের আস্থা বিভক্ত হয়ে পড়বার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

সনিয়ার সংগে কথা হবার পর, আমি শৃংখলাকে অন্য দৃষ্টিভংগি দিয়ে দেখতে পেলাম। নতুন সমাজব্যবস্থা গঠন হবার সংগে সংগে এরও একটা নতুন রীতিনীতি স্থির হওয়া দরকার হয়েছিল। শৃংখলা সম্পূর্ণ ভাবে একটা অন্য রকমের জিনিস। যে সব ছাত্ররা বুঝতে পারে তাদেরকে এখন থেকেই বলা উচিত যে তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? শিক্ষালয় হ'ল সমাজেরই অন্যতম প্রধান অংশ এবং তাদের শিক্ষা শেষ হবার পর তাদের কাজ হ'ল সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখানে বল প্রয়োগ করে শৃংখলা বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয় না। এখানে শারীরিক পীড়ন করা আইনের বাইরে। যেহেতু কোনো একটা নির্দিষ্ট বয়স অবধি পড়াশোনা করা উচিত সেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে হবে—এমন কোনো হাস্যকর বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। লুবা, ভোভা, জুলিয়া, সিডনী এবং অন্য মনযোগী ছাত্রদের কাছ থেকে জানলাম যে তাদের শৃংখলাভংগ তখনই হয় যখন তারা সবাই একসংগে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে কিংবা শৃংখলার কথা সাময়িক ভাবে ভুলে যায়। তারা কখনও শিক্ষয়িত্রীর

প্রতি অসম্মান দেখাবার জন্যে বা পড়া নষ্ট করবার জন্যে শৃংখলা ভাংগে না। তারা সত্যিকার শিক্ষা পায় বলেই পড়তে তারা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মোটের ওপর তারা নিজেরাই শৃংখলা রক্ষা কর্তে শেখে কারণ খাঁটি নাগরিক হতে হলে শৃংখলারক্ষার শিক্ষা তাদের কাছে অপরিহার্য।

সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ক্লাস বসবার আগেই সিঁড়িতে এল্‌গার সংগে দেখা হ'ল। এল্‌গা আমার ক্লাসের একজন খুব ভালো কর্মী। সে বললো—মনে রাখবেন কমরেড, আজকে পায়োনিয়র দিবস। স্কুলের পর আপনি নিশ্চয়ই ইলেকশনে যাবেন—না?

তাকে আশ্বাস দিলাম ইলেকশনে যাবার ইচ্ছে আমার ষোলো আনা আছে।

মেয়েটি চলে যেতে যেতে বললো—সবাইকে পায়োনিয়রদের ঘরে পাবেন।

পায়োনিয়রের ঘরটি খুব বড় নয় কিন্তু খুব চমৎকার। ঘরের এক কোণে লেনিনের মূর্তির পেছনে লাল নিশান সমস্ত ঘরটিকে একটা নতুন রংএ রঙিন করে তুলেছে। দেয়ালে নানান্ রকম ছবির সমাবেশ। দেয়াল-আলমারির মধ্যে একটা তাকে কতকগুলো সংগীত যন্ত্র। অন্য একটা তাকে টেবিল-ক্রীড়ার সরঞ্জাম। ঘরের মধ্যে টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে—যদি কেউ পড়তে বা বাজাতে চায়।

আমার ক্লাসে ত্রিশজন পায়োনিয়র আছে। তাদের নিয়েই একটা ট্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। পায়োনিয়রদের সমাবেশে সমস্ত ঘর ভরে গিয়েছে। বেঞ্চ, চেয়ার, জানলার আল্‌সে, টেবিলের কোণ—নানান্ জায়গায় ছেলে-মেয়েরা তাদের জায়গা করে নিয়েছে। এল্‌গা নিজের পাশে আমার বসবার জন্যে জায়গা করে দিল। কিছুক্ষণ পরে সনিয়া সমস্ত ট্রুপকে তিনটে ইউনিটে ভাগ করে দিল। এক একটি কোণে বিভক্ত হয়ে

গিয়ে তারা তাদের লিডার বাছাই করবার জন্যে অগ্রসর হ'ল। নির্বাচন ছোটদের মধ্যে থেকেই হবে। যদিও নির্বাচনের সময় বেশ কিছু হৈ চৈয়ের সৃষ্টি হ'ল কিন্তু কোনো ঝগড়া বা বিবাদের লক্ষণ দেখা গেল না। সনিয়া প্রত্যেক ইউনিটের কাছে গিয়ে গিয়ে আলোচনা করলো। আমি ভোভা আর লুবার পাশে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চললো। মিণ্টন ছেলেটি খুব শান্তশিষ্ট আর খোশমেজাজী। ইলিয়ানর কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। দুষ্টুমী, হৈ চৈ করা তার অভ্যাস কিন্তু পড়াশোনার দিক দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগী। স্থির হ'ল মিণ্টন ক্লাসের খুব ভালো ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ইলিয়ানর তার চেয়ে উপযোগী কারণ সে তার চিন্তাধারার সাহায্যে ইউনিট মিটিং ভালো ভাবে চালাতে পারবে। অধিকাংশ ভোট পেয়ে ইলিয়ানর দলপতি বাছাই হ'ল। মিণ্টন হ'ল তার সহযোগী।

পনের মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিটের দলপতি নির্বাচন হয়ে গেলে সবাই ট্রুপ সোভিয়েট নির্বাচনের দিকে নজর দিল। সনিয়া বসলো সভানেত্রীর আসনে।

সে বললো—আমাদের মোট পাঁচজন দরকার। তিনজন দলপতি বাছাই হয়ে গেছে। এখন বাকী দু'জন—একজন দেয়ালপত্রিকার সম্পাদক—আরেকজন সাংস্কৃতিক কর্মী। আমি তোমাদের প্রস্তাব জানতে চাইছি।

ছেলেমেয়েরা জর্জ আর ফিলিপ্‌সের নাম প্রস্তাব করলো। জর্জ ভালো ড্রয়িং কর্তে পারে। ফিলিপ্‌সের লেখার দিকে ভালো হাত আছে। আলোচনা হবার পর জর্জ নিজেই বললো যে ফিলিপ্‌স্ সম্পাদক হবার উপযুক্ত এবং সে নিজে তার সহযোগী হয়ে কাজ করবে। সভায় তার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল সর্বসম্মতিক্রমে। রায়া নামে একটি মেয়ে

সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে নির্বাচিত হ'ল। তারপর সোভিয়েটের সভ্যরা বাদে সবাই সভাস্থল ছেড়ে চলে গেল।

ট্রুপ সোভিয়েট স্থির করলো যে প্রত্যেক মাসে তাদের একটি করে দেয়ালপত্রিকা বেরুবে এবং একটি বিশেষ সংখ্যা বেরুবে ২১শে জানুয়ারী—লেনিন স্মৃতি দিবসে। রায়া বললো সে কিছু দিনের ভেতরেই তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলবে। প্রত্যেক ইউনিট লিডারদের বলা হ'ল—তারা যেন এই মাসের কর্মতালিকা আসছে সপ্তাহের মধ্যেই তৈরী করে ফেলে।

—কমরেড, ছোটদের থিয়েটারে একটা নতুন বই দেখানো হচ্ছে, আপনার জন্যে টিকিট কিনবো কি? পায়োনিয়ারদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রায়া জিগ্যেস করলো।

—নিশ্চয়ই, খুব খুসীর সংগে। জবাব দিলাম।—কত দিতে হবে টিকিটের জন্যে?

—সব চেয়ে ভালো সিটের দাম এক টাকা চার আনা। মেয়েটি উত্তর দিল।

তাকে পয়সা দিতে দিতে ভাবলাম, এখানকার টিকিটের দাম কত শস্তা!

ছেলেমেয়েরা বাড়ী চলে যাবার পরে, শিক্ষকদের ঘরে যেতে যেতে আমি সনিয়াকে বললাম—সনিয়া এদের গাম্ভীর্য দেখে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেছি। আচ্ছা, এর ফলে এরা অকালপক্ক হয়ে যায় না?

—না, না, মোটেই না। সনিয়া বললো।—দশ বছরের নীচে যারা তাদেরকে ক্লাসঘরে সামান্য কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ দেয়া হয় না। এই কাজের মধ্যে দিয়েই তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদেরকে আমরা এমন ভাবে কাজ দিই যাতে তাদের

ওপর বেশী চাপ না পড়ে। তারা যতটুকু কর্তে পারে এবং যেটুকু কাজ তাদের গঠনের জন্যে করা দরকার ততটুকু কাজ তাদের দেয়া হয়।

সনিয়াকে জিগ্যেস করলাম—তুমি কোথায় শিক্ষা পেয়েছিলে ?

—ওঃ, আমি প্রথম থেকেই এই সংগঠনের মধ্যে আছি। মেয়েটি হাসলো।—যখন আমার বয়স পনের বছর তখন আমি কমসোমলের (ইয়ং কম্যুনিস্ট লীগ) সভ্য। একদল পায়োনিয়র নিয়ে আমি সামাজিক কাজ আরম্ভ করলাম। তার এক বছর পরে যখন আমি বিদেশী ভাষা শিখতে গেলাম তখন এই স্কুলে আমি সপ্তাহে দু'বার আসতাম—প্রথমত পায়োনিয়র নেতারা কী ভাবে কাজ করছে তা দেখাশোনা কর্তে, দ্বিতীয়ত ইংরেজী কথা বলার অভ্যাস কর্তে। বিদেশী ভাষা শেখার পর আমি এখানে কাজ নিলাম। আমার জায়গায় যিনি ছিলেন তিনি ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে আমি পায়োনিয়র নেতাদের কোর্সে যোগ দিই এবং সেখানে এখানকার সুবিধে অসুবিধে আলোচনা করে নির্দেশ নিয়ে আসি। প্রধান কথা হ'ল ছোটদের কাছে আমাদের অগ্রজ কমরেডের মতন ব্যবহার কর্তে হবে যাতে তাদের সময় যতটা সম্ভব উপযুক্ত কাজে ব্যয়িত হতে পারে।

ক্রমশ দেখতে পেলাম, পায়োনিয়ারদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা সনিয়ার অসামান্য। ছোট বড় প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সংগেই সনিয়া খুব অন্তরংগ। তারা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। সনিয়া দুর্বলতা বা উচ্ছ্বাস দোষদুষ্ট নয়। দরকার পড়লে সে ছেলেদেরকে কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু তারা কখনও অসুবিধেতে পড়লে সনিয়া মন দিয়ে তাদের কথা শোনে এবং তার প্রতিকার করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তার বিস্মৃতি বা সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে তার সংগে অন্য কর্মচারীদের মতানৈক্য হয়। সময়মত বা নিয়মিত খবর না পাওয়ার

দরুণ কেউ কেউ মিটিংএ যোগদান কর্তে পারে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্যে তারা সনিয়ার সমালোচনা না করে পারে না। কিন্তু তার অকপট ত্রুটি স্বীকারের পর অসন্তোষের মেঘ কেটে যায়। সনিয়া শিক্ষকদের সংগে সহযোগিতা করে, আলোচনা করে কাজ কর্তে চেষ্টা করে যাতে অনৈক্য বা অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে পায়োনিয়র সঙ্ঘ একটা প্রকাণ্ড শক্তিশালী শিক্ষামূলক সংগঠন যা শিক্ষকদের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করে ছেলেমেয়েদেরকে সন্তোষজনক ভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমশ আমি যতই আমার কাজে অভ্যস্ত এবং সোভিয়েট শিক্ষার রীতিনীতির সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম ততই বুঝছিলাম যে শিশুদের জীবনে এবং প্রসংগক্রমে বাবা মা'র জীবনেও সোভিয়েটের শিক্ষকেরা কী জরুরী ভূমিকায় না অবতীর্ণ হচ্ছে!

সারা শিশুসমাজকে শিক্ষিত করে তোলবার গুরুদায়িত্ব এখানকার শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যাতে তারা বড় হয়ে নতুন সমাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জগতে স্থান পেতে পারে। একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যেই সমস্ত নয়, একজন শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পারদর্শী হতে হবে যাতে ছেলেদের মন্দ-ব্যবস্থাপন বা উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন হলে তার প্রতিকার করা যায়। একজন শিক্ষককে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানভাণ্ডার হতে হবে। তাকে জানতে হবে সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নে কী কী নতুন কৃতিত্ব অর্জন করা হয়েছে। তাকে জানতে হবে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক কাঠামো কী, কারা সেই ইউনিয়নের শাসনকর্তা, কী তার উৎপাদন পরিকল্পনা—কী ভাবে তার রাজনীতি কার্যকরী হয়। সংক্ষেপে, সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিদিন কিছুটা করে পড়াশোনা কর্তে হয় নইলে ছোটদের কাছে, যারা খবরের

কাগজ পড়ে, বিশ্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে খবরাখবর রাখে, তাদের কাছে পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত লেগে রয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে এক বছর কাজ করা কালে আমার শুধু অনেকগুলো মনোগ্রাহী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও শিক্ষালাভই হয় নি, কতকগুলি ছেলেদের নিয়ে অস্থবিধেতেও পড়তে হয়েছে। তাদের বাড়ীর অবস্থা ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগি জানার পরই আমি সেই সব ছেলেদেরকে ঠিক পথে চালনা করে ভালো ছাত্র কর্তে কৃতকার্য হয়েছি।

মোটের ওপর আমার ক্লাসের স্তর বেশ উঁচুই ছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই খুব বুদ্ধিমান এবং নতুন জিনিস শেখা বিষয়ে উৎসাহী। পাঠ সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের শেষ ছিল না এবং যখন সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হত তখন আর তাদের কাছে কোনো জিনিস অস্পষ্ট থাকতো না। পৃথিবী কী ভাবে এগোচ্ছে সে সম্বন্ধেও তাদের ধারণা সুস্পষ্ট। অবিশ্যি তারা যখন উত্তেজিত হয়ে উঠতো তখন পৃথিবীর যে কোনো দেশের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের মতনই ব্যবহার করতো তারা।

লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা অন্য কোনো ইংরেজী ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আগত ছেলেমেয়েদের এখানে বিশেষ অস্থবিধে হয় কারণ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সোভিয়েট ছাত্ররা কী মনোভাব পোষণ করে তা তারা জানে না। যাকে তারা 'কাণভরা' বা শৃংখলাভংগ করা বলে অভিহিত করে, সোভিয়েট ছাত্রদেরকে তা কর্তে দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাস্টারদের সামনে সভায় বসে একজন আরেকজনকে নির্মমভাবে সমালোচনা করবে বা মাস্টারদের কাছে গিয়ে কাণে তুলবে যে ছুটির সময় দুজন ছাত্র পরস্পরে ঝগড়া করছিল—তা নবাগতরা ভাবতেই পারে না। তারা ক্রমশ বুঝতে পারে যে এখানে ছাত্র এবং শিক্ষক একযোগে সংস্কৃতির স্তর উঁচুতে তোলবার চেষ্টা করছে। শাস্তি দিয়ে এখানে ছেলেদেরকে সংশোধন কর্তে

হয় না—স্বাধীন এবং নির্ভীক সমালোচনার মধ্যে দিয়েই এরা নিজেদের দোষ ত্রুটি কাটিয়ে ওঠে।

প্রকৃত সমালোচনার সংগে 'কাণভরা'র কী প্রভেদ তা বুঝে উঠতে তাদের কিছু সময় লাগে। দুটো সমবয়সী ও সমশক্তিমান ছেলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হ'লে এরা সমালোচনা করে না কিন্তু একজন বয়স্ক ছেলে যদি কোনো ছোট ছেলেকে আক্রমণ করে তাহ'লে সাহায্য কর্তে এগিয়ে যায়—হাস্যচ্ছলে যদি কেউ কাউকে উত্যক্ত করে তাহ'লে কোনো আপত্তি করে না কিন্তু বিদ্বেষ বশত বিরক্ত করলেই তীব্র সমালোচনা করে—এইখানেই সৃষ্টি হচ্ছে ন্যায়পরতার নতুন সংহিতা।

আমার পথে কোনো বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হ'লে আমি অধ্যক্ষ, কমরেড হল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। যদিও ছোটদের সংগে মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছি, তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কোনো কোনো সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমাকে নির্দেশ নিতে হয়েছে যেমন ছেলেমেয়েদের সংগে ব্যবহার করা কালে কতটা স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন কারণ তাদেরকে শাস্তি দেয়া সোভিয়েটের নীতিবিরুদ্ধ।

রেমণ্ডকে নিয়ে প্রথমে আমি অসুবিধেতে পড়লাম কারণ আপাত দৃষ্টিতে তাকে অলস ও শ্রমবিমুখ বলে মনে হয়। সাধারণত সে প্রশ্ন করলে জবাব দেয়—'আমি জানি না', যেন জানা বা না জানা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্কুলের পর তার সংগে আলাদা ভাবে কথা বললাম এবং কয়েকটা বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। অংকে তার পারদর্শিতা দেখে জিগ্যেস করলাম—ক্লাসে অন্যান্য বিষয়েও এমনি মনোযোগ দাও না কেন?

ছেলেটি জবাব দিল—তাতে আমার কী লাভ হবে? বড় হ'লে

আমি উড়োজাহাজের নক্‌সা আঁকবো। আমার কেবল মাপতে জানলেই হ'ল এবং তা আমি বেশ ভালোভাবেই জানি।

রেমণ্ডের মাকে ডেকে পাঠালাম। তিনিও ছেলের উড়োজাহাজ সম্বন্ধে আগ্রহের কথাই বললেন। বাড়ীতেও সে সারাক্ষণ নানারকম মডেল তৈরী করে যার ফলে তাকে দিয়ে বাড়ীর কোনো রকম কাজ করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। যত আগ্রহ তার উড়োজাহাজ সম্বন্ধে।

এই নিয়ে রেমণ্ডের সংগে আমি আরও কথা বললাম। জিগ্যেস করলাম সে কেন স্কুলের উড়োজাহাজের মডেল শিক্ষা বিভাগে যোগ দেয় না? সে বললো—ওরা যা শেখায় তা খুব সহজ। ও সমস্ত আমার জানা আছে। বললাম—তুমি জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্রে যোগ দাও। তাতে সে রাজী হ'ল।

আমি বললাম—রেমণ্ড, তুমি যদি উড়োজাহাজের ভালো নক্‌সা আঁকতে শিখতে চাও তা'হলে তোমাকে ভালো করে অংকও শিখতে হবে। এমন কি ডেসিম্যাল ও ফ্র্যাকশনের সাহায্যে কী ভাবে গুণতে হয় তাও তোমার জানা উচিত। কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে তোমার উড়োজাহাজ যাবে এবং সেখানকার আবহাওয়া কী তা জানতে হ'লে তোমাকে ভূগোল আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান না শিখেও উপায় নেই। তুমি কী মনে করো না যে তোমার একজন পূরোদস্তর শিক্ষিত লোক হওয়া উচিত? যাই হোক, কাল স্কুলের পর আমরা জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্রে গিয়ে তোমার নাম লিখিয়ে আসবো। সেজন্যে মাকে বলে দিও তোমার বাড়ী ফিরতে দেরী হবে।

রেমণ্ড চলে যাবার পর আমি টেকনিক্যাল কেন্দ্রে টেলিফোন করে উড়োজাহাজের মডেল বিভাগের অধ্যক্ষকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বুঝিয়ে

বললাম। তিনি শুনে আশ্বাস দিলেন যে ছেলেটির যা দরকার তা তিনি সমস্তই ব্যবস্থা করে দেবেন।

ধীরে ধীরে টেকনিক্যাল কেন্দ্রের গ্রুপ লিডারের সহযোগিতায় রেমণ্ড ক্লাসে বিশেষ মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর্তে লাগলো। তারপর স্কুলের উড়োজাহাজের মডেল নির্মাণ বিভাগে রেমণ্ডকে সম্পাদকের পদ দেয়া হ'ল। সেখানে সে সপ্তাহে দু'দিন করে যায়। ক্লাসের আরও কয়েকটি ছেলেকেও সে সেই বিভাগে নিয়ে গেল। রেমণ্ড গর্ব অনুভব না করে পারলো না যে বিভাগে তার স্থান হ'ল লিডারের নীচেই। যা'তে যন্ত্রপাতি ঠিক থাকে এবং গ্রুপ সভ্যরা সময়মত ক্লাসে আসে সে দিকে সে বিশেষ করে নজর দিত। প্রকৃতপক্ষে আমি লিডারের মুখে শুনলাম যে সে একজন যোগ্য সম্পাদক। আসল কথা সে অন্যান্য ছাত্রদের মতনই যত্ন নিয়ে পড়াশোনা কর্তে লাগলো। সে বুঝতে পেরেছে যে তাকে পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার হতে হ'লে একমাত্র মাপতে জানলেই চলবে না, অন্য শিক্ষণীয় বিষয়েও তাকে জ্ঞানার্জন কর্তে হবে।

জর্জ আরেকটি দরূহ ছাত্র। সে দেরী করে স্কুলে আসে, বাড়ীতে পড়াশোনা করে না, সমস্ত কমরেডকে বিরক্ত করে। ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র বললো যে তার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে সভা ডাকা হোক। স্কুলের পর আমরা তার ব্যবস্থা করলাম। এরা কী ভাবে সভার কাজ পরিচালনা করে তা দেখ্‌বার কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসলো।

চল্‌তি মেয়াদের জন্যে এল্‌গা ক্লাস সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ায়, সে-ই সভা পরিচালনার ভার নিল। প্রথমেই এল্‌গা বললো যে যারা জর্জ সম্বন্ধে উৎসুক নয় তারা অনায়াসে বাড়ী যেতে পারে কারণ এ সভা একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করবার জন্যে ডাকা হয়েছে। সুতরাং এখানে গোলযোগকারীর স্থান নেই। সবাই স্থির হয়ে বসে রইলো।

—জর্জ আমাদের লাল নিশান পাবার সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। এল্‌গা বলতে আরম্ভ করলো।—ওর জন্যেই এ সপ্তাহে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে দু'পয়েণ্টে পিছিয়ে গেছি। ও বাড়ীতে নিজের পড়া করে না। ওর নিজের তোয়ালে সাবান কিছুই নেই। ডিনারের আগে ও পরের তোয়ালে সাবান ব্যবহার করে। কমরেড্‌দের সংগেও ও অতি রূঢ়ভাবে কথা বলে। জর্জ সম্বন্ধে এখানে আমরা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো সুতরাং আলোচনা হওয়া দরকার। তোমাদের মধ্যে কে আগে বলতে চাও?

ভোভা উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আমার মনে হয় ওকে দোষ সংশোধন করবার জন্যে পাঁচ দিন সময় দেয়া উচিত। যদি তার মধ্যেও সে নিজেকে শোধরাতে না পারে তাহলে বাবা মাকে জানিয়ে ওকে ক্লাস থেকে এক সপ্তাহের জন্যে বের করে দেয়া উচিত। এবং চাপ দেয়া উচিত যাতে সে বাড়ীতে পড়াশোনা করে।

এ্যালেক নামে একটি শান্তশিষ্ট ছেলে বললো—আমার বোধহয় ক্লাসে জর্জের প্রতি নজর না দিলেই ভালো ফল হবে। ও আবোল তাবোল কথা বললে কেউ কেউ ওর কথায় হাসে এবং তাতে ওর অভ্যাস আরও নষ্ট হয়ে যায়। আমি রোজ স্কুলে আসার আগে ওর বাড়ীতে গিয়ে পড়াশোনা দেখে আসবো—ও কিছু পড়ছে কী না? তাছাড়া, ক্লাসেও আমি ওর পাশে বসবো। আমার মনে হয় আমাদের মাস্টার যদি জর্জের বাবা মার কাছে আজকের এই সভা ও ওর সম্বন্ধে আমরা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সে বিষয় উল্লেখ করে একটা চিঠি দেন তাহ'লে ভালো হয়।

রায়া বললো—ও ইচ্ছে করলে কিন্তু ভালোভাবে কাজ করে। আমাদের দেয়ালপত্রিকা বের করা সম্বন্ধে ও কী ভাবে সাহায্য করেছে তা দেখলেই বোঝা যাবে। ও কতকগুলো ভালো ছবি এঁকে দিয়েছে। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে ওকে যতটা খারাপ মনে হয়, ততটা নয়।

ইউজিন বললো—জজ একজন খারাপ বন্ধুর সংগে মেশে। আমি একদিন ওর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেদিনই ঐ ছেলেটিকে ওর কাছে আসতে দেখলাম। সে জর্জকে পরের দিন স্কুলে না গিয়ে তার সংগে বেরুতে অনুরোধ করছিল। আমি তাকে বললাম আমি নিজে একজন পায়োনিয়র—আমি এমন কাজ কখনও করি না। পরে তাকে আরও বললাম যে এ কথা আমি ইউনিট সভায় তুলবো। কিন্তু জর্জ প্রতিশ্রুতি দিল যে সে আর ঐ ছেলেটির সংগে মিশবে না তাই আমি আর কিছু বলি নি।

চিন্তিত হয়ে জর্জ বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো—আমি আর ঐ ছেলেটির সংগে মেলামেশা করি না। আমাকে আপনারা সুযোগ দিন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি নিজের ত্রুটি সংশোধন করবো। আমি যখন ঐ ছেলেটির বন্ধু ছিলাম তখন আমি পড়তে চাইতাম না। ছেলেটি আমাকে সিনেমা যেতে, বেড়াতে যেতে ডাকতো তাই বাড়ীতে আমি লেখা পড়া কর্তে পারতাম না। একটা বদ অভ্যাসে পড়ে গিয়েছি তাই তা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজেকে শোধরাবো। আমি এবার থেকে ক্লাসে এ্যালেকের পাশে বসবো যাতে খারাপ ব্যবহার কর্তে না পারি।

আরো কিছু আলোচনা হবার পর এ্যালেকের প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল এবং আমাকে বলা হ'ল আমি যেন জর্জের বাবা মা'র সংগে দেখা করে তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে সবিস্তারে উল্লেখ করি। সভা ভাঙ্গলো। আমি জর্জের সংগে কথা বলবার জন্যে থামলাম। দেখলাম, এক টুকরো কাগজের ওপর সে কি আঁকছে। আঁকার ব্যাপারে তার ক্ষমতা আছে। বললাম—আমি জানি, তুমি আঁকতে খুব ভালবাসো।

—নিশ্চয়ই, সমস্ত কিছুর চেয়ে আঁকতে আমার ভাল লাগে। জর্জ উত্তর দিল।

—তুমি শিল্পী চক্রে যোগ দিলেই পারো ?

—সেতো আমি বহু দিন থেকে জেলা আর্ট স্কুলে যোগ দিতে চাইছি কিন্তু আমি খারাপ মার্ক পাবার দরুণ সনিয়া আমাকে সুপারিশ করে চিঠি দিতে চায় না।

—আচ্ছা আমরা এক কাজ করি। আমি বললাম।—তুমি এই সপ্তাহে ভালো ব্যবহার করো এবং পড়ালেখায় ভাল ফল দেখাও তাহ'লে আমি সনিয়াকে এ বিষয়ে বলবো। তুমি রাজী আছো এতে ?

জর্জের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে নিজেকে উন্নত করে আমি আর্ট স্কুলে যোগ দেব। স্থির সংকল্প নিয়ে জর্জ বাড়ী ফিরে গেল।

সেই দিন থেকে জর্জ শুধরে গেল। অবিশ্যি তার উত্থান পতন হয়নি তা নয়। এ্যালেকের বন্ধুচিত সাহায্যে ও আমার চেষ্টায় তার শিক্ষার স্তর উঁচুতে ওঠবার সুযোগ পেলো। সমস্ত ক্লাস তার সংগে খুব ভালো ভাবে ব্যবহার করলো। পরের সভায় এল্‌গা বল্‌লো—জর্জ তার কথা পালন করেছে। আর্ট স্কুলে সে যোগ দিল—স্কুলের পর সপ্তাহে তিন দিন করে। ক্লাসে সে ভালো ছাত্র বলে পরিচিত হ'ল এবং বছরের শেষে ছোটদের শিল্প প্রদর্শনীতে তার ছবিও স্থান পেলো। পায়োনিয়রের ঘরে চারকোল দিয়ে জর্জের আঁকা স্টালিনের একটা সুন্দর ছবি টাঙানো হ'ল। ছবিটা জর্জেরই নিজের উপহার দেয়া।

জর্জের মাকে ডেকে আমি তাঁর সংগে কথা বললাম। দেখলাম তিনি জর্জ বা তার বন্ধুদের নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি একটু খামখেয়ালী স্বভাবের। তিনি কথা দিলেন এবার থেকে তিনি বাড়ীতে জর্জের পড়াশোনা দেখবেন এবং সে কোন্ কোন্ ছেলের সংগে খেলা করে তার প্রতিও নজর রাখবেন। তাছাড়া তাঁকে ঐ খারাপ ছেলেটির স্কুলের নম্বর

সংগ্রহ কত্তে বললাম। তাহ'লে সেখানকার অধ্যক্ষের সংগে দেখা করে আমি সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলতে পারি যাতে ক্লাসে ছেলেটিকে উচিত শাসনের মধ্যে রাখা হয়।

জর্জের প্রতি ক্লাসের ছাত্রদের মনোভাব দেখে আমি সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। সাধারণত ছোটরা বড়দের চেয়ে পরস্পরকে রূঢ় ভাবে বিচার করে কিন্তু এখানে দেখলাম কোনো কমরেড খারাপ কাজ করলে অন্য কমরেডরা তার ভালো গুণের প্রশংসা করে; তাকে অব্যাহতি দিতে চায়। তারা কাউকে তাদের একতার খ্যাতি নষ্ট কর্তে দিতে রাজী নয়। আমাদের 'সমস্যা' জিমির ঘটনা থেকেই তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

বহুদিন থেকে আমি জিমিকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। অন্য ছেলেদের বেলায় আমার তেমন কোনো অসুবিধে হয় নি কারণ আমি তাদের বাবা মার সহযোগিতা পেয়েছিলাম। এমন কি জর্জের বেলাতেও, যদিও তার মা বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন না, তবু তাঁর সংগে কথা বলে ছেলের পড়ার প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম যে তিনি তাঁর কথা রাখবেন। কিন্তু জিমির ব্যাপারে আমরা তার বাড়ীর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়লাম যার ফলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়ে যাচ্ছিল। যখন আমরা তার বাড়ীর সমস্যা সমাধান কর্তে পারলাম তখনই দেখলাম আমরা সত্যিকার প্রতিকার কর্তে পেরেছি।

জিমির এমন কতকগুলি দোষ ছিল যা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারতো না। বাড়ীতে সে তার পড়া পরের খাতা থেকে নকল করে আনতো, ক্লাসে বসে গোলযোগ করে শান্তিভংগ করতো যাকে ইংলণ্ডে 'প্রবলেম চাইল্ড' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার মুখে এমন একটা বিদ্রোহীভাব ছিল যার জন্যে আমি তাকে প্রথম থেকেই

ভালোবাসতাম। হতে পরে এর আংশিক কারণ হ'ল আমি তার সংগে খুব সহজে বন্ধুতা স্থাপন কর্তে পেরেছিলাম।

জিমির মাকে ডেকে পাঠালাম। দেখলাম তিনি অর্ধশিক্ষিতা। তিনি বললেন—বিপ্লবের সময় তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা ছিলেন এবং তারপর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁর লেখা পড়া হয়ে ওঠে নি। তাঁর স্বামী কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলেন সোভিয়েট সরকারের জন্যে যন্ত্র কেনবার কাজে। তিনিও ছিলেন তার সংগে। ফিরে এসে তিনি নিরক্ষরতা নিবারণী স্কুলে যোগ দেন। এখন চতুর্থ ক্লাস শেষ করেছেন অর্থাৎ ছেলের চেয়ে এক ক্লাস এগিয়ে আছেন। জিমি তাঁর নাগালের বাইরে। তাকে শাসনে রাখাই দায়। জিমি তাঁর কথা শোনে না আর তাছাড়া ইংরেজী ভালো ভাবে না জানায় তাঁর পক্ষে তার পড়া তদারক করাও সম্ভব নয়। জিমির বাবা খুব ব্যস্ত মানুষ। প্রত্যেক দিন দেরী করে বাড়ী ফেরেন।

আমি জিমিকে ডেকে তার সামনে মাকে বললাম যে তিনি সপ্তাহে এক দিন স্কুলে এসে ছেলে বাড়ীতে কী ভাবে ব্যবহার করছে তার একটা রিপোর্ট দিয়ে যাবেন। আরও বললাম, জিমির বাবা পরের সপ্তাহে এসে আমার সংগে যেন দেখা করেন কিংবা অন্তত টেলিফোন যোগে কথা বলেন।

অধ্যক্ষকে বললাম তিনি যেন জিমির বাবার সংগে সাক্ষাৎ করা কালে উপস্থিত থাকেন। তিনি বললেন তিনি নিজেই তাঁর সংগে কথা বলবেন।

জিমির বাবা দেখা কর্তে এলে পর আমি মনযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনলাম ও মাঝে মাঝে আলোচনা করলাম। সোভিয়েট কর্মীদের পারস্পরিক সরলতা আমার মনে গভীর দাগ কেটে গেল।

অধ্যক্ষ তাঁকে ছেলের প্রতি অবহেলা করার দরুণ দোষী করলেন এবং বললেন যে বাবা হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না।

তিনি জোর করে বললেন যে সপ্তাহে কয়েক দিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ছেলের পড়ালেখার দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং তার সংগে কথা বলা উচিত। অধ্যক্ষ মনে করিয়ে দিলেন যে তিনি যেন সপ্তাহে একবার ফোন করে এখান থেকে জিমির রিপোর্ট জেনে নেন।

—আপনি যদি ছেলে সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ না দেখান তাহ'লে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে খবর দেব যাতে আপনাকে জরুরী কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি দেয়া হয়।

জিমির বাবা প্রতিশ্রুত হলেন যে তিনি কথামত কাজ করবেন। অবিশ্যি এ অবস্থায় তাছাড়া আর কীই বা বলতে পারেন? তাঁর সংগে ঠিক করলাম যে পরের সপ্তাহে আমি তাঁদের বাড়ী যাবো কারণ জিমি বাড়ীতে কী করে না করে তা দেখতে চাই।

এই সাক্ষাৎকারের পরই যে সমস্ত গোলযোগ মিটে গেল তা নয়। সফল হতে আমাদের কয়েক মাস লাগলো। জিমিকে নিয়ে আমার আরও নতুন অসুবিধে ও তার সংগে আমার ব্যবহারের কথা আমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে লিখেছি। কিন্তু তার বাবার সংগে এই সাক্ষাৎকার, অন্য এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। কারণ এ থেকে জানা গেল সোভিয়েটের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আর জড়িয়ে রয়ছে বাবা মার সংগে, শিশুর সংগে, এমন কী তার পরিবেশের সংগেও। কারণ সোভিয়েট স্কুল হ'ল সমাজের একটা পূর্ণ অংশ। তাই সমাজের কাজ হ'ল শিশুর লালনপালন ও ভবিষ্যৎগঠনের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা। এ বিষয়ে যতটা দায়িত্ব স্কুলের ততটা দায়িত্ব বাপ-মার।

জিমির কেস্ সত্যিই দুরূহ রকমের। বাড়ীতে তার ওপর যত্ন না নেয়ার দরুণ সে বদ অভ্যাসে পড়ে গিয়েছে যেমন মিথ্যে কথা বলা—

ফাঁকি দেয়। বাড়ীতে এবং স্কুলে (বাড়ীর ওপরও স্কুল কড়া নজর রেখেছে) কড়া শাসনে রাখার ফলে এবং অবসর সময়ে তাকে নানান বিষয়ে নিযুক্ত করে রাখার ফলে তার পরিবর্তন দেখা গেল। তাকে বোঝানো হ'ল যে অলস ভাবে সময় কাটানো ও উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে খেলাধূলো করা বা ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল তৈরী করা অনেক কাজের।

রেমণ্ড, জর্জ আর জিমির দৃষ্টান্ত থেকেই প্রতীয়মান হবে যে সোভিয়েট স্কুল ছোটদের অসুবিধে বা বদ অভ্যাস সংশোধন করার জন্যে কতদূর আগ্রহ নেয়। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা কাউকে 'প্রবলেম চাইল্ড' বলে মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শিশুকেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে সহানুভূতিমূলক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে শোধরানো যায়। যদি যে পরিবেশের মধ্যে সে বাস করে তার পরিবর্তন দরকার হয় তাহ'লে তা অবশ্য করণীয়—এবং তা একমাত্র সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সম্ভব। কারণ এখানে প্রতিদিন পুরোনো ঘুণধরা ইটের পাঁজরগুলোকে টেনে নীচে নামানো হচ্ছে আর উঁচুতে তুলে ধরা হচ্ছে সংস্কৃতির স্তর। এখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যৌথ সঙ্ঘের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও, তার প্রতি শিক্ষকদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

ক্রমে ক্রমে আমি অনুভব করলাম যে আমাদের ক্লাসের আবহাওয়া শান্ত হয়ে এসেছে। সবাই যে যার কাজে মন দিয়েছে। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গাঁথা হয়েছে সংগে সংগে। ঠিক করলাম এবার থেকে প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ী গিয়ে তার ঘরের এবং বাইরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখবো। প্রত্যেক ছাত্রের সংগে তার নোটবুক দেখার সময় মাসে দু'বার করে আলোচনা করা সুরু করলাম —কী করে আরও উন্নতি হতে পারে। আলোচনা প্রসংগে নানান্

বিষয় ওঠে। আমাদের ক্লাস যদি অন্য ক্লাসের চেয়ে ভালো হয়? কী-করে হতে পারে? এমনি ভাবে নানা রকমের সমস্যার কথা তারা খুলে বলে। সাধারণ বিষয় হ'লেও আমি মন দিয়ে তাদের কথা শুনি। ফলে তাদের বিশ্বাস বাড়ে।

মেয়াদের শেষে আমরা ও চতুর্থ শ্রেণী—লাল নিশান পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। দুই শ্রেণীই লেখাপড়া ও শৃংখলারক্ষার ব্যাপারে রেকর্ড রেখেছে। ছাত্রদের উজ্জ্বল মুখেই আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল রেখায়িত হয়ে উঠলো।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য

স্কুল কর্মচারীদের মধ্যে ডাক্তার এবং নার্স হল দু'জন সমস্ত সময়ের কর্মী। তাদের অস্ত্র-চিকিৎসালয় নানান্ রকম অধুনা-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। সেখানে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের ইতিহাস অত্যাধিক যত্নের সংগে লিখে রাখা হয়।

ডাক্তারের কাজ হ'ল প্রত্যেক দিন সকালে স্কুল পরিদর্শন করা—নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখা কোথায় কোন্ আলমারীর ওপর, কোন্ ছবির ফ্রেমের ওপর ধুলো জমে আছে। তার অন্য কাজ হ'ল স্যানিটারি ব্যবস্থা ঠিক আছে কী না তা পরীক্ষা করে দেখা। ছেলে-মেয়েদের খাবার সময় তিনি আহার্য চেখে দেখেন যে সেগুলি সুস্বাদু হয়েছে কী না। তাকে প্রতিদিনকার নোট খাতায় লিখতে হয় এবং অধ্যক্ষ তা পড়ে দেখার পর সই করে দেন।

ডাক্তার এবং নার্স ছোটদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। সমস্তক্ষণ তারা

দলে দলে চিকিৎসালয়ে এসে উপস্থিত হয়—কারো আংগুল কেটে গেছে—কারো চোখে কী হয়েছে, কারো বা কোথায়ও সামান্য ব্যথা করছে। কারো সত্যি; কারো কাল্পনিক। সমস্ত রোগীকে এখানে অত্যাধিক যত্ন নিয়ে দেখা হয়। তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে এখানে এসে তারা উচিত কাজই করেছে। আমি দেখেছি সামান্য কিছু হলেই ছেলেমেয়েরা ক্লাসে যোগ দেবার আগে চিকিৎসালয়ে পরীক্ষা করানোর ফলে অনেক সময় ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আবার অলস ছাত্ররা পড়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে মাথাধরার অজুহাতে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অধিকাংশ সময়ই তারা পরীক্ষায় ধরা পড়ে গিয়েছে। ফলে বন্ধুচিত উপদেশ নিয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে ক্লাসে।

আমি স্কুলের কাজে যোগ দেবার কিছু পরে আমার ক্লাসের দুই মেয়ে স্টেলা আর ইভা আমাকে একদিন বললো, নার্স তাদেরকে আমাদের ক্লাসের স্যানিটার্স কর্তে সম্মতি জানিয়েছে। তাদের কাজ হ'ল ঘরে দরকারমত হাওয়া চলাচল হচ্ছে কী না তার দেখাশোনা করা কারণ জানুয়ারি মাসে বাইরেকার তাপ ত্রিশ ডিগ্রী যমবিন্দুর নীচে নেমে যায় এবং সে সময় ঘরের জানলা খোলা অসম্ভব। তাছাড়া তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি তদারক করা—যাতে প্রত্যেকে লাঞ্চের আগে নিজের নিজের জিনিস পায়—প্রত্যেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে ক্লাসে আসে এবং মেঝে পরিস্কার করে রাখা হয়। এ বাদে তারা প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে নার্সদের প্রাথমিক চিকিৎসা চক্রের মিটিংয়ে অন্যান্য স্যানিটার্সদের সংগে যোগ দেয়। এক একদিন এক একজন স্যানিটার ছুটির সময় অস্থ চিকিৎসালয়ে নার্সদের তত্বাবধানে ছেলে-মেয়েদের ঘা, কাটা ইত্যাদির চিকিৎসা করে।

এই প্রাথমিক চিকিৎসা চক্র থেকে প্রতি মাসে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ওপর একটা করে কাগজ বেরোয়। তাতে কলেয়া, জর্জ এবং অন্যান্য ছাত্র-শিল্পীদের ভালো ভালো কার্টুন থাকে। কোনো কোনো সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কমিসেরিয়ট অব হেল্থ থেকে সংগৃহীত মনোগ্রাহী পোস্টার ছাপা হয়। কোনো কোনো সংখ্যা ছোটদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আবার মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ছবির মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয় যা যে কোনো বক্তৃতার চেয়ে বেশী কার্যকরী।

অস্ত্র চিকিৎসালয়ের দেয়াল নানা রকম পোস্টার দিয়ে ছেয়ে রাখা হয়েছে—কী করে সর্দি কাশি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সকালে কী কী কসরৎ করা উচিত, হাড় ভেংগে গেলে কী উপায়ে তার প্রতিকার করা যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপদেশ।

নার্স এবং ডাক্তার আরও দুটো চক্র পরিচালনা করেন—একটা বড়দের অন্যটা ছোটদের। সেখানে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা পরীক্ষার জন্যে শিক্ষা দেয়া হয়। পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ হ'লে তারা ব্যাজ পায়। অধিকাংশই সে ব্যাজ কোটে বা জ্যাকেটে পরে।

ইংগ-মার্কিণ স্কুলে চার বছর কাজ করা কালে আমি কাউকে রোগগ্রস্ত হতে দেখি নি। অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে এখানকার ক্লাসে ছাত্রদের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর প্রথম কারণ হ'ল এখানে বিশেষ যত্ন নিয়ে ডাক্তারেরা রোগকে রোধ করার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় কারণ হ'ল কেউ রোগাক্রান্ত হ'লে সময় মত তার বিধিব্যবস্থা করা হয়।

আমার ক্লাসের একটি ছেলের ঘটনার কথা মনে আছে। স্কুলে এসে ক্লাস বসার আগেই ছেলেটি মাথা ধরার দরুণ ডাক্তারের কাছে

গেল। ডাক্তার দেখলেন, তার জ্বর হয়েছে—মুখ চোখ করম্‌চার মতন লাল। ছেলেটিকে অস্ত্র চিকিৎসালয়ে আটকে রাখা হ'ল। সকলের সংগে তার দেখাশোনা বন্ধ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল তার হাম হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিভার হাসপাতালে টেলিফোন যোগে খবর দেয়া হ'ল। এ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল এলিকে। সংগে সংগে তার বাপ-মার কাছেও খবর পাঠানো হ'ল। আবার এলি ফিরে এল স্কুলে যখন হাসপাতাল থেকে তাকে সংক্রামক রোগমুক্ত বলে ছুটি দেয়া হ'ল।

এলি হাসপাতালে চলে যাবার পর সন্ধ্যেবেলা জেলা স্বাস্থ্য বোর্ড থেকে লোক এসে সমস্ত স্কুলটাকে ওষুধ দিয়ে শুদ্ধ করে দিয়ে গেল এবং পরের দিন থেকে ক্লাসের কাজ পূর্বের মতনই চললো। সেই মেয়াদে আর কারো হামজ্বর হয়নি। যখনই কারো মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে —তখনই তা এইভাবে রোধ করার ফলে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

কোনো ছাত্রের দুর্বলতা ধরা পড়লে বা তার বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হ'লে স্কুলের ছুটির পর তাকে জেলা শিশু পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরীক্ষার পর সে বিশেষ চিকিৎসার সুবিধে পেয়ে থাকে। ছুটির সময় দুর্বল-স্বাস্থ্য শিশুদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ছোটদের স্যানাটোরিয়ায় (আরোগ্যগৃহ)। স্বাস্থ্যলাভ করে এসে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে স্কুলের পড়ায় যোগ দেয়। শুধু তাইই নয়—ফিরে আসার পর তাদের চিকিৎসা পূর্ণোদমে চলতে থাকে। যারা আরোগ্যলাভ করেছে তাদেরকেও পরীক্ষা করে দেখা হয় মাঝে মাঝে।

হাসপাতালে সমস্ত রকম চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। তাও যে কোনো দেশের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। ছোটদের ক্লিনিক, হাসপাতাল, দাঁতের ক্লিনিক, আরোগ্যগৃহ—শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রত্যেকে সমান-ভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে। সোভিয়েট চিকিৎসার মূলকথা হ'ল—

আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধন বাঞ্ছনীয় কিন্তু যখন চিকিৎসার প্রশ্ন ওঠে তখন তা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত।

স্কুলে এই সম্বন্ধে প্রবল প্রচারকার্য চালানোর ফলে বাপ মায়েরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে জীবনযাপন কর্তে শেখেন। এখনও অনেক বাপ মার চালচলনের মধ্যে প্রাক-বিপ্লব যুগের কুসংস্কার ও বদঅভ্যাস রয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের সাহায্যে সেগুলি সংশোধন প্রাপ্ত হয়। ছেলেমেয়েরা শীতকালে শোবার সময়ে অন্তত একটা ছোট জানলা খোলা রেখে ঘুমোয়, নিয়মিত ভাবে দাঁত মাজে, আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করে, ঠিকমত কাপড় বদলায়। ছেলেমেয়েদের জেদের ফলে বাপ-মায়েরা, স্কুল-ডাক্তার ডাকা মাত্র আসতে বাধ্য হন এবং ডাক্তারের কথা অনুসারে চলতে যত্নবান হন।

একদিন স্টেলা এসে বললো—ঠাকুমা, আমাকে শরীরচর্চা কর্তে দিতে চাইছেন না। তাঁর ধারণা আমার ঠাণ্ডা লাগবে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে গরম কাপড়জামা পরে ঘেমে আমি যদি পরবর্তী পড়া পড়তে বসি তাহ'লে আমার আরও বেশী ঠাণ্ডা লাগবে। তিনি বিশ্বাস করলেন না। তাই বললাম আমাদের স্কুল-ডাক্তারকে জিগ্যেস কর্তে। অবিশ্যি আমার ঠাকুমার এ সব কথা জানবার কথাও নয়। তিনি তো কোনো দিন স্কুলে যান নি। কাজে কাজেই তিনি এ সব বোঝেন না।

চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্র একদিন ডাক্তারকে জিগ্যেস করলো—আচ্ছা কমরেড বলতে পারেন বাবার সিগ্রেট খাওয়া কী কার বন্ধ কর্তে পারি? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পড়েছি যে ধূমপান করা খুব অস্বাস্থ্যকর। অবিশ্যি আমিও জানতাম যে ধূমপান করা খারাপ এবং পায়োনিয়ররা কখনও ধূমপান করে না কিন্তু এখন জানতে পেরেছি এর কারণ কী? আমি আজ বাবাকে এ বিষয়ে বলবো। কিন্তু কী বললে তিনি সিগ্রেট খাওয়া ছেড়ে দেবেন বলতে পারেন?

—তাঁকে তোমার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বইখানা দেখিও এবং বোলো তোমার শিক্ষয়িত্রী কী বলেছেন। তাছাড়া এই ছবিগুলো দেখিও—যে সিগ্রেট খেলে ফুসফুসের অবস্থা কী হয়। ছবিগুলো তোমাকে আমি একদিনের জন্য ধার দেব।

নিশ্চয়ই সিডনীকে বাবার সংগে এ নিয়ে অনেক কথা বলাবলি কর্তে হয়েছে। কিন্তু সে যে বড় হয়ে ধূমপান করবে না—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্কুলে খেলাধূলো ও শরীরচর্চার দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। সপ্তাহে একবার করে শরীরচর্চা সম্বন্ধে পাঠ নেয়ার পর ছাত্ররা নানান্ রকম খেলাধূলোয় যোগ দিতে পারে। আমাদের স্কুলের ক্রীড়া-চক্রের অনেক রকম বিভাগ আছে যেমন—সাঁতার, মল্লক্রীড়া, স্কীয়িং, স্কেটিং, ব্যায়ামচর্চা এবং আরেকটি বিভাগ যেখানে একদল ছাত্র "পরিশ্রম ও আত্মরক্ষা" ("Be Ready for Labour and Defence" badge) ব্যাজ পাবার পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়। তাদেরকে খেলাধূলো সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু শিখতে হয়।

সাঁতারুরা শীতকালে স্কুলের ভেতরকার পুকুরে এবং গ্রীষ্মকালে মস্কোর বিভিন্ন নদীতে স্নান করে। স্কেটারদের জন্যে উঠোনে জল ভর্তি করে চমৎকার রিংকের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এবং স্কীয়র (ski-er) যারা তারা অনায়াসে যে কোন পার্কে বা স্কীয়িং কেন্দ্রে গিয়ে অবসর সময় যাপন কর্তে পারে।

গ্রীষ্মকালে ছেলেরা স্কুলের খেলার মাঠে কিংবা পার্ক অব কাল্চারে ভলিবল খেলে এবং দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, সাঁতার, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি খেলাধূলোয় সময় কাটায়।

উঁচু ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্র তার জ্যাকেটে গৌরবের সংগে স্পোর্টস্ ব্যাজ পরে। অবিশ্যি এই ব্যাজ পরীক্ষায় ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে

কিছুটা তারতম্য থাকে। কিন্তু খেলার সময় দু'দলই একসংগে অংশ নেয়।

গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প ও স্যানাটোরিয়া প্রভৃতি সমস্তই কমিসেরিয়ট অব হেল্‌থের এলাকার মধ্যে পড়ে। এই সব জায়গায় প্রধান কর্তা হ'ল ডাক্তার যার কথা মেনে চলতে সবাই বাধ্য। গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হয় যাতে ছাত্রেরা পূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং আসছে বছরে দ্বিগুণ শক্তি ও স্বাস্থ্য নিয়ে লেখাপড়ায় যোগ দিতে পারে।

১৯৩৭ সালে ছুটির সময় কৃষ্ণোপসাগরের নিকটবর্তী আনাপা সহরে আমার একবার স্যানাটোরিয়া পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ হয়েছিল। এই সব আরোগ্যগৃহ কেবলমাত্র রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্যেই নয়—দুর্বলস্বাস্থ্য শিশুদেরকেও এখানে চিকিৎসা করা হয়—প্রধানত সেই সব শিশু যাদের বিশেষ চিকিৎসা দরকার। আনাপা হ'ল ছোটদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জায়গা। সারাক্ষণ পাহাড়ের চূড়োয় আর সমুদ্রের তীরে সাদা কামিজ আর প্যাণ্ট পরা ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে হাল্‌কা স্যাণ্ডেল।

সমুদ্র তীরের বেশীর ভাগ জায়গা ছোটদের জন্যে দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা স্নান করে, রোদ পোয়ায়, বালির ইমারৎ তৈরী করে। তাদের প্রত্যেকের চেহারা উজ্জ্বল আর বাদামি। তাদের চোখে মুখে খুসীর প্রাচুর্য। যখনই দেখেছি ও কথা বলেছি তখনই মনে হয়েছে তারা আনন্দে আছে। যদিও তাদের অবসরযাপনের পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরী করা হয়, তবু তারা নিজেদের ইচ্ছেমত সময় কাটানোর প্রচুর স্বাধীনতা পেয়ে থকে।

তিন এবং চার বছর বয়সের শিশুদের জন্য বিশেষ বিশ্রামগৃহের ব্যবস্থা

আছে। তাদেরকে হাতে হাত দিয়ে সমুদ্র তীরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের শিশুকণ্ঠে গানের গুনগুনানি। কয়েকজন তরুণীর নেতৃত্বে তারা এই ভাবে নিজেদের অফুরন্ত অবসর কাটাবার স্থযোগ পায়।

সোভিয়েটের বাপ-মায়েদের কাজ হ'ল ছেলেমেয়েদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা। কিন্তু রাষ্ট্র শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাদের ওপর মোটেই নির্ভর করে না। শিশুপালনাগারে, কিন্ডারগার্টনে ও স্কুলে কর্মক্ষম ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। এমন কি পার্ক অব কাল্চার এ্যাণ্ড রেষ্ট এর প্যালেস্ অব পায়োনিয়ার্স ও চিলড্রেনস্ সিটিতেও স্থায়ী ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে। শিশুদের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক বা শিক্ষয়িত্রীর সংগে ডাক্তার ও নার্সদের একযোগে কাজ করার ফলে এখানে এমন কি ক্লাসঘরে পর্যন্ত লেখাপড়ার উন্নতির সংগে সংগে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষাও হয়ে থাকে।

সোভিয়েটের শিক্ষক

১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি উঁচু ক্লাসগুলিতে গণিত শেখাবার ভার নিলাম। আমি যে ক্লাসে ছিলাম তা সাধারণ নিয়ম অনুসারে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে গেল, যদিও তাদের উপদেশক হিসেবে আমিই ভারপ্রাপ্ত রইলাম।

চতুর্থ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ফলে আমি স্কুলের সমস্ত বিভাগের ছেলেমেয়েদের সংগে মেশবার অপ্রতিহত স্থযোগ পেলাম এবং আবার নিজের পুরোনো পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষা দেবার স্থবিধে পেয়ে খুসী হলাম যদিও গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কম লাভবান হইনি।

মেয়াদ সুরু হবার গোড়ার দিকে একদিন আমার জ্যামিতির ক্লাসে কমরেড হল্যাণ্ড ও পরিদর্শক এসে আমার পেছনে বসে নোট নিতে লাগলেন। অধ্যক্ষ, কমরেড হল্যাণ্ড, ছাত্রদের বাপ-মা ও পরিদর্শক—ক্লাসে এঁদের আসাযাওয়ায় অভ্যস্ত থাকায় আমরা কেউই দর্শকদের প্রতি নজর দিলাম না। পাঠ শেষ হবার পর পরিদর্শক আমার কাছে এসে আলোচনা সুরু করলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ান ভাষা শিখে নেয়ার ফলে আমি তার সংগে অনায়াসে সেই ভাষায় কথা বললাম।

তিনি বললেন—আপনার পড়ানো দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। দেখলাম, নিজের বক্তব্য আপনি পরকে খুব সহজে বোঝাতে পারেন যদিও আমাদের পদ্ধতি থেকে তা কিছুটা অন্য ধরণের। আমার মনে হয় আপনি শিক্ষকদের গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোর্স বোঝবার মতন রাশিয়ান নিশ্চয়ই জানেন। আপনি ইচ্ছে করলে সে কোর্স নিতে পারেন। কমরেড হল্যাণ্ডের কাছে সমস্ত বিবরণ জানতে পারবেন। তাছাড়া আমি জেলা শিক্ষা-কেন্দ্রেও টেলিফোন করে আপনার অংক শেখাবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো। সেখানকার পরিদর্শক নিশ্চয়ই শুনে খুব আগ্রহান্বিত হবেন। আমি আবার দেখা করবো। এখন চলি। বলেই মহিলাটি চলে গেলেন।

এইবার মস্কোর শিক্ষাজগতের সংগে আমার সত্যিকার সংস্পর্শ ঘটলো। গত বছর রাশিয়ান ভাষা না জানার ফলে আমার পক্ষে লেকচারে ও সভায় যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠতো না। যদিও আমার সংগে প্রায়ই দোভাষী থাকতো বা আমার পাশে বসে কেউ সভার মর্ম বুঝিয়ে দিত—তা সত্বেও আমি কারো সংগে ঘনিষ্ঠভাবে কথা না বলতে পারার কারণে নিজেকে সভার সংগে খাপ খাইয়ে উঠতে পারতাম না।

আম্মাদের পরিদর্শক শিক্ষাকেন্দ্রে সেই দিনই খবর দেওয়ায় অল্প সময়ের

মধ্যে আমার ক্লাসে জেলা গণিত পরিদর্শক (রাশিয়ানরা inspector এর বদলে instructor শব্দ ব্যবহার করে কারণ পূর্বোক্ত শব্দ প্রাক-বিপ্লব যুগের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়) এলেন। অংক পাঠ শেষ হয়ে যাবার পর তিনি জিগ্যেস করলেন আমি গণিত শিক্ষকদের কাছে আমার ইংলণ্ডের গণিতশাস্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি এবং আমার ব্যক্তিগত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রস্তুত আছি কী না ? আমি বললাম যে শ্রোতারা যদি আমার দুর্বল রাশিয়ান ভাষায় বিরক্ত না হন, তাহ'লে আমি বলতে পারি। শেষকালে স্থির হ'ল যে আমাদের রাশিয়ান শিক্ষকদের মধ্যে থেকে যিনি ইংরেজী জানেন তিনি আমার কথা রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন পাছে আমি আমার বক্তব্য স্পষ্টভাবে বোঝাতে না পারি। অবিশ্যি আমি সকলের সংগে আলোচনায় যোগ দেব।

পরিদর্শকের সংগে আরও আলোচনা হওয়ায় জানলাম তিনিই জেলা শিক্ষকদের গণিত কোর্সের শিক্ষকতা করেন। জেলা শিক্ষা-কেন্দ্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা অল্প অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তাছাড়া আলোচনার ফলে সিলেবাস্ সম্বন্ধীয় নানান্ জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়।

পরিদর্শক বললেন—আমাদের লক্ষ্য হ'ল ছাত্রদেরকে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে সর্বোচ্চ শিক্ষা দেয়া। অন্যান্য দেশের মতন আমরা ছাত্রদেরকে কোনো মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাতে পারলেই খুসী হই না। প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়া উচিত যাতে সে বড় হয়ে শিক্ষিত নাগরিক হতে পারে। সুতরাং আমরা প্রত্যেক শিক্ষককে সর্বশ্রেষ্ঠ আংগিক ও পদ্ধতি শেখাবার চেষ্টা করি। আমি প্রায়ই বিভিন্ন স্কুলে যাই, তাদের পাঠ দেখি যাতে এই জেলার ত্রিশটি স্কুলে গণিত শিক্ষার কি অবস্থা সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হয়। এখানে শিক্ষকেরা পরস্পরে মেলামেশা করে

এবং মাঝে মাঝে কোনো কোনো শিক্ষক 'সাধারণ পাঠের' আয়োজন করে অন্য সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদেরকে নিমন্ত্রণ করে। এই কারণে অধ্যক্ষেরা বছরে কয়েকবার শিক্ষকদেরকে অবসর দেন। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহ'লে আমি কয়েকজন শিক্ষককে আপনার পড়ানো দেখতে আসতে বলবো। যদিও তারা ইংরেজী জানে না, তা সত্বেও আমাদের পাঠ্যবিষয় বুঝতে তাদের নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হবে না।

শিক্ষকদের সভা আমি খুব উপভোগ করলাম। যে রকম গভীর আগ্রহের সংগে সবাই আমার কথা শুনলো এবং আলোচনা করলো তাতে মনে হ'ল তারা নিজেদের কাজ সম্বন্ধে কতদূর মনোযোগী! আমরা প্রধানত অংকশিক্ষার পদ্ধতি, কোন্ বয়সে কোন্ রকম অংক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেয়ার পক্ষে সুবিধেজনক এবং কোন সমস্যার ওপর কতটা সময় দেয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলাম।

সভার বিস্তৃত আলোচনা নোট করে টাইপ করার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হ'ল যাতে তা জেলা শিক্ষা কেন্দ্রের অন্যান্য শিক্ষকদের সাহায্যে আসতে পারে। এখানে গণিতশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র একটা ঘর আছে।

গণিতশাস্ত্রের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের সংগে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে আমি অনেক কিছু নতুন শিক্ষাপদ্ধতি শিখলাম। এই ভাবে আমাদের স্কুলের অন্য শিক্ষকেরাও বিভিন্ন শিক্ষকদের সংগে যোগসূত্রে আবদ্ধ আছে।

প্রাণীতত্ত্বের শিক্ষয়িত্রী কমরেড এড্মণ্ডস্‌এর সংগেই আমি প্রথমবার জেলা শিক্ষা কেন্দ্রে গেলাম। তিনি আমার আসার কিছু পরেই আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং অধ্যাপনা ক্ষেত্রে তিনি নতুন।

জেলা শিক্ষা কেন্দ্র আমাদের স্কুল থেকে মাত্র পনের মিনিটের রাস্তা এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশনের বাড়ীর ওপর তলায় অবস্থিত।

ওপর তলায় কয়েকটি বড় বড় আলো হাওয়াযুক্ত ঘর এবং এক একটি ঘর এক কিংবা দুই পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি ঘরে শিক্ষক বা ছাত্রদের তৈরী নানান্ রকম চিত্তাকর্ষক কাজের নমুনা, সমস্ত রকম পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা, আদর্শ পাঠের বিস্তৃত টাইপকরা রিপোর্ট, নতুন কাজের মালমসলা সমস্তই রয়েছে—সংক্ষেপে বলা চলে যে প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যতটা সম্ভব তথ্য সংগৃহীত করে উপস্থিত করা হয়েছে। ঘরের এক কোণে শিক্ষা বিশেষজ্ঞেরা শিক্ষক বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে অন্যান্য শিক্ষকেরা টাইপকরা কাগজের সীট থেকে নোট নিচ্ছে বা পড়ছে।

কমরেড এড্মণ্ডস্ ও আমি প্রথমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ঘরে গেলাম। এড্মণ্ডসের উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনা সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান আছে। ঘরের এক জায়গায় কোনো এক রাশিয়ান স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের তৈরী ফুলের মডেল দেখলাম। এই মডেলগুলি থেকে ফুলের গঠন (structure) সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মায়। কমরেড এড্মণ্ডস্ স্থির করলেন তিনিও পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদেরকে এমনি মডেল তৈরী কর্তে দেবেন।

তিনি বললেন—আসল ফুল দেখার পর এটা দেখলে ছেলেদের মনে ফুলের গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হবে।

ঘরের মধ্যে প্রদর্শিত জিনিসগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার সময় আমরা বিশেষজ্ঞের সংগে কথা বলছিলাম। তিনি কয়েকবার আমাদের স্কুলে এসে গেছেন। তাঁকে বললাম, এখানকার জিনিসগুলি দেখতে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই।

তিনি তাড়াতাড়ি আমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন—নিশ্চয়ই, আমরা কাগজের মডেল বা ড্রয়িং দিয়ে সত্যিকারের জীবন্ত জিনিসকে চাপা দিতে চাইছি না। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সে সমস্ত

জিনিস প্রচুর পাওয়া যাবে। আসল কথা হ'ল ছাত্রেরা যে বিষয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত নইলে পাঠ্যবিষয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন ও আনুমানিক হয়ে পড়ে। উদ্ভিদবিদ্যার সংগে যদি প্রকৃতির কোনো সম্বন্ধ না থাকে তাহ'লে তা একেবারে নীরস মনে হবে।

আমরা গণিতশাস্ত্রের ঘরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম আমার পরিদর্শক বন্ধুটি এক দল শিক্ষক বেষ্টিত হয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আছেন।

আমরা যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম—শিক্ষকদের মধ্যে একতা গড়ে তোলার ও ভাব আদানপ্রদানের এই অত্যাশ্চর্য প্রচেষ্টার বিষয়ে এবং কী করে এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন হচ্ছে। আমাদের ব্যাগের মধ্যে জেলা কেন্দ্রের সাধারণ সভা এবং আলোচনা সভার তালিকা ছিল। আমরা স্থির করলাম, সেগুলিতে আমরা সময় মত যোগ দেব।

স্কুলের প্রত্যেক মেয়াদের শেষে শিক্ষক, অধ্যক্ষ এবং বোর্ড অব এডুকেশনের সমস্ত কর্মীদের নিয়ে প্রত্যেক জেলায় একটা করে সম্মেলন ডাকা হয়। সে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হ'ল—সেই মেয়াদের কাজকর্মের ফলাফল।

সম্মেলন সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশনের অধ্যক্ষের রিপোর্ট পাঠ দিয়েই সুরু হয়। রিপোর্টে তিনি সমস্ত ফলাফল একত্র করে তার সংক্ষিপ্ত সার বলেন—জেলায় শতকরা ক'জন উত্তীর্ণ হ'ল এবং ক'জন অকৃতকার্য হ'ল—কোন্ কোন্ স্কুল ভালো ফল দেখিয়েছে এবং কোন্ কোন্ শিক্ষালয় থেকে বিপরীত ফল পাওয়া গেছে—কোন্ কোন্ শিক্ষক শতকরা একশো ভাগ ছাত্রকে উত্তীর্ণ করাতে পেরেছে এবং কারা কারা স্কুলের ফলাফলের স্তরকে নীচে নামিয়েছে।

এর পর কোনো ভালো স্কুলের অধ্যক্ষ বা শিক্ষক বর্ণনা করেন—কি করে তাঁর স্কুল উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছে এবং নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেন যে সমস্ত বাধা বিপত্তি তাঁরা কি করে জয় কর্তে পারলেন।

অতঃপর যখন আলোচনা স্থুরু হয় তখন বহু শিক্ষক ও অধ্যক্ষ তাতে যোগদান করেন। তাঁরা বোর্ড অব এডুকেশনের সমালোচনা করেন, পরিদর্শকদের দোষ দেখান। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা জেলার সমস্ত দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করে তা নগ্ন ও নির্দয় সমালোচনার আলোতে তুলে ধরেন।

এই জাতীয় সম্মেলনে প্রথম যোগদান করার পর আমি বিরামকালে লাঞ্চ খেতে খেতে অধ্যক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এখানকার সমালোচনা করার পদ্ধতি দেখে আমি সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আরও বললাম—বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এই সমালোচনার ধাক্কা খেয়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। অবিশ্যি আমি এরই মধ্যে জেনেছি যে উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় হ'ল সমালোচনা কিন্তু এই রকম—

—সমালোচনায় আপনার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে, না? হাসতে হাসতে অধ্যক্ষ যোগ দিলেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি স্বীকার করলাম।

—ভয় নেই। উন্নতি করবার এইই হ'ল প্রকৃষ্ট পন্থা এবং এতে বিরক্ত বা মর্মাহত হবারও কোনো কারণ নেই! এই সমালোচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে করা হচ্ছে না। আপনার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা যদি ভালো ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন তাহ'লে বুঝতে পারবেন এটা হয়েছে আপনার সামাজিক শিক্ষার দোষে যা আপনার মধ্যে মিথ্যে অহংকারের সৃষ্টি করেছে। আসলে, সমালোচনা শুনে বিচলিত হবার কী আছে যদি তা বন্ধুচিত ভাবে করা হয়? আর যদি

আপনি মর্মাহতই হন তাহ'লে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে আপনি সাবধান হবেন। আপনি দেখবেন, আলোচনার শেষে বোর্ড অব এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ এই সব সমালোচনাগুলিকে ঠিক তাদের উচিত মূল্যেই গ্রহণ করবেন।

অধ্যক্ষ ঠিক কথাই বলেছিলেন। আলোচনার শেষে বিবেচনা করে কতকগুলি সমালোচনা গ্রহণ করা হ'ল। তারপর আগামী মেয়াদের কাজ সম্বন্ধে নিখুঁত কর্মসূচি হাজির করা হ'ল। আমরা এই ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম যে আমাদের সময় অকারণে নষ্ট হয় নি।

সন্ধ্যের সময় শিক্ষকদের ক্লাবে যাবার জন্যে আমাদেরকে টিকেট দেয়া হয়েছিল। ব্যাপক পরিবর্তনের পর ক্লাবের নতুন করে দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলাতেই শিক্ষকদের জন্যে একটা করে ক্লাব আছে। কিন্তু এটা হ'ল অল-মস্কো ক্লাব। একখানি প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য বাড়ী। বড় হলঘরে ছয় শো লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। ছোট হলঘরের দেয়ালের কারুকার্য ও জানলার ঝক্‌ঝকে পরদা ঘরটিকে বল-নাচের উপযোগী করে তুলেছে। এই ক্লাবে লাইব্রেরী, রিডিং-রুম, চা-পানাগার এবং গ্রামোফোন, রেডিও ও আর্ম চেয়ার দেয়া কতকগুলি বিশ্রাম ঘর—সমস্তই আছে। ওপর তলায় রেস্তরাঁর ব্যবস্থা আছে। সেখানে লোকেরা মাঝ রাত পর্যন্ত রাতের খাওয়া খেতে পারে।

অল-মস্কো ক্লাবে উপভোগ্য সংগীত শুনিয়ে আমাদেরকে আপ্যায়িত করা হ'ল। গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের গায়কেরা গান করলেন এবং অভিনেতারা শেকভের গল্পগুলি রাশিয়ান আংগিকে অভিনয় করলেন। গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের সেরা সংগীতজ্ঞ।

'শিক্ষকদের ক্লাব' কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের জায়গাই নয়। মস্কোর সমস্ত শিক্ষকদের এইটাই হ'ল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। যে কেউ ইচ্ছে

করলে নাটক, খেলাধূলো, নাচগানে যোগ দিতে পারে—অন্য ভাষা শিখতে পারে বা শিক্ষাজগতের ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতায় যোগ দিতে পারে। এ সবের জন্যে টিকিটের দাম দিতে হয় না। প্রত্যেক স্কুলের স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের কাছ থেকেই এর টিকিট পাওয়া যায়। উপস্থিতির দিক থেকে বিচার করতে গেলে এটাকে সব চেয়ে জনপ্রিয় জায়গা বলে মনে হয়। এখানকার কর্মসূচী নিয়মিতভাবে সভায় আলোচিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমস্ত প্রস্তাব ও সমালোচনা বিবেচিত হয়।

আমাদের স্কুল কর্মীদের মাসিক বৈঠকে সাধারণত সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যায় এবং কাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। অধ্যক্ষ বা পরিদর্শকের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ দিয়েই সভা আরম্ভ হয় এবং সেই রিপোর্টে আমাদের দুর্বলতা ও কৃতিত্ব বড় করে দেখানো হয়। তারপর কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন যার পর সাধারণ আলোচনা সুরু হয়।

শিক্ষকদের পরস্পরের ক্লাসে গিয়ে পড়াশোনা দেখার সুযোগ থাকার ফলে প্রত্যেকেরই স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। তারা কেবল নিজেদের পাঠ্যবিষয় ও সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সমস্ত স্কুলের সামগ্রিক উন্নতির দিকে তারা পুরোমাত্রায় সজাগ। যারা ক্লাস পরিদর্শক তাঁদের ওপর সমস্ত ছাত্রের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় ক্লাসের পড়াশোনা দেখার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ অসীম। সে কারণে প্রত্যেকেই আলোচনায় যোগদান করেন। আমরা জেলার মধ্যে আমাদের স্কুলকে যদি পুরোভাগে নিয়ে যেতে পারি তাহ'লে লাল নিশান পাবোই—এর জন্যে আমাদের উৎসাহের শেষ নেই।

১৯৩৬ সালের শরৎকালের মেয়াদের গোড়ার দিকে কতকগুলি স্কুল কর্মীদের পরিবর্তন হওয়ায়, তখনকার একটা সভাকে এখানে আদর্শস্বরূপ

হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত পরিবর্তন হওয়ায়, তখন আবার নতুন করে শৃংখলা রক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিলো।

ইংরেজী শিক্ষক কমরেড ইয়ংই প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন—আবার আমরা নিজেদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড হারিয়ে ফেলেছি। এর আংশিক কারণ হ'ল কতকগুলি কর্মী পরিবর্তন। প্রত্যেক শিক্ষকই ছাত্রদের কাছে অস্বাভাবিক দাবী করেন আর ফলে সমস্ত উঁচু ক্লাসের মধ্যে শৃংখলা বজায় থাকছে না। কমরেড এড্‌মণ্ডস্ আবার আল্‌গা হয়ে পড়েছেন। গত বছর তাঁর ক্লাসের শৃংখলা অনেক উন্নতিলাভ করেছিল যার ফল দেখতে পাওয়া যায় জুন মাসের পরীক্ষায়। কমরেড আইভেনোভার অন্য ক্লাসগুলিতে গিয়ে দেখা উচিত তাঁর ক্লাসের শৃংখলার তুলনায় সেখানকার ছাত্ররা কী ভাবে ব্যবহার করছে। আসুন, আবার আমরা সমস্ত কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলি। প্রথম কথা, শিক্ষক যখন পাঠ বোঝাবেন তখন কেউ কথা বলতে পারবে না। দ্বিতীয়, কথা বলতে হ'লে আগে হাত তুলতে হবে। এই সব নিয়ম ছেলেরা তাদের সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বুঝতে পারে এবং এ না হ'লে আমরা শান্তি রক্ষা কর্তে পারবো না।

কমরেড আইভেনোভা আমাদের স্কুলের নতুন রাশিয়ান শিক্ষয়িত্রী। তিনি ভালো ভাবে ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁর বক্তব্য—তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন কিন্তু আসলে ছেলেরা তাদের পড়া সম্বন্ধে এতটা আগ্রহশীল যে তারা সকলে এক সংগে কথা বলতে আরম্ভ করে এবং তাদের থামাতে তার মন ওঠে না।

কমরেড রজার্স মাঝ পথে বাধা দিয়ে বললেন—ভূগোল সম্বন্ধেও তাদের আগ্রহ কম নয়। তাদের কাউকে প্রশ্ন করুন—দেখবেন তারা কখনও আমার পড়ানোর সময় হৈ চৈ করে একসংগে জবাব দিতে চেষ্টা করবে না। তারা ছেলেমানুষ। আমার শিক্ষকতার গোড়ার দিকে

তারা এই রকম কর্তে চেয়েছিল কিন্তু আমি পরিস্কার করে বললাম আমাদের সিলেবাস্ শেষ কর্তে হ'লে অনেক কাজ কর্তে হবে সুতরাং আমি মোটেই সময় নষ্ট হতে দেব না। এখন দেখছি, তারা খুব শৃংখলা মেনে চলে। শুধু তাই নয় তারা কাজকর্মও ঠিকভাবে করে।

শান্তভাবে অধ্যক্ষ বললেন—নিশ্চয়ই, ছাত্রদেরকে আমরা ক্ষুদে সন্ত্রাসবাদী কর্তে চাই না। আমরা তাদেরকে প্রাণহীন পাঠ্যবিষয়ই শেখাচ্ছি না,—শেখাচ্ছি নতুন জীবনযাত্রার পাঠ। এইখানেই কমরেড আইভেনোভা ভুল করছেন। ছেলেমেয়েরা তাদের পড়ায় খুব উৎসাহী—এটা কেউ সন্দেহ করছে না কিন্তু সেইটাই আসল কথা নয়। তাদের পরস্পরকে এবং শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান দেয়া উচিত এবং ভদ্রভাবে ব্যবহার করা উচিত। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে যদিও আমাদের ছেলেমেয়েরা বোঝে যে তারা কেন শিক্ষিত হবে এবং শিক্ষালাভের ব্যাপারেও তাদের বিপুল আগ্রহ কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা শিশু। সুতরাং তাদের স্কুলজীবনে আমাদের পরিচালনা ও শিক্ষকতা অপরিহার্য। প্রধানত একজন শিক্ষকের কাজ হ'ল একজন শিক্ষাদাতার কাজ।

নির্ভীক সমালোচনার ফলে আমরা এই সব সভা থেকে সত্যিকারের শিক্ষালাভ কর্তে পারি। এখানকার সমালোচনা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে করা হয় না—করা হয় বন্ধুভাবে। যদি কখনও কারো আত্মাভিমানে আঘাত লাগে বা সাধারণের সামনে তার দোষ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় সে দুঃখিত হয়—তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এর পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে সে নিজেকে উন্নত কর্তে এবং কৃতিত্ব অর্জন কর্তে প্রয়াস পায়। অবিশ্যি এ কথা বলছি না যে আমি নিজের সমালোচনা শুনতে কখনও ভালবাসতাম কিন্তু নিজের মনের সংগে তর্ক করার পর স্বীকার কর্তে বাধ্য হয়েছি যে এর দ্বারা আমি উন্নতিলাভ কর্তে পেরেছি।

দুর্বলতা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, আমার কাছে তা অজানাই থেকে যেত যদি এইভাবে উদ্‌ঘাটিত না করা হ'ত।

ছোট ব্যাপারগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই সমাধান করা হয়। কিন্তু যখন তাতে কোনো ফল হয় না বা কোনো সাধারণ প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখনই তা খোলা সভায় আলোচনার জন্যে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রত্যেক স্কুল-বছরের শেষে আমাদের কর্মীদের সাধারণ সভা ডাকা হয়। সেখানে ফলাফল আলোচনা করা হয় এবং সেই বছরের সেরা শিক্ষক ও কর্মীদের বাছাই করে 'অটলিক্‌নীকি' (শ্রেষ্ঠ মানুষ) পদবী উপহার দেয়া হয়। এই 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' পদবী পাবার যোগ্য হতে হ'লে শিক্ষকের সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। সেই বছরের মতন তার পাঠ্যবিষয়ে কোনো 'পুয়োর' মার্ক থাকা চাই না। শেষ পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্রকেই "শ্রেষ্ঠ" মার্ক পেতে হবে। অল্প সংখ্যক ছাত্রের 'ফেয়ার' মার্ক পেলে কিছু এসে যায় না। এ ছাড়া সমস্ত মার্ক বই, রেকর্ড, প্ল্যান ভালো অবস্থায় রাখা চাই এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে ছাত্র-সমাজে খুব জনপ্রিয় ও অন্তরংগ হওয়া চাই।

আমার দ্বিতীয় বছরের শেষে দেখা গেল, আমাদের ফলাফল খুব ভালো হয়েছে। খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্রই অকৃতকার্য হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস তারা আগস্ট মাসের নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। আমাদের সেরা শিক্ষকদের মধ্যে হ'লেন—ভূগোলের শিক্ষক কমরেড রজার্স, তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক ও আমি। আমার ফলাফল সব চেয়ে ভালো হওয়ায় পুরস্কারের জন্যে আমার নাম মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনে পাঠানো হয়। এবং বাকী দু'জন স্কুল থেকেই পুরস্কৃত হন।

কয়েকদিন পরে অধ্যক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও আমি

অপেরা হাউসের এক মহতী সভায় যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। লাল কাপড়ের ওপর শ্লোগান লিখে প্রেক্ষাগৃহ সাজানো হয়েছে—"আমাদের সেরা শিক্ষকদেরকে অভিনন্দন"—'আমাদের স্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হউন' ইত্যাদি। একদল বাদক সুশ্রাব্য গৎ বাজাচ্ছিল। আমরা বেশ উত্তেজনার সংগে নিজেদের সিটে এসে বসলাম।

সভার উদ্বোধন করলেন মস্কো বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতি। সংক্ষেপে তিনি সারা বছরের কাজকর্ম উল্লেখ করলেন এবং তারপর বললেন যে আমাদের বোর্ড সহরের ষাটজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে বাছাই করেছে। ভালো কাজের জন্য তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে অলংকৃত করা হবে। তিনি শিক্ষক ও স্কুলের নাম পড়তে আরম্ভ করলেন। আমরা আগ্রহের সংগে লক্ষ্য করলাম—এক একজন করে শিক্ষক মঞ্চের ওপর গিয়ে চামড়ার আবরণে মোড়া প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার নিয়ে আসছেন। পুরস্কার দেয়া হচ্ছে নানাভাবে—যেমন, সোনার ঘড়ি, ফার্ণিচার, বই বা পাঁচ শো রুবল।

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠলাম। শুনলাম আমার নাম ডাকা হয়েছে। শুধু নামই নয়—স্কুলের নাম ও নম্বর দুইই। আমার বন্ধুরা আমাকে ধাক্কা মেরে সিট থেকে তুলে দিলেন। আমি স্বপ্ন-বিহ্বল হয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হ'লাম। সমস্তটা আমার কাছে আকস্মিক বলে মনে হ'ল। করমর্দন করে আমার হাতে দেয়া হ'ল একটা বড় প্রশংসাপত্র। সংগে সংগে পাঁচ শো রুবল পুরস্কারও পেলাম।

আমার সিটে ফিরে যেতেই বন্ধুরা আমাকে ঈষৎ হেসে অভিনন্দিত করলেন। ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি আমাকে ফিসফিস্ করে বললেন —আমরা আপনাকে চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আপনার নাম আমাদের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অব এডুকেশন থেকেই সুপারিশ করা

হয়েছিল। আমার সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে কারণ আপনি সত্যিই এ সম্মান পাবার যোগ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নে থাকা কালে এই ঘটনার কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনে রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

সভার শেষে শাইকভ্‌স্কির 'ম্যাজেপ্পা' নামে গীতিনাট্যের অভিনয় দেখানো হ'ল। আমি বাড়ী ফিরলাম মাঝরাতের শেষে। আমার হাতের নীচে তখন প্রশংসাপত্রের চামড়ার বাক্‌স।

স্কুল পরিচালনা

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমরেড হল্যাণ্ড আমেরিকা চলে যাওয়ায় পরিদর্শক হিসেবে আমি অতিরিক্ত কাজ পেলাম। মনে হ'ল এই নতুন পদে আমি আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং স্কুলজীবন পরিচালনা করার ব্যাপারে প্রবেশ করার সুযোগ পাবো। এখন পাঠ্যবিষয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো আমার ওপর। আমার কাজ হ'ল ক্লাস পরিদর্শন করা, দুর্বল বা অল্প অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরকে সাহায্য করা, শিক্ষকতার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া এবং সমস্ত স্কুলের শিক্ষাস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষককে আমার জানা দরকার। আমি দিনে ক্লাসে তিনটে পাঠ পড়াতাম এবং বাকী সময়টুকু পরিদর্শকের কাজে ব্যয় করতাম।

যখন আমাকে এই পদে নিযুক্ত করা হ'ল তখন আমি অনিচ্ছা জানালাম। বললাম পরিচালনার কাজে আমার আগেকার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া এ সম্বন্ধে কোনো শিক্ষাও আমি পাই নি। অধ্যক্ষ ও স্কুল পরিদর্শক আমাকে বললেন যে তাঁদের বিবেচনায় আমি নাকি এ

কাজের যোগ্য এবং জেলা শিক্ষা কেন্দ্র থেকে আমি যখন ইচ্ছে এ বিষয়ে সাহায্য পেতে পারি। এখনও সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্ষিপ্র শিক্ষা প্রসারের সংগে তাল রাখবার মতন প্রচুর শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নেই। সেই কারণে শিক্ষকদের পদোন্নতি করা হয়—সে সময় তাদের তা গ্রহণ করার ইচ্ছে না থাকলেও। ভালো শিক্ষকদের সর্বদাই পদোন্নতি হচ্ছে। দেখা গেছে তারা নতুন পদে আরও উন্নতি লাভ করেছে।

আমার পদোন্নতি হওয়ার পরই আমি জেলা শিক্ষা কেন্দ্রে পরামর্শ নিতে গেলাম। সেখানে পরিদর্শকদের জন্যে স্বতন্ত্র ভারপ্রাপ্ত লোক আছে এবং তাঁকে কাজের মানুষ বলে মনে হ'ল। তিনি আমাকে কতকগুলো টাইপকরা কাগজ-পত্র দেখালেন—যাতে পরিদর্শকের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া আছে। তাছাড়া কাজের আদর্শ পরিকল্পনা দেখালেন—ফলাফল পরীক্ষার কতকগুলো ভালো উপায়—তাদের অধিকাংশই রেখাংকন ও নক্‌সার সাহায্যে। শুনলাম পরিদর্শকদের জন্যে একটা সাপ্তাহিক কোর্সও আছে। স্থির করলাম তাতে যোগ দেব।

প্রথম মিটিংএর মূল প্রসংগ মস্কোর একজন পুরোনো ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বললেন। এক একটা মেয়াদের শিক্ষার পরিকল্পনা কী ভাবে হওয়া উচিত তা দেখালেন। তারপর তিনি নিজের পরিকল্পনা পড়ে শোনালেন—কী করে তিনি পরিকল্পনা খাড়া করলেন ইত্যাদি। এর পর একটা সাধারণ আলোচনা হ'ল যাতে অনেকেই যোগ দিলেন। এ সভায় আমি অনেক কিছু নতুন জানতে পারলাম। স্থির করলাম এর পরের মিটিংগুলিতেও যোগ দেব। আমি এর ভেতর দিয়ে মস্কোর অনেক পরিদর্শকদের সংগে বন্ধুভাবাপন্ন হলাম এবং তাদের স্কুল পরিদর্শন করে তাদের কাজের পদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম।

মার্ক দেয়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু সত্যিকার অসুবিধে বোধ করলাম। সোভিয়েটের স্কুলগুলিতে মার্ক দেয়ার পদ্ধতি হ'ল—'সব চেয়ে ভালো', 'ভালো', 'চলনসই', 'খারাপ', ও 'খুব খারাপ' (অর্থাৎ excellent, good, fair, poor and very poor)। খারাপ এবং খুব খারাপ মার্ক দেয়ার অর্থে ছাত্রদের সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতাই বোঝায়। ছেলেমেয়েরা এই মার্কগুলিকে রীতিমত গুরুত্ব দেয় এবং এরই ওপর থেকে তাদের কৃতিত্ব বিচার করে। এই মার্ক অনুসারেই ছাত্রদের মধ্যে বা ক্লাসের মধ্যে সোশিয়ালিষ্ট চুক্তি করা হয়। শিক্ষকেরা এই মার্কগুলি ছাত্রদের ডাইরিতে এবং ক্লাস পত্রিকায় লিখে দেন। এই ডাইরিতেই ছাত্রেরা তাদের বাড়ীর পড়া লেখে এবং তাদের ক্রমোন্নতির হিসেব লিপিবদ্ধ করে।

আমাদের স্কুল কর্মীদের মধ্যে কয়েকজন মার্ক দেয়ার পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বিদেশের যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিলেন সেখানে মার্ক দেয়া হয় না। সুতরাং তাঁদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত অগ্রগামী দেশে এ পদ্ধতি থাকা উচিত নয়। তাঁরা প্রত্যেক ছাত্রের নিজ নিজ উন্নতি পৃথকভাবে বিবেচিত হওয়ার এই পদ্ধতিকে গ্রহণ কর্তে পারছিলেন না। কিন্তু এই মার্কের সাহায্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের ওপর একটা আটক থাকে।

অবশেষে আমরা তাঁদেরকে বোঝাতে পারলাম যে সোভিয়েট দেশে শিক্ষার এই অবস্থায় মার্ক দেয়ার পদ্ধতি অপরিহার্য। কিন্তু ক্লাস পরিদর্শনে ফলাফল পরীক্ষা কর্তে গিয়ে দেখলাম—সবার মার্ক দেয়া সমান হচ্ছে না—কতক জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যোগ্য মার্কের চেয়ে অল্প মার্ক দেয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রী কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌কে দেখলাম তিনি এ ব্যাপারে খুব অনুগ্রহশীল। সংগে সংগে দেখলাম তাঁর

ক্লাসে শৃংখলা অত্যন্ত খারাপ এবং ছাত্রদের জবাব দেয়ার মধ্যে তেমন কোনো বুদ্ধির পরিচয় নেই।

ষষ্ঠম শ্রেণীতে তখনও উদ্ভিদবিদ্যার পাঠে ছাত্ররা প্রস্তুত না থাকায় আমি ক্লাসকে ছুটি না দিয়ে কমরেড এড্মণ্ডস্ ও ক্লাস পরিদর্শককে সেখানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানালাম।

সোজা প্রশ্ন করলাম—উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসের সময় তোমাদের শৃংখলা মোটেই ভালো ছিল না এবং তাছাড়া তোমরা বাড়ী থেকে পড়া করে আনো নি। তানিয়া, তুমিই এই ক্লাসের সভানেত্রী, আগে তোমার কাছ থেকেই শুনি এ ব্যাপারে তোমার কী বক্তব্য আছে?

তানিয়া উঠে দাঁড়ালো। তারপর এক মিনিট ভেবে নিয়ে বললো—কমরেড, আমার মনে হয় কমরেড এড্মণ্ডস্ ঠিকভাবে শাসন করেন না। তাঁর এত সহজে মার্ক দেয়া উচিত নয়। যাদেরকে 'চলনসই' মার্ক দেয়া উচিত তাদেরকে তিনি 'ভালো' মার্ক দেন এবং সেকারণে ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র বাড়ীতে যত্ন নিয়ে পড়ে না। তারা জানে—কোনোক্রমে মার্ক তারা পাবেই।

তানিয়া বসে পড়ার সংগে সংগেই কয়েকটা হাত ওপরে উঠলো।

বললাম—আচ্ছা জোসেফ, তুমি কী মনে করো?

—আমাদের শৃংখলা খারাপ হওয়ার কারণ হ'ল আমাদের যথেষ্ট পড়বার বিষয় থাকে না। এ পাঠ্যবিষয় এত চিত্তাকর্ষক যে আমি মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা কর্তে চাই। সিনেমার ব্যাপারে আমাদেরকে যখন পড়ানো হয় তখনও আমার ভালো লাগে। কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষয়িত্রীর আরও শক্ত বিষয় পড়ানো উচিত। আজকের পড়া এত সহজ ছিল—তাই কেউ বাড়ী থেকে পড়ে আসে নি।

এডওয়ার্ড বললো—আমার মনে হয় ইউনিট নেতারা ঢিলেমি

দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে ইউনিট মিটিংএ আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা যখন বুঝিই যে কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ খুব ভালো শিক্ষয়িত্রী তখন তার অনুগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের তাঁর কথা শোনা উচিত।

সাধারণ ছাত্রদের মত একই রকম—"অত্যন্ত অনুগ্রহশীল"। তারা বিষয়ের মূলেই ঘা দিয়েছে। তারা উঁচু স্তরে উঠতে চায় কিন্তু শিক্ষয়িত্রী ঢিলেমী দেখিয়েছেন—তাদেরকে পড়ায় নিযুক্ত রাখতে পারেন নি এবং তাছাড়া তিনি মার্ক দেয়ার ব্যাপারেও শিক্ষা-স্তরের উচ্চতা প্রমাণ কর্ত্তে পারেন নি।

ছাত্ররা চলে যাবার পর আমি আর কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ তাদের শৃংখলা ও পড়ার উন্নতি কি ভাবে করা যেতে পারে, সে বিষয় আলোচনা করার জন্যে রয়ে গেলাম। দেখলাম, ছাত্রদের মতামত শুনে তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। আমরা আগামী তিন চারটে পাঠের পরিকল্পনা করলাম যাতে ছাত্রদেরকে পড়ায় নিযুক্ত রাখা যায়। আসছে দু'এক সপ্তাহ তার ক্লাসে নিয়মিতভাবে আসবো এবং তাঁর সংগে সংগে পৃথকভাবে মার্ক দিয়ে অবশেষে—তার ফলাফল পরীক্ষা করবো ব্যবস্থা করলাম। আমি কি ভাবে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মার্ক দিই তা দেখবার জন্যে তিনিও আমার ক্লাস-পরিদর্শনে আসার জন্যে সম্মত হলেন।

এর পর ষষ্ঠম ক্লাসের পড়া ও শৃংখলা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতে লাগলো। ছাত্রদের নিজেদের চেষ্টায় এবং শিক্ষয়িত্রী তার পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি স্মরণ রেখে মার্ক দেয়া ও বাড়ীর পড়া পরীক্ষার ব্যাপারে সযত্ন হ'লেন। বিশেষ করে ছাত্রদেরকে পড়ায় নিযুক্ত রাখার ফলে তাদের শৃংখলা উন্নত হতে লাগলো।

গণিত ও ভাষাবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের ওপরে বিশেষ জোর দেয়া হয়। চতুর্থ শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শ্রেণীর

ছাত্রদেরকে ক্লাসে দাঁড়িয়ে আলোচনাধীন প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব দিতে হয় এবং উত্তরের কৃতিত্বের ওপরেই তারা মার্ক পেয়ে থাকে। সোভিয়েট শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোনো ফাঁকির অবকাশ নেই। ছাত্রদেরকে যে বিষয়ে পড়ানো ও বোঝানো হয়েছে শিক্ষকেরা তাদেরকে সে বিষয়েই প্রশ্ন করেন। অবিশ্যি সে বিষয়ে বাড়ীতেও তারা অতিরিক্ত পড়াশোনা ও রিসার্চ করে ক্লাসে উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু এই প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষককে নিয়ে নতুন অসুবিধে দেখা দিল। সপ্তম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র এসে আমাকে অভিযোগ জানালো যে এ পর্যন্ত তাদেরকে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা হয় নি যার ফলে তারা কোনো ওর‍্যাল মার্ক পায় নি। মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় এগিয়ে আসায় তারা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বিষয়ে তারা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফলাফল উপস্থিত করবে।

সচরাচর শিক্ষকেরা ছাত্রদের সোশিয়ালিষ্ট চুক্তিতে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুই প্রতিযোগীকেই তারা প্রশ্নের জবাব দেয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু কমরেড গ্র্যাণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে দীর্ঘ দিন না থাকার ফলে এখানকার শিক্ষাজীবনের সংগে তিনি অন্তরংগ ভাবে পরিচিত হতে পারেন নি।

আমি তাঁর সংগে কথা বলাতে তিনি প্রতিশ্রুত হলেন যে তিনি বাকী পাঠগুলির অর্ধেক ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষায় নিয়োজিত করবেন। তাঁকে বললাম—প্রত্যেক মেয়াদে ছাত্রদের অন্তত দুটো করে ওর‍্যাল মার্ক পাওয়া উচিত। তাছাড়া লিখিত পরীক্ষার জন্যে আরও একটা বা দুটো মার্ক তাদের প্রাপ্য এবং সন্দেহস্থলে আরও একটা অতিরিক্ত ওর‍্যাল মার্ক। দুর্ভাগ্যবশত কমরেড গ্র্যাণ্ট আমার নির্দেশ মত না চলায়, স্কুল-কর্মীদের দেয়ালপত্রিকায় আমি তাঁর সমালোচনা কর্তে বাধ্য

হলাম। এর ফলে কর্মীদের পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে আলোচিত হ'ল এবং কমরেড গ্র্যাণ্ট স্বীকার করলেন যে ছাত্রদের প্রতি তিনি উচিত ব্যবহার করছেন না এবং তাঁর বর্তমান পদ্ধতি বদল করতে হবে। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন হ'ল কিন্তু তা প্রধানত আমার ও অধ্যক্ষের নিয়মিত কড়া পরিদর্শনের ফলে।

বোর্ড অব এডুকেশনের কাছে আমাদের স্কুল-রিপোর্টে আমরা কমরেড গ্র্যাণ্টকে নিয়ে আমাদের অসুবিধের কথা উল্লেখ করলাম এবং গ্রীষ্মের শেষে তাঁকে পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালাম। উত্তরে আমাদেরকে বলা হ'ল যে যদি সম্ভব হয় তাহ'লে আমরা যেন তাঁকে কাজের উপযুক্ত করে নিই কারণ গুরুতর কারণ ছাড়া কাউকে ছাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এবং যদি তা করা সম্ভব না হয় তাহ'লে আমরা যেন তাঁকে অন্য উপযোগী কাজ গ্রহণ কর্তে বলি।

বছরের শেষে কমরেড গ্র্যাণ্ট নিজের ইচ্ছেতেই রিসার্চ করার জন্যে তাঁর কাজ থেকে বিদায় নিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞান থাকায় আমি তাঁকে রিসার্চ কর্তে উপদেশ দিলাম কারণ ছেলেদেরকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর তেমন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে কমরেড ব্রাউনকে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হ'ল। এ সময়ে আমাদের শিক্ষকের একান্ত অভাব। তিনি আমেরিকায় প্রগতিশীল স্কুলে পড়িয়েছিলেন সুতরাং তিনি বললেন তিনি যে কোনো ক্লাসে পড়াতে পারবেন। তাঁকে সাধারণ এক মাসের পরীক্ষায় রাখা হ'ল।

তিনি দশ দিন শিক্ষকতা করা কালে চতুর্থ শ্রেণী থেকে দু'জন ছাত্র আমার কাছে এসে বললো—কমরেড, আপনি কি আমাদের ক্লাস সভায় আসবেন। সভাটা জরুরী এবং গোপনীয়।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ক্লাসে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—কী ব্যাপার?

সভাপতি বললো—আপনাকে এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি যে পদার্থবিজ্ঞানের আমরা কিছুই শিখছি না। যখন আমাদের মাছ সম্বন্ধে জানা উচিত তখন আমরা বসে বসে কেবল মাছের নক্সা আঁকছি। আমরা অনায়াসে বাড়ীতে বসে নক্সা আঁকতে পারি। এবং ক্লাসে এসে তার গঠন-প্রণালী ও আকৃতি সম্বন্ধে শিখতে পারি। আমরা পাঠ্য-পুস্তক থেকেই এ সব বিষয়ে জেনেছি কিন্তু কমরেড ব্রাউন বলেন—আমাদের বই নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের মনে হয় আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি এবং বছরের শেষে হয়ত দেখবো যে আমরা কিছুই শিখতে পারি নি।

মন দিয়ে সমস্ত কথাগুলি শুনলাম। দেখলাম, ছাত্রেরা এ বিষয়ে খুব উৎসুক এবং এর আগে তারা নিশ্চয়ই এ কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে কারণ তাদের কথাগুলি খুব প্রসংগাকুল বলে মনে হ'ল। শুধু তাই নয়, মাস্টারের সংগে কথা বলেও তারা এর কোনো সন্তোষজনক জবাব পায় নি। তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রতিকার করার আশ্বাস দিয়ে সমস্ত ক্লাসকে ছুটি দিলাম। বললাম—আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তারা যেন এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা না করে।

এর আগে আমরা কমরেড ব্রাউনের ক্লাস পরিদর্শনে না গিয়ে তাঁকে ছাত্রদের সংগে পরিচিত হবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলাম। অবিশ্যি কর্মপন্থা সম্বন্ধে সমস্ত নির্দেশ ও দুই শ্রেণীর পাঠ্যবিষয় সংগ্রহের একটা অনুলিপি তাঁকে দিয়েছিলাম। এই সভার পর স্থির করলাম যে অবিলম্বে তাঁর ক্লাস পরিদর্শনে যাওয়া উচিত। গিয়ে দেখলাম, ছাত্রদের সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত।

স্কুলের ছুটির পর আমি কমরেড ব্রাউনের সংগে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে

আলোচনা করলাম। জিগ্যেস্ করলাম, তিনি কেন সিলেবাস্ ও আমার নির্দেশ অনুযায়ী পড়াচ্ছেন না? ছাত্রদের সংগে আমার আলোচনার কথাও তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তার পড়াবার পদ্ধতিতে কোনো দোষ নেই এবং তা থেকে ছাত্ররা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করছে। আমি তাঁকে বোঝালাম যে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের নির্দিষ্ট সিলেবাস্‌কে অগ্রাহ্য করার কোনো স্বাধীনতা নেই এবং তাছাড়া ছাত্রেরাও তাঁর পদ্ধতির ওপর সন্তুষ্ট নয়। বুঝতে পারলাম, যে দেশে শিক্ষকদের শিক্ষকতার ব্যাপারে এমন কি সিলেবাস্ নির্বাচনের ব্যাপারেও অখণ্ড স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সেই দেশের শিক্ষকেরা সোভিয়েট রাষ্ট্র তাদের ওপর কী দাবী করে তা সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারে না। তবুও কমরেড ব্রাউনকে তার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে এবং সেই মত অগ্রসর হতে অনুরোধ জানালাম।

কমরেড ব্রাউন কিন্তু সেই ভাবে চলতে পারলেন না। তার পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠে নকসা আঁকা, ইতিহাস, যখন যা তাঁর খেয়ালে আসে তা পড়াবার লোভ সম্বরণ কর্তে পারেন না। সুতরাং এক মাসের পরীক্ষার শেষে তাঁকে বিদায় দিতে হ'ল। তাঁর চলে যাবার পর ছাত্রেরা যা জানতে চাইছিল তাই জানতে পারলো—মাছের আকৃতি ও তার ভেতরকার গঠন প্রণালী। এবং বাড়ী থেকে ভালো ভালো নক্‌সা করে আনতে লাগলো।

আমি সাধারণত প্রত্যেক স্কুল-সোভিয়েট ও কাউন্সিলের সভায় যেতাম কিন্তু একদিন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকায় পৌছতে দেরী হ'ল। দেখলাম, অধ্যক্ষ ও পাঁচজন কাউন্সিল সভ্য ভূগোল ও ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণীর অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছেন। অভিযোগ হ'ল, শিক্ষক নাকি অনেক বেশী বাড়ীর পড়া দেন এবং তাছাড়া

কতকগুলি পাঠ তাদের বুদ্ধির অগম্য। আমি অভিযোগ গ্রহণ কর্তে পারলাম না। প্রস্তাব করলাম, অভিযোগকারীদের ও অভিযুক্ত শিক্ষককে ডাকা হোক। কমরেড রজার্সের সংগে সপ্তম শ্রেণীর চারজন দুর্বল ছাত্রেরা এসে উপস্থিত হ'ল।

আমি তাদেরকে বললাম যে আমি অনেকবার কমরেড রজার্সের পড়ানো দেখেছি। তা কখনও ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রের কাছে দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। অবিশ্যি ভূগোল একটু দুরুহ বিষয় এবং সে জন্যে ক্লাসে ও বাড়ীতে সে বিষয়ে বেশী মনোযোগ দেয়া উচিত। এটা খুব সুখের বিষয় যে, যে চারজন অল্প মনোযোগী ছাত্র অভিযোগ জানিয়েছে তারাই ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে অলস।

কমরেড রজার্স এ ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাদেরকে জিগ্যেস করলেন—তারা আগে তাঁর কাছে যায় নি কেন? তাদের যদি কোনো জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয় তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন। তারা সবাই জানে যে স্কুলের ছুটির পর তাঁর সংগে যে কেউ ইচ্ছে করলে নিজের অসুবিধে সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। এই ভাবে অভিযোগ জানানোর যে কী অর্থ থাকতে পারে তা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য।

কাউন্সিলের সভাপতি ও সপ্তম শ্রেণীর একজন ছাত্র বললো যে ক্লাসের পড়া বিশেষ কিছু শক্ত নয় এবং এখানে অভিযোগ জানানোর আগে চারজন ছাত্র বন্ধুদের শিক্ষকের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। অবিশ্যি কখনো কখনো কমরেড রজার্স একটু তাড়াতাড়ি কথা বলেন যার ফলে তা অনুধাবন করা যায় না।

কমরেড রজার্সের কথামত প্রসংগ এইখানেই শেষ হ'ল। কারো মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হ'ল না যে তার স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে বা

এ জাতীয় প্রসংগ কাউন্সিলে আলোচনা করা অন্যায়। শিক্ষকদের কর্তব্য হ'ল পরিস্থিতি বিচার করা এবং তা ঠিক পথে চালিত করা যেমন ভাবে এ ক্ষেত্রে করা হ'ল। কমরেড রজার্স বললেন তিনি স্কুলের পর উপরোক্ত চারজনকে সাহায্য করবেন। সমালোচনার ফলে তিনি ক্লাস পরিচালনার ব্যাপারে আরও বেশী অবহিত হলেন। তাঁর কোনো মিথ্যে অহংকার না থাকার ফলেই তিনি এই ঘটনা থেকে লাভবান হতে পারলেন।

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে এখানে একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়েই ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। শিক্ষকেরা হ'ল ছাত্রদের গতিশক্তি। তাদের কাজ হ'ল যতটা সম্ভব বাইরে থেকে ছাত্রদের সভা ও কর্মপন্থা পরিচালিত করা। সকলের সমালোচনা করার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। ছাত্রদের সংগে স্কুল কর্মীদের সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরংগ ও বন্ধুভাবাপন্ন। ছাত্রদের সমালোচনা যুক্তিসংগত হ'লে তা গ্রহণ করা হয়। এবং প্রয়োজন হ'লে তাদেরকে নির্ভীক ভাবে নিন্দা করা হয়। তাতে তারা মর্মাহত হয় না।

স্কুল পরিচালনাও খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়ে থাকে। যদিও অধ্যক্ষ স্কুল সম্বন্ধে স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডের কাছে দায়ী, কিন্তু তিনি কর্মীদের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তে বাধ্য। প্রয়োজন হ'লে কর্মীরা অধ্যক্ষকে অকপট ভাবে সমালোচনা করে থাকে। তেমনি অন্যদিকে সোভিয়েট শিক্ষকদের তাদের নিজেদের কাজে অসীম উদ্দীপনা থাকায় ও তাদের ওপর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায়, সুস্থ ঐক্যর পথ প্রশস্ত হয়েছে। এরই জন্যে স্কুল-কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও ব্যাপক শিক্ষা জগতের বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে সহানুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে যার ফলেই একমাত্র সত্যিকার কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব হতে পারে।

অধিকাংশ দেশে ছাত্রজীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা হ'ল তার পরীক্ষার সময়। আমার মনে হয়, শিক্ষা জগতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু সমস্যার কোনো সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি।

পরীক্ষা

সোভিয়েট ইউনিয়নে চতুর্থ শ্রেণী থেকে টেস্ট আরম্ভ হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রদের জ্ঞান-নিয়ন্ত্রণ করা এবং শিক্ষকেরা ঠিক ভাবে পাঠ্যবিষয় তাদের কাছে উপস্থিত কর্তে পেরেছেন কি না তা যাচাই করা। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরে আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজন বোধে আগামী বছরের শিক্ষা পদ্ধতির সংশোধন করা হয়।

ছাত্রদেরকে কোনো অসংগত প্রশ্ন করা হয় না। ক্লাসের পাঠ্যবিষয়ের ওপরেই সমস্ত প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়। বছরের শেষে প্রত্যেক শিক্ষক বারো মাসের শিক্ষকতার বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন এবং যদি দেখা যায় যে কোনো সিলেবাস্ ঠিকমত পড়ানো হয় নি, পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে তা বাদ দেয়া হয়। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মৌখিক কিন্তু গণিত ও ভাষাবিদ্যার বেলায় প্রশ্নের জবাব লিখিত ভাবেও দেয়া চলে।

বছরের সমস্ত বিষয়ের সিলেবাস্ পরীক্ষার সময় নানা ভাগে ভাগ করে ফেলা হয় এবং তারপর টাইপ করে ক্লাসঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয় যাতে ছাত্রেরা তাদেরকে কী কী জবাব দিতে হতে পারে তা অনুমান কর্তে পারে। টেস্টএর দিন সিলেবাসের এক একটি প্রসংগ আলাদা আলাদা ভাবে কাগজের টুকরোতে ছাপানো হয় এবং ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয়ার সময় কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে উত্তর দিতে অগ্রসর হয়।

যে শিক্ষকের যে বিষয় তিনি সেই বিষয়েই পরীক্ষা পরিচালনা করেন কিন্তু সাধারণত দু'জন সহযোগী তাঁকে সাহায্য করে—একজন অনুরূপ

ক্লাসের শিক্ষক, আর একজন স্কুল পরিচালনা বিভাগের সভ্য যেমন অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক বা স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডের কোনো সভ্য। এক একদিন এক একটি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয় এবং মৌখিক পরীক্ষাগুলি এমন ভাবে ব্যবস্থাপিত হয় যাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়।

ক্লাস-পরামর্শদাতৃ হিসেবে আমি ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় বিশেষ আগ্রহ নিতাম। আমি তাদেরকে সময় থাকতে পরামর্শ দিতাম যাতে তারা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা কালে যে সব পাঠ অপঠিত থেকে গেছে এবং যে সমস্ত বিষয়ে তারা কাঁচা আছে সেগুলি স্কুলের পর শিক্ষকদের সাহায্যে প্রস্তুত করে নিতে পারে। ক্লাসঘরের নোটিশ বোর্ডে সিলেবাস্ টাঙানো হ'লে পর আমি ছাত্রদের সামনে সেগুলি পড়তাম এবং তাদের দুর্বলতা কোথায় তা খুঁজে বের কর্তে চেষ্টা করতাম, এবং দরকার হ'লে শিক্ষকদের দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করাতাম।

ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা টেস্টএর জন্যে কি ভাবে প্রস্তুতি করেছে তা তারা ক্লাস-সভায় বিবৃত করে এবং দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীরাও কি ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তারও রিপোর্ট তারা সেখানে দেয়। এইভাবে সমস্ত ক্লাস ধীর ও স্থিরভাবে পরীক্ষার জন্যে অগ্রসর হয়। আমি পরে বলবো— কি ভাবে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শুধু তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতাই পরিস্ফুট হয় না—সারা বছর ধরে তারা কি ভাবে কাজ করেছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা জানে পরীক্ষার ফলাফলের ওপরেই তাদের প্রোমোশন নির্ভর করছে না—প্রোমোশন নির্ভর করছে সমস্ত বছরের রেকর্ডের ওপরে।

শিক্ষয়িত্রী হিসেবে আমি পাঠের দশ মিনিট সময় আলোচনায় ব্যয়

করতাম—প্রয়োজনীয়তা ও অস্থবিধের নানান্ দিক নিয়ে। দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অক্ষমতা প্রকাশ পেলেই তাদেরকে প্রস্তুত করাতে চেষ্টা করতাম যাতে তারা ক্লাসের অন্যদের সংগে তাল রাখতে পারে এবং পিছিয়ে না পড়ে।

সিলেবাসের প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়া থাকে—যে সময়ের মধ্যে সমালোচনা করা যেতে পারে এবং তা এমন ভাবে ব্যবস্থাপিত করা হয় যাতে অতি সাধারণ ছাত্রের পক্ষেও তা হৃদয়ংগম করা কঠিন হয় না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মার সভা ডাকা হয় এবং সেই সভায় পরীক্ষা উপলক্ষ্যে তাদের কী দায়িত্ব রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ছেলে-মেয়েদেরকে তারা যেন উত্যক্ত বা ভয় প্রদর্শন না করেন তার জন্যে সাবধান করে দেয়া হয়। তাদের কাজ হ'ল ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে পড়ছে কি না এবং প্রচুর খোলা হাওয়া পাচ্ছে কিনা তা তদারক করা। পরীক্ষার্থীদের বাড়ীর পড়া যাতে ঠিক ভাবে হয় তা দেখতেও তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়। সোভিয়েট শিক্ষাবিদেরা বাড়ীর পড়ার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন কারণ তা থেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করা ও গবেষণা করার স্পৃহা উন্নত হয়।

মোটের ওপর, ছেলেমেয়েরা পরীক্ষাকে অতি সাধারণভাবেই গ্রহণ করে এবং কোনো রকম কাঠিন্যের পরিচয় দেয় না। কয়েকজন ছাত্রকে যাদেরকে দুর্বল বলে মনে হয় তাদেরকে মূর্চ্ছিত হবার সুযোগ না দিয়ে পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তাদের পড়াশোনা বিচার করে পরবর্তী শ্রেণীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মৌখিক পরীক্ষার উত্তর থেকে দৃঢ় প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। পরীক্ষার্থীরা যখন তাদের প্রশ্নাবলী দেখে নিয়ে

ডেস্কের সামনে বসে উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয় তখন তাদের মুখে সন্তোষের প্রশান্ত হাসি দেখে মন খুসীতে ভরে ওঠে।

সপ্তম শ্রেণীর (এখানকার ছাত্রদের বয়স গড়ে পনের বছর) প্রাণিতত্ত্বের পরীক্ষা হ'ল আদর্শস্থানীয়। পরীক্ষার শ্রান্তিকর দীর্ঘতা কমাবার জন্যে সমস্ত শ্রেণীকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রথম দল সকাল নয়টায় এবং দ্বিতীয় দল দুপুর দুটোয় পরীক্ষা দিতে আসে। সমস্ত ঘরটাকে নানান্ রকম নতুন ও পুরানো চার্ট ও সিলেবাসের মূলবিষয় দিয়ে সাজিয়ে ফেলা হয়। পাশের লম্বা টেবিলগুলিতে মাছ, পাখী-পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তু প্রভৃতির কাঠামোর নমুনা সাজানো থাকে।

সকাল নয়টায় এসে প্রথম দলের সতেরজন পরীক্ষার্থী শান্তভাবে যে যার জায়গায় গিয়ে বসলো—খালি পড়ে রইলো সামনের ডেস্কগুলি। কমরেড এড্ মণ্ডস্ কয়েকটা কথা বলে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন—গোড়াতে আমি তিনজন পরক্ষার্থীকে এগিয়ে আসতে বলবো। তারা এগিয়ে এসে প্রশ্নাবলীর কাগজ নিয়ে ডেস্কে গিয়ে বসবে। প্রস্তুতির জন্যে তাদেরকে চার পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হবে। তাদের জন্যে কাগজ পেন্সিল ডেস্কেই রাখা আছে। প্রস্তুতির সময় তোমরা যে কোনো চার্ট বা মডেল তোমাদের ডেস্কে এনে ব্যবহার কর্তে পারবে। তোমাদের পরীক্ষা হ'য়ে গেলে পর, তোমরা ইচ্ছে করলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারো কিংবা পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতে পারো। প্রত্যেক পঁয়তাল্লিস মিনিট অন্তর বিরাম দেয়া হবে। যখন সকলের পরীক্ষা দেয়া হয়ে যাবে তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবে। আমাদের আলোচনা করে মার্ক দেয়া হ'য়ে গেলে পর তোমাদেরকে ডেকে ফলাফল জানাবো। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কী ?

তারপর তিনি তিনজন পরীক্ষার্থীকে ডাকলেন। তারা প্রশ্নাবলীর

কাগজ নিয়ে ডেস্কের সামনে বসে যে যার নোট লিখতে লাগলো। তারা মডেলগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ ইচ্ছে করেই গোড়ায় তিনজন ভালো ছাত্রকে ডাকলেন যাতে সমস্ত ক্লাসের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

প্রথম দল যেমনি উত্তর দিতে এগিয়ে এল, দ্বিতীয় দল এসে প্রস্তুতির দিকে মন দিল।

—আমার মূলবিষয় হ'ল মাছের বাহ্যিক আকৃতি ও অভ্যন্তরীণ গঠন। প্রথমে আমি বাহ্যিক আকৃতি সম্বন্ধে বলবো যেমন তার ডানা, আঁশ ও পাশের গঠন বৈচিত্র্য। বলেই রদরিক মডেলের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের ওপর হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিয়ে গেল।

বিনা দ্বিধায় আমি তাকে 'শ্রেষ্ঠ' মার্ক দিলাম। রদরিক ঘরের পিছনে গিয়ে বসলো। তার উত্তর দেয়ার ভংগি থেকে বুঝতে পারলাম যে বিষয়ের ওপরে তার পূরো দখল রয়েছে যার ফলে সে নিজেকে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ কর্তে পেরেছে।

এইভাবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই সন্তোষজনক উত্তর দিল। একটি মেয়ে উত্তর দিতে এসে ভীত হয়ে পড়ায় কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ তাকে বসতে বললেন—তুমি আরও দু'একবার ভেবেচিন্তে নাও—আমি শীগ্‌গীরই তোমাকে ডাকবো। পরে যখন মেয়েটি উঠলো তখন সে প্রত্যয়ের সংগে প্রশ্নের জবাব দিল। আরেকটি ছেলে—পরীক্ষার মূলবিষয় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। মেয়েটির মতন সুযোগ পাওয়ায় সেও ভালো ভাবে পরীক্ষা দিল। কমরেড এড্‌মণ্ডস্‌ নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া তাকে আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন। জানা গেল, ছেলেটি কেবল মাত্র একটি জায়গায় একটু দুর্বল। এই কারণে আমি তাকে 'ভালো' মার্ক দিলাম। পরে অন্যদের তুলনায় দেখলাম সে 'ভালো' মার্ক পাবার যোগ্য।

সবাই যখন পরীক্ষা দিয়ে চলে গেল, তখন আমি ও কমরেড এড্মণ্ডস্ পরস্পরের মার্ক সীট পরীক্ষা কর্তে বসলাম। দেখা গেল প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দু'জনে সমান সিদ্ধান্তে এসেছি। যে সব ক্ষেত্রে একমত হতে পারি নি সে বিষয়ে আলোচনা করে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এলাম। ফলাফল খুব সন্তোষজনক হ'ল—এগারো জন 'শ্রেষ্ঠ', চারজন 'ভালো' এবং বাকী দু'জন 'চলনসই' মার্ক পেল। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঘরের মধ্যে ডাকা হ'ল। ফলাফল জেনে তারা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল। পরীক্ষার ফলাফল জানার দেরী হ'লে তাদের মনে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় তা থেকে ত্রাণ পেল তারা।

সমস্ত পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর আমরা কর্মীদের সাধারণ সভায় এ নিয়ে আলোচনা করলাম। অধিকাংশ ছাত্রদের ভালো ফলাফল হওয়ায় তারা যথাক্রমে পরবর্তী ক্লাসে উঠে গেল। যে সব পরীক্ষার্থী ভালো মার্ক পায় নি তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ও কারণ অনুসন্ধান করা হ'ল। যারা এক বা একাধিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়েছে তারা অবিশ্যি শরৎকালীন মেয়াদ সুরু আগে আর একবার পরীক্ষা দেবে।

বাপ-মার দায়িত্ব

লণ্ডন সহরে এসেক্স্ শিক্ষা কমিটির অন্তর্ভুক্ত কোনো এক প্রাথমিক শিক্ষালয়ের বাইরে নোটিশ দেয়া আছে—'প্রধান শিক্ষকের সংগে সাক্ষাৎ বাদে বাপ-মাদের স্কুল-বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ'। সোভিয়েটের কয়েকজন শিক্ষককে এ কথা বলাতে তারা এটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস কর্তে পারলো না।

সোভিয়েট ইউনিয়নে স্কুলের সংগে নিবিড় যোগাযোগ রাখা হ'ল বাপ-মাদের অন্যতম কর্তব্য। এ কর্তব্যপালনে শৈথিল্য দেখা দিলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। তাদেরকে মাঝে মাঝে স্কুলে আসতে নিমন্ত্রণ জানানো হয় এবং যাতে তারা ছেলেমেয়েদের ক্লাসের পড়া দেখতে বা তাদের খাবার সময় খাবার ঘরে কোনো ভার গ্রহণ কর্তে ইচ্ছুক হন সে জন্যে উৎসাহিত করা হয়। ক্লাস, স্কুল এবং পায়োনিয়রদের সভায় তাদেরকে নানান্ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানো হয়।

প্রত্যেক স্কুলের একটা করে নিজস্ব 'বাপ-মাদের কমিটি' আছে যে কমিটি প্রত্যেক বছর তাদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত হয়। স্কুল জীবনে তাদের দান সামান্য নয়। এই কমিটি ছেলেমেয়েদের উৎসব অনুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে; খেলাধুলোর সময় ও খাবার ঘরে নিজেদের মধ্যে থেকে লোক পাঠিয়ে কাজে সাহায্য করে এবং সাধারণ ভাবে স্কুলের পড়াশোনা তদারক করে। প্রত্যেক মেয়াদের শেষে বাপ-মাদের সভায় অধ্যক্ষ স্কুলের কাজকর্মের একটা রিপোর্ট পেশ করেন। আগ্রহশীল মনোভাব ও সজীব আলোচনা হ'ল এই সভার বৈশিষ্ট।

সাধারণ সভা ছাড়া বাপ-মাদের মাসিক ক্লাস-সভা হয় যখন সেই ক্লাসের নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাঝে মাঝে দেখা গেছে যে ছাত্রদের বাপ-মারা কোনো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর পড়ানোর পদ্ধতি বা ক্লাস-পরিচালনা রীতির সমালোচনা করেছেন যার ফলে তাদের সংগে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। আমরা দেখেছি বাপ-মারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেই বেশী আগ্রহশীল এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদের উন্নতির কথা চিন্তা করেই ক্লাসের প্রতি তাদের মনোভাব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আমরা এই সব সমালোচনা থেকে

লাভবান হয়েছি এবং প্রত্যেক জিনিস বিশদ ভাবে বোঝাতে পেরে বাপ-মা'দেরকে সন্তুষ্ট কর্তে পেরেছি।

বাপ-মা'দের সভায় একবার সপ্তম শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষকের কথা তোলা হ'ল। কয়েকজন ক্লাসের প্রতি শিক্ষকের মনোভাবকে নিন্দে করলো এবং আমাদের কর্মীদের সভায় যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সব কথা একে একে এখানে উঠলো। এ প্রসংগে অধ্যক্ষ বললেন যে আমরা সকলে তাঁর ক্রুটি সম্বন্ধে সচেতন আছি এবং তা সংশোধন কর্তে চেষ্টা করছি। শিক্ষক তরুণ হওয়ায় আমরা আশা করছি তাকে আমরা শোধরাতে পারবো। শিক্ষক নিজে এই সভায় উপস্থিত না থাকায় আলোচনা আগামী সভার জন্যে স্থগিত রাখা হ'ল যাতে তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ কর্তে পারেন।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের একটা করে স্কুল ডাইরি আছে যাতে তারা বাড়ীর পড়া টুকে রাখে এবং মাস্টারদের কাছ থেকে নিজেদের মার্ক লিখিয়ে নেয়। প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে এই ডাইরিতে স্কুল-পরামর্শদাতৃ সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখে দেন এবং বাপ-মাকে তাতে সই কর্তে বলেন যার ফলে তারা নিজেদের ছেলেমেয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অবগত থাকতে পারেন। তারা যদি অতিরিক্ত মন্তব্য কর্তে চান বা শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনো খবর জানতে চান সেই জন্যে ডাইরিতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা খালি রাখা থাকে। এর ফলে বাপ বা মা জানতে পারেন যে বাড়ীতে তার ছেলেমেয়ের কি পড়া করা উচিত এবং কি রকম মার্ক সে পেয়েছে। যদি কোনো বাপ-মা ডাইরিতে সই না করেন তাহ'লে শিক্ষক টেলিফোন যোগে বা চিঠি লিখে তাদেরকে কর্তব্যপালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সোভিয়েটের শিক্ষকেরা ক্লাসঘরে বাপ-মাদেরকে দেখতে মোটেই অনভ্যস্ত নন। প্রায়ই তারা ক্লাস চলার সময়ে ঘরের পেছনে এসে সমস্ত

জিনিস লক্ষ্য করেন এবং স্কুলের পরে শিক্ষকেরা তাদের সংগে পাঠ নিয়ে আলোচনা করেন। বাপ-মারা বলেন—বাড়ীতে তাদের ছেলে বা মেয়ের পড়তে কি সুবিধে অসুবিধে হয় এবং তাছাড়া পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজেদের পরামর্শ দেন। ফলে শিক্ষকেরাও যথেষ্ট লাভবান হন।

ক্লাসের প্রত্যেকটি ছাত্রের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে ক্লাস পরামর্শদাতৃর অবগত হওয়া কর্তব্য। এবং সে কর্তব্যপালনের জন্যে মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে যাওয়া দরকার। সময় সময় বিরক্তিকর হ'লেও, দেখলাম আমার কাজের এই অংশ কিন্তু সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক। কারণ এর ভেতর দিয়ে সোভিয়েট শ্রমিকদের পরিবার-জীবন সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় পাবার সুযোগ পেলাম।

আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আদর অভ্যর্থনা পেতাম এবং ছেলেমেয়েরা চাইতো আমি তাদের বাড়ী যাই যদিও তাদের অজানা ছিল না যে আমি বাপ-মাদের কাছে তাদের বা বাপ-মাদের সমালোচনা করবো। অনেকগুলি বাড়ী যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম যে বাপ-মাদের সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকা কালে ছেলেমেয়ে মানুষ করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। একমাত্র সযত্ন শৃংখলার ফলেই তাদেরকে দেখাশোনা করা এবং অবসর সময়ে তাদের পড়াশোনা তদারক করা বাপ-মার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় বাদে স্কুলে, জেলা টেকনিক্যাল বা শিল্প কেন্দ্রে বা তাদের নিজেদের বাড়ীর রেড্ কর্ণারএ (ক্লাব-ঘর) অন্যান্য কাজকর্মে নিযুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষার্থীদের বাপ-মারা মস্কো সহরের বিভিন্ন অংশে বাস করার ফলে (এর কারণ আমাদের স্কুলই ইংরেজী ভাষার একমাত্র স্কুল) তাদের সকলের সংগে দেখা করা আমার মতন ব্যস্ত লোকের পক্ষে রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সে কারণে ক্লাসের সব চেয়ে দুরূহ ছেলে-

মেয়েদের বাবা-মার সংগে সর্বাগ্রে দেখা করবো স্থির করলাম। জিমি আমাকে ভীষণ বিরক্ত করেছিল, সুতরাং তার ওখানে প্রথমে যাওয়া দরকার। তার বাপ-মার সংগে কোন্ দিন দেখা করার সুবিধে হবে জিগ্যেস করে চিঠি দিলাম। তারিখ জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে জবাব এল। বিশেষ করে জিমির বাবা আমাকে সন্ধ্যের সময়ে যেতে লিখলেন কারণ তিনি তার আগে বাড়ী ফেরেন না।

জিমির কাছে তাদের বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে আমি আটটার সময় গিয়ে সমস্ত পরিবারকে বাড়ীতে পেলাম। টেবিলের ওপর চায়ের জল গরম হচ্ছিল—মনে হ'ল যেন আমার যাওয়া উপলক্ষে। আমি বসা মাত্র আমাকে, চা, রুটি, মাখন, জ্যাম, মিষ্টি, বিস্কুট প্রভৃতি খেতে দেয়া হ'ল। এই যত্নের আতিশয্যে নিজেকে লজ্জিত অনুভব করলাম।

জিমিদের বাড়ী হ'ল পুরোনো কাঠের তৈরী বাড়ী—প্রাক্-বিপ্লব যুগের অবশিষ্টাংশ। দুটো ছোট ছোট কাঠের ঘর। রান্নাঘর একটা—তাও অন্য একটা পরিবারের সংগে ভাগে ব্যবহার কর্তে হয়।

—আমাদেরকে এই গ্রীষ্মকালেই নতুন বাড়ীতে একটা ফ্ল্যাট দেয়া হচ্ছে, জিমির বাবা বললেন।—তখন কিন্তু আমাদের ওখানে আসতে ভুলবেন না! সেখানে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। বাড়ীর সামনে সমস্ত রাস্তা নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে। সংগে সংগে অনেকগুলি নতুন ফ্ল্যাট বাড়ীও তৈরী হবে। আগেকার দিনে মস্কোয় সমস্তই কাঠের বাড়ী ছিল কিন্তু দশ বছরের মধ্যে আর একটাও থাকবে না। হয়ত মিউজিয়মের জন্যে দু'একটাকে অক্ষত অবস্থায় রাখা হবে।

চা খাওয়ার পর আমরা কাজের কথা সুরু করলাম। আমি বললাম জিমি ক্রমশ উন্নতিলাভ করছে কিন্তু বাড়ীর পড়া সে নিয়মিতভাবে করে না। আমি জিগ্যেস করলাম জিমি তার অবসর সময়ে কী করে—

এবং বাড়ীতেই বা সে কী করে। শুনলাম, সে স্কুল থেকে সোজা বাড়ী আসে না, বাড়ীতে খুব অল্পক্ষণই সে পড়ে এবং সন্ধ্যে অবধি উঠোনে খেলা করে।

যখন আমরা কথা বলছিলাম, জিমি কাছে বসে সমস্ত শুনছিল।

তাকে জিগ্যেস করলাম—জিমি, তোমার মা যা বলছেন তা কী সমস্ত সত্যি কথা?

—হ্যাঁ। জিমি জবাব দিল।

—তুমি পড়তে ভালবাসো?

—খুব্ বেশী নয়।

জিমি আমাকে তার বইগুলো দেখালো। তার রাশিয়ান ও ইংরেজী বইয়ের ভালো সংগ্রহ আছে।

সে বই দেখাতে দেখাতে নিজে থেকেই বললো—আমি সব চেয়ে স্কেটিং কর্তে ভালোবাসি। আর গ্রীষ্মকালে ভালোবাসি মাছ ধরতে। আমি সন্ধ্যেবেলা স্কেটিং করি সেইজন্যে বাড়ী ফিরতে দেরী হয়।

আমরা সকলে একসংগে বসে জিমির জন্যে স্কুলের ছুটির পর তার অবসর সময় যাপনের একটা মোটামুটি রুটিন তৈরী করলাম। তাছাড়া সে বাড়ীতে কতক্ষণ পড়বে এবং রাতে কখন শোবে তার সময়ও ঠিক করে দিলাম। জিমিকে বললাম সে যেন প্রত্যেক দিন অন্তত আধঘণ্টা করে রাশিয়ান বা ইংরেজী বই পড়ে। সে দু'সপ্তাহের জন্যে এই রুটিন মত চলতে রাজী হ'ল—কি ভাবে কার্যকরী হয় তা পরীক্ষা করবার জন্যে। জিমির মা কাজে যান না। সুতরাং তিনি প্রতি সপ্তাহে স্কুলে এসে ছেলের উন্নতির রিপোর্ট দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হ'লেন। তারপর জিমি শুতে গেল। আমরা বসে বসে পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ কী করে বাড়ানো যায় তাই আলোচনা কর্তে লাগলাম। আমি বললাম তার

বাবা যদি জিমিকে খেলাধূলো ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু বই কিনে দেন তাহ'লে তার পড়ার আগ্রহ বাড়বে। এবং চিলড্রেন পাবলিশিং হাউসের কতকগুলো মনোগ্রাহী বইও কিনে দিলে ভালো হয়।

জিমির বাবা তাঁর নিজের মোটরে আমাকে মস্কোর নতুন বড় রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ীতে পৌছে দিলেন। এই গাড়ী তিনি আমেরিকা থেকে এনেছেন। তিনি বললেন—শীগ্‌গীরই আমি এটা নতুন "এম ওয়ান" গাড়ীর সংগে বদল করে নেব। এবং মস্কোর রাস্তায়ও পৃথিবীর সেরা মোটরগাড়ী শীগ্‌গীর চলতে সুরু করবে। অপেক্ষা করুন কিছু দিনেই স্টালিন অটো ওয়াকর্সের তৈরী "ZIS 101" মডেলের নতুন মোটর রাস্তায় দেখা দেবে। তিনি আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিলেন।

তাঁর আতিথ্য ও বাড়ীতে পৌছে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আমি তাকে বললাম—ভুলবেন না বর্তমানে জিমিকে দেখা হ'ল আপনার একটা জরুরী কাজ।

—আচ্ছা। আমরা সাধ্যমত করবো। আপনি কিন্তু আবার আসবেন। বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

—আচ্ছা কমরেড, রাঁধুনী আর বিমানচালক, কার কাজ বেশী ভালো? ইউজিন আমাকে একদিন প্রশ্ন করলো।

বললাম—এ প্রশ্নের জবাব দেয়া একটু শক্ত। হঠাৎ এ প্রশ্ন জিগ্যেস করার কারণ?

—আমার মা রান্না করেন আর ইনার মা উড়োজাহাজ চালান। তাই আমরা আলোচনা করছিলাম, কার কাজ বেশী ভালো।

আমি প্রস্তাব করলাম—এই প্রশ্ন যদি ক্লাস-সভায় তোলা যায় তাহ'লে আমরা সাধারণ মতামত জানতে পারবো। কী বলো?

ইউজিন আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

বাপ-মা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার ফলেই এই ধরণের প্রশ্নের সৃষ্টি ইউজিন যখন আমাকে প্রশ্ন করলো তখনই আমি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু বারো বছর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় যে এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

ইউজিন কথাটা তোলা মাত্র কয়েকজন উত্তর দেবার জন্যে এগিয়ে এল।

একজন ছাত্র বললো—আমার মনে হয় রাঁধুনীর কাজ বিমানচালকের চেয়েও জরুরী কারণ আমাদের না খেলে চলে না।

আর একজন বললো—না, যুদ্ধ হ'লে বিমানচালকের কাজ হ'ল সব চেয়ে বেশী জরুরী।

—আমার মা পোষাক তৈরী করেন এবং আমি মনে করি তাঁর কাজও অন্য যে কোনো লোকের মতনই জরুরী। একজন মেয়ে বললো।

এ্যানের বক্তব্য হ'ল—কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে ইউজিনের মা ভালো রাঁধুনী কি না? তিনি যদি ভালো রাঁধতে পারেন তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই একজন অপরিহার্য ব্যক্তি। তেমনি ইনার মা যদি ভালো বিমান-চালক হন তিনিও কম অপরিহার্য নন। সব রকম মা'রই দরকার আছে। আমার মা হ'লেন শিক্ষয়িত্রী এবং আমার বিশ্বাস তিনি খুব জরুরী মানুষ।

একসংগে কয়েকজন বলে উঠলো—ঠিক, ঠিক।

ইউজিন গর্বের সংগে বললো—নিশ্চয়ই, আমার মা খুব ভালো রান্না করেন। তিনি যে ভোজনাগারে কাজ করেন সেখানে রোজ পাঁচশো লোক খায় এবং ভালো কাজের জন্যে তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন।

এই প্রসংগ মা'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। বাবাদের গুরুত্ব বোধ হয় সর্বজনস্বীকৃত। আলোচনার ফলে সকলে এই সিদ্ধান্তে এল যে কাজ হিসেবে প্রত্যেকটিই জরুরী তবে মা'দের বিচার কর্তে হ'লে তাদের কাজের কর্মনিপুণতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমরা সকলে স্থির করলাম যে এবার থেকে মা'দের ওপর একটা দেয়ালপত্রিকা বের হবে কারণ আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মিল-অধ্যক্ষ থেকে নিয়ে সামান্য মিল-কর্মী পর্যন্ত সকলেই আছেন।

উপরোক্ত দেয়ালপত্রিকা খুব সাফল্য অর্জন করলো। তাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে কয়েকজন মা নিজেদের রোমাঞ্চকর জীবনেতিহাসের ধারা বিবৃত করলেন। আমরা দেয়ালপত্রিকায় ঐ সব জীবন বৃত্তান্তের সংগে যে সব মা শক্‌ওয়ার্কার (যারা অন্যান্য কর্মীদের পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন বা কর্মপদ্ধতির উন্নতিসাধন কর্তে সক্ষম হয়েছেন) বা নিজেদের কাজে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন তাঁদের ছবি লাগিয়ে দিলাম। এর ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভালো পড়াশোনা করবার জন্যে উৎসাহিত হ'ল। কারণ স্কুলে খারাপ ফল দেখানো মানে বাপ-মাদের ভালো নামের অসম্মান করা। যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বাপ-মার ছবি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি তারা লজ্জিত হয়ে বাপ মা'র কাছে এ বিষয়ে উল্লেখ করলো।

একজন ছেলে তার মাকে প্রতিদিন কাজ থেকে ফেরবার পর উত্যক্ত কর্তে লাগলো। প্রতিদিন সেই একই প্রশ্ন—তুমি কী শক্‌ওয়ার্কার হয়েছো? হতাশ হয়ে তিনি টেলিফোন যোগে আমার কাছে সাহায্য চাইলেন। ছেলেটিকে আমার বুঝিয়ে শান্ত কর্তে কিছুদিন সময় লাগলো—যে তার মা আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন এবং পুরস্কারের জন্যে তাঁকে আগামী পয়লা মে পর্যন্ত অপেক্ষা কর্তে হবে। অবশেষে ছেলেটির মা

পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু এ কথা কেউ জানলো না—যে তিনি স্বেচ্ছায় ভালো কর্মী হয়েছেন না তাঁর ছেলে তাকে আগ্রহশীল করে তুলেছে।

কস্টেয়ার বয়স দশ বছর। তার বাপ ভয়ানক রাগী লোক। একে সে নিজে একজন দুরন্ত ছেলে তার ওপর তার বাবার স্নায়ুবিক দুর্বলতা। কাজেই গোলযোগ তিনি সহ্য কর্তে পারেন না।

একদিন স্কুলে এসে কস্টেয়া বললো যে তার বাবা গতকাল সন্ধ্যেবেলা তাকে মেরেছেন। সুতরাং সে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছে। এবং সত্যি সত্যিই স্কুলের ছুটির পর সে আরও দু'জন ছেলেকে নিয়ে পুলিশের কাছে তার বাবার নামে অভিযোগ জানালো এবং অনুসন্ধানের জন্যে অনুরোধ করলো।

পরের দিন কস্টেয়ার বাবা বাড়ীতে পুলিশকে আসতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন। পুলিশ তার কাছে সমস্ত ঘটনা বললো। কস্টেয়ার বাবাকে একজন শিক্ষিত লোক দেখে সে আশ্চর্য হ'ল। মনে করেছিল —যে বাবা ছেলেকে মারে সে নিশ্চয়ই কোন অশিক্ষিত বা মাতাল হবে। কস্টেয়ার বাবা বললেন যে ছেলেকে মারা তার অভ্যাস নয়। সেদিন তাঁর ভয়ানক মাথা ধরেছিল সেজন্যে তিনি চেঁচামেচি সহ্য কর্তে পারছিলেন না। ছেলেকে অনেকবার চুপ কর্তে বা বাহিরে গিয়ে খেলা কর্তে বলেছিলেন। কস্টেয়া কথা না শোনায় তিনি তাকে চড় মারেন। জীবনে এই প্রথম তিনি কস্টেয়ার গায়ে হাত দিয়েছেন। সুতরাং তার রাগ করা অন্যায় নয়।

পুলিশ কর্মচারী বললেন যে তিনি সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক মাসের মধ্যে আবার খোঁজ নিতে আসবেন তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। কস্টেয়াকে ডাকা হ'ল। সে স্বীকার করলো —যে জীবনে এই প্রথমবার তার বাবা তাকে মেরেছেন।

—কিন্তু, কস্টেয়া বললো। আইন অনুসারে বাবা-মা ছেলের গায়ে হাত দিতে পারেন না। সোভিয়েটের ব্যবহারজীবী হিসেবে এ আইন আমার বাবার জানা উচিত!

স্কুলের বাইরের কাজকর্ম

সোভিয়েটের ছাত্র-ছাত্রীর ব্যক্তিগত রুচি বা ইচ্ছে যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরে থাক না কেন, সাধারণ স্কুল পাঠ্য-বিষয়গুলি পড়া তাদের কর্তব্য। এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা সাধারণ পাঠ্যবিষয় ছাড়াও কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষালাভ কতে চায় এবং তাদের জন্যে প্রত্যেক স্কুলেই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্র গ্রপ আছে সেখানে ছাত্রেরা স্কুলের ছুটির পর যোগ দিতে পারে। যারা নাটক ও সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাদের জন্যে সাহিত্য চক্র রয়েছে। যারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক তারা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন চক্রে শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। উদীয়মান শিল্পী যারা তাদের জন্যে শিল্পী-চক্রের ব্যবস্থা আছে। অর্কেষ্ট্রা-চক্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যারা সংগীতজ্ঞ হতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণকার্য বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষার জন্যেও সমস্ত ব্যবস্থা আছে। যদি কারো কোন বিশেষ বিষয় শেখবার আগ্রহ থাকে তার জন্যে তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র চক্র গঠন করা হয়।

এই সব চক্রে যোগদান করার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ছেলেমেয়েরা তাদের খুসীমত যোগ দিতে পারে তবে শ্রেণীভুক্ত হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পড়া তাদের কর্তব্য। প্রত্যেক চক্রে একজন যোগ্য পরিচালক আছে যাকে স্কুল বা পায়োনিয়র

সঙ্ঘ থেকে মাইনে দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সে হাজিরা রাখা ও চক্রের পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করে।

এই সব বিভিন্ন চক্র বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় যেমন ১লা মে, বা ৭ই নভেম্বর (বিপ্লব বার্ষিকী দিবস) বা নতুন বছর বা স্কুল বছরের শেষে একত্রিত হয়। এবং নাট্য চক্র ছোট ছোট অভিনয়ের আয়োজন করে; পোষাক ও দৃশ্য পরিকল্পনার ভার নেয় শিল্পীরা এবং আলোর তত্ত্বাবধানে থাকে বিজ্ঞানীরা যারা ব্যবহারিক জ্ঞানে পারদর্শী। স্কুল অর্কেষ্ট্রা চক্র থেকে সংগীতের আয়োজনও করা হয়। তাছাড়া এই সব উৎসবে বিভিন্ন চক্রের তৈরী জিনিসপত্রের প্রদর্শনী খোলা হয় তাতে উড়োজাহাজের মডেল, ছবি, নকসা, রংগমঞ্চ, দৃশ্যাদি প্রভৃতি সমস্তই থাকে।

আমাদের স্কুলে দশ জন শিল্পীর জংগী দল ছিল। তারাই অভিনয়ের সময় রংগমঞ্চ এবং বিশেষ ছুটির সময় স্কুল-বাড়ী সাজানোর ভার নিত। এই চক্রের দলপতি ছিল আর্থার। সে সপ্তম শ্রেণীর একজন বুদ্ধিমান ছাত্র। তার আঁকবার পদ্ধতিও অভিনব এবং মৌলিক। তার হাতের আঁকা "দি ফিসারম্যান অ্যাণ্ড দি ফিস" নাটকের (পুসকিনের অনুকরণে লেখা) দৃশ্য পরিকল্পনা পুসকিনের শততম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে নিখিল মস্কো শিশু প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল।

আরেকটি অভিনব দল হ'ল তরুণ 'জীববিদ্যা' শিক্ষার্থীর চক্র। তার সভ্য সংখ্যা প্রায় বিশ জন। বিভিন্ন একোয়েরিয়ম (জীবজন্তু রাখবার জলাশয়), ইঁদুর, শুয়োর প্রতিপালন ও তাদের ক্রমোন্নতি সযত্নে লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও, এই চক্রের কয়েকজন সভ্য চিড়িয়াখানা ও বোটানিকল গার্ডেনের সংগে যুক্ত আছে। তারা চিড়িয়াখানার জন্তু প্রতিপালনে সাহায্য করে, বিজ্ঞানীদের সংগে একযোগে কাজ করে; বাঁদর, বনমানুষ,

ভাল্লুক ও অন্যান্য বিচিত্র জীবজন্তুর অভ্যাস লক্ষ্য করে। যারা প্রাণীতত্ত্বে আগ্রহশীল তারাও এই ভাবে বোটানিকল গার্ডেনে জংগী সহকারী হিসেবে কাজ করে।

একবার একদল ইংরেজ শিক্ষককে মস্কো ভ্রমণ করা কালে আমার বোটানিকল গার্ডেনে নিয়ে যাবার সুযোগ হয়েছিল। ঢোকা মাত্র সীমূরের সংগে দেখা হ'ল। সে আমাদের স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। সে আমাদের গাইড হতে রাজী হ'ল। বীচি ও গাছপালা সম্বন্ধে তার প্রভূত জ্ঞান দেখে দর্শকেরা রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে বিশেষ বিশেষ গাছপালা আমাদেরকে দেখাতে লাগলো এবং তারপর বাগানের যেখানে মিস্তুরিণ (বিখ্যাত প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞ। তিনি সাইবেরিয়ায় আংগুর এবং উদীচ্যবৃত্তে বাঁধাকপি জন্মাতে সফল হন) পদ্ধতিতে কলম তৈরী ও দুটো ভিন্ন রকম ডালের সংযোগে নতুন গাছ সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে নিয়ে গেল।

আমরা যখন বাগান থেকে বের হচ্ছি তখন দেখলাম সীমূর দৌড়ে গিয়ে একদল ছেলের সংগে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। আমরা কাছে গিয়ে শুনলাম সীমূর তাদেরকে ফুল তোলার জন্যে অভিযোগ জানাচ্ছে। সে বোঝাচ্ছে কেন তাদের গাছ থেকে ফুল পাড়া উচিত নয়। শেষে সীমূর তাদেরকে উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপরে তাদের দরদ থাকা উচিত।

তারপর আমরা সব্জি-ঘরে গেলাম যেখানে মিস্তুরিণের ফলগাছের কলম করণ ও সংযোগ করণ পরীক্ষার অত্যাশ্চর্য নমুনা দেখানো হয়েছে। এখানেও সীমূর আমাদেরকে বিভিন্ন নমুনা বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল।

আমি আমাদের গাইডের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম বিশেষ

করে (সে চলে যাবার পর আমি দর্শকদের কাছে বললাম) অতীতে সে নিজে একজন খারাপ ছেলে ছিল বলে। সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপরে তার কিছুমাত্র দরদ ছিল না। প্রাকৃতিক ব্যাপারে তার বিশেষ আগ্রহ থাকায় এবং বোটানিকল গার্ডেনে তরুণ প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞদের দক্ষ পরিচালনায় সে ক্রমশ বুঝতে শিখেছে যে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির ওপরে তার দরদ থাকা কেন দরকার। এবং সেই জন্যে সে কর্মনিষ্ঠ রক্ষী হতে পেরেছে।

যে সব ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও নিমার্ণকার্যের ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী এবং যাদের স্কুল-চক্র পর্যাপ্ত শিক্ষা দিতে পারে না তাদের জন্যে জেলা টেকনিক্যাল কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম যুক্ত ঘরের ব্যবস্থা আছে যেখানে তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা মনের আনন্দে কাজকর্ম করতে পারে। সেখানে নির্মাণ কর্তারা বেতার সেট, নৌকো, উড়োজাহাজ, বাষ্পযান তৈরী করে যা অনায়াসে কাজে লাগানো যেতে পারে। শাল্‌তি ও অন্যান্য হাল্‌কা জাতের নৌকো তৈরী করে গ্রীষ্মের ছুটির সময় তারা মস্কোর কাছাকাছি নদীতে চালায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষের সাহায্যেই ছাত্রেরা টেকনিক্যাল কেন্দ্রের চক্রগুলিতে তালিকাভুক্ত হয়। তার জন্যে কেবলমাত্র শিক্ষক এবং পায়োনিয়র দলপতির প্রশংসাপত্র দরকার। এর ফলে স্কুলকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ কর্মের ওপর নজর রাখতে হয় এবং দেখতে হয় যাতে তাদের ওপর বেশী কাজের বোঝা না চাপানো হয়। এবং এই প্রশংসাপত্র পাবার প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে আগ্রহশীল করে তোলে।

প্রত্যেক জেলারই তার নিজের নিজের শিল্প ও সংগীত শিক্ষালয় আছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি নিয়ে

যোগদান কর্তে পারে। তবে তার আগে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখে নেয়া হয় যে তাদের শিল্প বা সংগীত সম্বন্ধে কোনো সাধারণ ব্যুৎপত্তি আছে কিনা। তাছাড়া যারা কুস্তি, ব্যায়াম ও খেলাধুলো ভালবাসে তাদের জন্যে বিভিন্ন ক্রীড়াচক্র আছে। অর্থাৎ অবসরকালে ছেলে-মেয়েদের সমস্ত রকম প্রিয় উদ্দেশ্য ও আগ্রহ পূরণের পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

মস্কোর প্রত্যেক ছেলেমেয়ের লক্ষ্য হ'ল সেণ্ট্রাল হাউস অব পায়ো-নিয়ার্স এর (একে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স ও বলা হয়) কোনো চক্রের সংগে যুক্ত থাকা। যারা এর সংগে যুক্ত থাকে তারা থিয়েটার, গ্রন্থাগার ও রিডিংরুমে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পায়। হলটির স্থান সীমাবদ্ধ হওয়ায় মস্কোর হাজার হাজার কিশোরদের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র প্রবেশের সুযোগ পায়। সেকারণে এখানকার প্রবেশাধিকার পাওয়া অনেকটা প্রতিযোগিতামূলক। যে সব পায়োনিয়াররা খুব উচ্চতা অর্জন কর্তে পেরেছে এবং যারা ভালো সামাজিক কর্মী তারাই প্যালেস অব পায়োনিয়র্সে প্রবেশপত্র পায়।

আসলে ছেলেমেয়েদের কাছে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্স হ'ল স্বপ্নপুরী। বাইরে থেকে বাড়ীর দেয়াল আর চূড়োগুলো ধূসর রঙের দেখতে—ঠিক যেন মধ্যকালের রাজপ্রাসাদের মতন। কিন্তু ভেতর থেকে আধুনিকতার চূড়ান্ত। শিল্প, নাটক, সাহিত্য, আলোকচিত্র, ফিল্ম তোলা থেকে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক রিসার্চ,—ছেলে-মেয়েদের সমস্ত ইচ্ছে ও স্বপ্ন পূরণের সুবিধেই এখানে রয়েছে। এখানে একটা নাট্যশালাও আছে যেখানে নিয়মিত ভাবে অভিনয় হয় এবং যেখানে ছেলেমেয়েরা নিজেরাও অভিনয় করে। তাছাড়া এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের সেরা নায়কেরাও আসেন—যেমন বিমানচালক

আবিস্কারক, লেখক, কবি, শিল্পী ও গায়ক। তাঁরা এসে ছেলেমেয়েদের সংগে কথা বলেন, পড়াশোনা করেন, খেলা করেন। এবং প্রত্যেক জিনিসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাদের অগাঢ় ভালোবাসা জাগাতে চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক সান্ধ্য উৎসব উপলক্ষে প্যালেস অব পায়োনিয়ার্সের নাট্যশালায় আমাদের স্কুলের গায়কদেরকে একবার ডাকা হয়। তাদেরকে বলা হয় ইংরেজী ও আমেরিকান লোকসংগীত শোনাবার জন্যে। আমাদের সংগীত শিক্ষয়িত্রী যত্ন নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

বিশেষ বাসে করে আমাদেরকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। গিয়ে দেখলাম কিশোর কিশোরীদের সমাবেশে সমস্ত জায়গা গিজ গিজ করছে। নানান্ রকম জাতীয় পোযাক পরে তারা ওঠা নামা করছে সিড়ি দিয়ে। অন্য একদল ছেলেমেয়ে রেস্তোরাঁয় বসে আইসক্রীম আর দুধ খাচ্ছে।

হলের মধ্যে ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি বসে মনের আনন্দে গল্প করছে। তাদের মাঝখানে এখানে সেখানে বেখাপ্পা ভাবে মুষ্টিমেয় বয়স্কেরা ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের পেছন থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বাজনা বাজিয়ে এগিয়ে এসে রংগমঞ্চে গিয়ে বসলো। তাদের মধ্যে ইউক্রেনিয়ান, ইহুদি, জার্মাণ, পোলিশ, জীপসী, এসিরিয়ান ও নানান্ জাতের লোক। অনুষ্ঠানের পরিচালিকা হ'ল নয় কি দশ বছরের একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়ে—তার পিঠের ওপর দুটি কালো বিনুনী নেমে গিয়েছে। গলায় লাল রেশমের টাই। অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয় সে ক্রমে ক্রমে ঘোষণা করলো এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে পরিচয় করিয়ে দিল। তার মধ্যে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্টতার লেশ মাত্র চিহ্ন ছিল না।

• উপরোক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে গান, নাচ, আবৃত্তি ও বাজনা সমস্তই ছিল।

কয়েকটি জাতীয় দল বিশেষ করে ইউক্রেনিয়ান ও জীপসীদের নাচ দেখে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। দশ বছরের এক যন্ত্র-বাজিয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সংগে বেহালা বাজালো এবং একটি ইহুদি কিশোরী এমন নাটকীয় ভংগীতে কবিতা আবৃত্তি করলো যে অধিকাংশ শ্রোতার কাছে তার ভাষা বোধগম্য না হ'লেও তারা ভূয়সী প্রশংসা না করে পারলো না।

কাউকে দেখে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট বা রংগমঞ্চ ভীত বলে মনে হ'ল না। সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদের প্রধান গুণ হ'ল যে তারা দর্শক দেখে বা নতুন অচেনা মুখ দেখে বা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত হয় না। তারা দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সংগে অভিনয় করে এবং সে কারণে তাদের অভিনয় পটুতা পূরোমাত্রায় প্রকাশ পায়। তারা যখন যা ইচ্ছে এবং যে ভাবে ইচ্ছে জানতে ও শিখতে পারে—এই স্বাধীন নিশ্চিতির মধ্যেই তাদের আত্মবিশ্বাসের জন্ম।

তাদের সিনেমাগুলি সব সময় ছেলেমেয়েদের ভীড়ে ভর্তি থাকে। সেখানে ট্রেজার আইল্যাণ্ড, ক্যাপটেন গ্রাণ্টস্ চিলড্রেন, টম সয়ার এবং এ ওয়াইট সেইল লুম্‌স্ এর মতন রোমাঞ্চকর ছবি দেখানো হয়। সাধারণ সিনেমায় ও সান্ধ্য অনুষ্ঠানে চোদ্দ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদেরকে প্রবেশাধিকার দেয়া হয় না। সুতরাং তারা সিনেমার প্রত্যেকটি ছবিই দেখতে যায়। সেখানে ছোট ছেলে কি মেয়ে সংগে না থাকলে বড়দের ঢোকা আইনবিরুদ্ধ। ছোটদের সিনেমায় শো সাড়ে সাতটায় শেষ হয়ে যায়। তাদেরকে দেরী করে শুতে যাবার কোনো সুযোগ দেয়া হয় না।

প্রায়ই ছোটদের ফিল্মের বিশেষ শো'র আয়োজন করে ছেলেমেয়ে-দেরকে তাতে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই সব শো'র উদ্দেশ্য হ'ল পরস্পরে ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করা। দেখা গেছে এদের সমালোচনা খুব যুক্তি সংগত ও উপকারী হয়। ফিল্ম প্রযোজকেরা জানেন যে ভালো ছবি তৈরী কর্তে হলে ছোটদের রুচি উপেক্ষা করলে চলবে না।

সাধারণত আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ছবি দেখতে যায়। তারা একসংগে যাবার ফলে স্কুলে ফিরে এসে তারা মিলিত ভাবে ছবি নিয়ে আলোচনা কর্তে পারে। এই কারণে শিক্ষকেরাও ছোটদের সংগে ফিল্ম দেখতে যায়। আমার অনেক সময় বড়দের চেয়ে ছোটদের ছবিই বেশী চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। বয়স্ক ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি তাদের চোদ্দ বছর পূরো না হওয়া সত্বেও দুপুরের শো'য়ে বিশেষ ছবি দেখতে যায়।

বেতারে নানান্ বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। দিনে দুটো করে ঘোষণা থাকে—একটা ছোট ছেলেদের জন্যে ও অন্যটা বড় ছেলেদের জন্যে। এই ঘোষণার ভেতর দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন দেশের গল্প বলা হয় যেমন রবিন হুড, ব্রায়ার র‍্যাবিট, এণ্ডারসনের রূপকথার গল্প এবং অন্যান্য বিখ্যাত গল্প যা পৃথিবী ব্যাপী শিশুদের কাছে জনপ্রিয়। তাছাড়া তাদেরকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বীরদের কীর্তিবহুল জীবনী বলা হয় যেমন প্যাপানিন ও তিন সংগী (এমন কি তাদের কুকুরের কথাও বাদ দেয়া হয় না), উড়োজাহাজ-চালিয়ে, সীমান্ত রক্ষী, বয়নশিল্পী ভিনোগ্রাডোভা, স্টাখানোভ প্রভৃতি। তাদের জীবনবৃত্তান্ত এমন সরল ও সহজ ভাবে বলা হয় যাতে শ্রোতারা তাদের কীর্তির কথা শুনে কর্মনিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পায়োনিয়র সঙ্ঘ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি জগতে সোভিয়েটের নতুন অভিযান ও সাফল্যের খবর বেতারে

ঘোষণা করে। এইভাবে সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদেরকে পিতৃভূমির ক্রমোন্নতি ও ক্রমোবিকাশের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় যে এর উন্নতিসাধন ও রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া নাটক ও নানান্ বিচিত্র অনুষ্ঠানের সাহায্যে তাদের ভেতর পৃথিবীব্যাপী কিশোর সমাজের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো হয়।

আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরাও কয়েকবার আন্তর্জাতিক ঘোষণায় যোগদান করেছে। তারা রুশীয় হয়ে জার্মাণ, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা বা আবৃত্তি করেছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির ছেলেমেয়েরাও সেখানে নিজেদের ভাষায় প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে।

বেতারের শিশুবিভাগ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত শ্রোতাদের সংগে নিয়মিত ভাবে চিঠির ভেতর দিয়ে যোগাযোগ রাখে। শ্রোতারা তাদের কাছে অনেক গল্প, কবিতা ও ছবি পাঠায়। চিঠির মারফৎ ছেলেমেয়েরা যে সব সমালোচনা ও মত প্রকাশ করে বেতারের অনুষ্ঠানগুলি সে সবের দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়।

অন্যান্য দেশের মতন এ দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সামাজিক উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। বছরের সব চেয়ে সেরা উৎসব হ'ল নতুন বছরের আগের দিনের মুখোস নৃত্য। হলের মাঝখানে একটি ফার গাছ রাখা হয় এবং নানান্ রঙের ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাল্ব দিয়ে গাছটিকে সাজানো হয়। ফার গাছের উচ্চতা কড়িকাঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়। উৎসব গান, খেলা ও প্যারেড দিয়ে আরম্ভ হয়। তার বৈশিষ্ট হ'ল ছোটদের কমিটির নির্বাচিত পোষাকের বৈচিত্র। এর পর সান্টা ক্লজের প্রথানুযায়ী পোষাক পরে 'তুষার ঠাকুর্দার' আবির্ভাব হয়। তিনি এসে মজার ধাঁধাঁ জিগ্যেস করেন, গল্প বলেন এবং যাবার আগে ঘরের প্রত্যেকের হাতে একটা করে উপহার দিয়ে যান।

সকলের যখন খাওয়া শেষ হয়ে যায় তখন ছেলেরা দলবেঁধে বা ব্যক্তিগত ভাবে অন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শেষের দিকে নাচ বা খেলা যার যতক্ষণ ইচ্ছে কর্তে পারে, এমন কি এই বিশেষ উৎসবে মাঝ রাত পর্যন্ত কারণ তার পরদিনই শীতকালীন ছুটি আরম্ভ।

সন্ধ্যে কাটানোর আর একটি খুব চিত্তাকর্ষক উপায় হ'ল 'আন্তর্জাতিক আগুন-পোয়ানো' উৎসব। এই উৎসবে নানান্ জাতের (বিদেশীদের থাকতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই) ছেলেমেয়েরা স্কুল-বাড়ীতে বৈদ্যুতিক আগুনের চারপাশে বসে গল্প করে, আবৃত্তি করে। এমন কি কাকজ্যোৎস্নায় নাচ গানও করে। এর ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। তার প্রমাণ হ'ল সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত জাতির একতার মধ্যে।

পায়োনিয়র ট্রুপরাও প্রায়ই এই ধরণের সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করে যখন আগুনের চারপাশে বসে নানান্ প্রসংগের ওপর আলোচনা হয়। আমার একদিনের মজার কথা মনে আছে। সেদিন পনের বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা "বন্ধুতা"র ওপর আলোচনা করছিল। দেখলাম, আমার মতন তারাও অনুভব করছে যে এই আধা অন্ধকার আবহাওয়া তাদের পরস্পরের বিশ্বাস ও ভাব আদানপ্রদানের পক্ষে সহায়ক। দু'টি মানুষের মধ্যে (তারা দু'জনে পুরুষই হোক বা স্ত্রী-পুরুষ হোক) বন্ধুতার প্রশ্ন নিয়ে সকলে খুব যত্নের সংগে আলোচনা করলো। শেষে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে এই দু'টি বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ যদি সমাজের সমবায় থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে রাখে তাহ'লে সে বন্ধুত্ব সত্যিকারের হয় না। সে বন্ধুত্ব তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এই দু'টি মানুষ যদি সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় এবং তাদের বন্ধুতা সমাজসেবার কাজে নিয়োগ করে তাহ'লে সে বন্ধুতা হ'ল সত্যিকার ও খাঁটি।

তারপর শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুতার কথা উঠলো। সম্প্রতি কয়েকটি ছেলে বিদেশ থেকে এসেছিল। সেখানে তারা মাস্টারদের কাছে প্রহৃত হ'ত। যে শিক্ষক তাদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার করে তার ওপরে তাদের কী মনোভাব হয়, সে কথা তারা জানালো। একজন ছাত্র শারীরিক শাস্তি দেয়া সমর্থন কর্তে গিয়ে অন্যান্য কমরেডদের কাছে হাস্যাস্পদ হ'ল। কয়েকজন বললো যে কি ভাবে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মেয়েদের স্কুলে 'পক্ষপাতিত্ব ও প্রেম' হয়ে থাকে। সবাই একমত হ'ল যে একমাত্র সোভিয়েট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুতা সম্ভব। এটা বিচিত্র নয় অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আলোচনা প্রসংগে আর একটি মনোগ্রাহী প্রশ্ন উঠলো—বন্ধু বা বান্ধবী সম্বন্ধে কোনো খবর কারো কাণে তোলা কতদূর সংগত ? 'কখনও কোনো খবর কারো কাণে তুলবে না' এই তত্ত্বকথা দেখা গেল কয়েক জনের মনে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে। এ বিষয়ে জোর আলোচনা হ'ল।

একজন ছেলে বললো—নিশ্চয়ই তোমাদের কখনও চুগলী করা উচিত নয়। তার মানে কারো পেছনে কথা বলা উচিত নয়। আগে তাকে গোপনে ডেকে বলা উচিত ও সাবধান করে দেয়া উচিত। অবিশ্যি নিজের অন্তরংগ বন্ধুকেও সভায় বসে তার মুখের ওপরে সমালোচনা করা অন্যায় নয় কারণ তাতে ভালো ফল হয়।

আরেকজন বললো—আমেরিকায় আমি আমার মাস্টারকে ক্লাসের সংগীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা স্বপ্নেও আনতে পারলাম না কারণ আমি জানতাম তার ফলে সে বিপদে পড়বে। এখানে কিন্তু তার কোনো শাস্তি নেই। খোলাখুলি সে বিষয়ে আলোচনা হয়। ফলে আমরা নিজেদেরকে শোধরাতে পারি—দোষ কাটিয়ে উঠতে শিখি।

শেষের দিকে সনিয়া বিশেষ করে 'আন্তর্জাতিক মৈত্রীর' কথা তুললো। বললো—আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের দেশের লক্ষ্য হ'ল সারা পৃথিবীর কিশোর সমাজের সৌহার্দ অর্জন করা। আমাদের দেশে একটা ছেলে নিগ্রো কি ইহুদী, স্প্যানিয়ার্ড কি তাতার, মার্কিণ কি আরব, যে কোনো জাতের হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। সব চেয়ে জরুরী কথা মনে রাখা উচিত যে আমাদের দেশ থেকে আমরা সমস্ত রকম সামাজিক ঘৃণা ও বিভেদ দূর করে ফেলেছি। আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে এবং বড়দের ও ছোটদের মধ্যে কি ভাবের বন্ধুত্ব হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এই ট্রুপের খুব সুস্থ ধারণা আছে। আমাদেরকে সমস্ত কাজকর্মে এই মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে যাতে সপ্তম শ্রেণী প্রত্যেক বিষয়ে বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে। এখন আলো জ্বালানো যাক্। তারপর খাওয়াদাওয়ার পর একটু নাচগান করলে কেমন হয় ?

মস্কোর কিশোরদের নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে দু'একবার নাট্যশালা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হবে যে এই নাটকাভিনয় ছোটদের জীবনে কী বৃহৎ অংশই না গ্রহণ করে আছে। কিশোরদের নাট্যশালা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। তারা সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংগে পরিচিত। থিয়েটারের কোনো অনুষ্ঠান সূচিই তাদের অজানা নয়। তাদের মধ্যে অনেকে একটা অভিনয় কয়েকবার করে দেখে।

আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই একলা বা দলবেঁধে থিয়েটার দেখতে যেত। যার হাতে টিকিট কেনা এবং দল পরিচালনার ভার থাকতো সে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করতো। ক্লাসের প্রত্যেকের মত নিয়ে সে

কোন্ নাটক দেখতে যাওয়া হবে তা স্থির করতো। একবার আমরা দলবেঁধে থিয়েটার অব দি ইয়ং স্পেকটেটর এ—'ব্যায়ামগীর' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। নাটকটির বিষয়বস্তু হ'ল জারের আমলে স্কুল জীবন এবং সামান্য বিপ্লবভাবাপন্ন ছাত্রদের প্রতি তখনকার কর্তৃপক্ষের মনোভাব। নাটকটি অত্যন্ত ভালোভাবে অভিনীত হয় এবং তার গভীর প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ঘরভর্তি দর্শক ও নাটক—দুইই দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি আমার ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে বসেছিলাম। তখন আমি পড়াতাম সপ্তম শ্রেণীতে। আমার একদিকে একটি আমেরিকান মেয়ে, সে নাটকের হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা হৃদয়ংগম কর্তে পারছিল না। কিন্তু তার পাশের একটি ছেলে বিরাম হ'লে জরুরী ব্যাপারগুলি অনুবাদ করে মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিল। দেখলাম নাটকের প্রত্যেকটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছেলেদের মনে দেখা দিচ্ছে। অভিনেতা অভিনেত্রী ও দর্শক—তারা যেন সবাই এক দলের লোক। প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে প্রশংসামূলক হাততালিই প্রযোজকের পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।

বিরাম হ'লে আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে নাটক সম্বন্ধে আলোচনা কর্তে চাইলো। আমি যেন তাদের অতিথি। নাটকে যে কয়েকজন বয়স্থ দর্শক এসেছিলেন, দেখলাম, তারা খুব নিসংগ বোধ করছেন। পরিচিত ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে না এলে আমিও তাই মনে করতাম।

বসবার ঘরের দেয়াল বিভিন্ন নাটকের অনুষ্ঠান লিপি ও পরিচ্ছদের নানান্ রকম নক্সায় ভর্তি। থিয়েটারের রেস্তোরাঁয় চা, কোকো, কফি, সরবৎ, কেক, বিস্কুট ও অন্যান্য মিষ্টি খাবার খুব ন্যায্য দরে পাওয়া যায়।

বিরামকালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শুনলাম আমার চারদিকে নাটক

নিয়ে বেশ জমকালো রকমের আলোচনা হচ্ছে। কেউ কেউ দেখলাম নিজেদের স্কুলের সংগে নাটকে দেখা স্কুলের তুলনা করছিল ; কেউ কেউ অভিনয়ের তুলনামূলক আলোচনা করে অভিনেতাদের সমালোচনা করছিল, আবার কেউ কেউ পূর্ব-অভিনীত নাটকের সংগে এই নাটকের তুলনা করছিল। কারো মতে নাটকটি ভালো হয়েছে। কারো কারো মতে নাটক নাকি ভালো ভাবে উৎরায় নি। যাই হোক, সবাইকে কিন্তু থিয়েটার সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল বলে মনে হ'ল। তাদের কথোপকথন থেকে জানা গেল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরাই নিয়মিত ভাবে নাটক দেখে থাকে।

আর এক বার আমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে সেন্ট্রাল চিল্ড্রেন্স্ থিয়েটারে আলেক্সি টলস্টয়ের 'দি গোল্ডেন কী' নাটক দেখতে যাই। আগে এই নাট্যশালাই 'সেকেণ্ড আর্ট থিয়েটার' নামে পরিচিত ছিল। বক্স্, ড্রেস সার্কেল ও গ্যালারি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহটির আয়তন বেশ বড়। অন্যান্য অধুনা নির্মিত একটি বারাণ্ডাওয়ালা নাট্যশালার মতন এটি আকারে সমকোণ নয় এবং এর জনপ্রিয়তাও তেমন নেই।

আয়তনে বড় হওয়া সত্ত্বেও দেখলাম সাত থেকে তের বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভীড়ে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক, পায়োনিয়র নেতা বা বাবা-মার সংগে এসেছে। গুম্বজের মতন শিলিংএ সহস্র শিশু কণ্ঠের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে হলে পায়চারী করছে—পরদা ওঠার সংগে সংগে এই চিৎকার থামবে কি না এই আশংকায়। আমার মনে হয় সবদিনই নাটক সুরু হবার আগে পর্যন্ত তারা এই ভাবে উদ্বিগ্ন থাকে কিন্তু সেদিনকার মতন অন্য দিনও তাদের চিন্তা অমূলক প্রমাণিত হয় কারণ

গোড়াতে যন্ত্রসংগীত স্থরু হওয়ার সংগে সংগেই সমস্ত গুঞ্জন ধ্বনি থেমে যায়। ছেলেমেয়েরা শোনবার ও দেখবার জন্যে মনোযোগী হয়ে উঠে।

নাটকটি রূপকথার নায়কের দুঃসাহসিক রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ। নাটকের নায়ক খুব শীগ্‌গীর দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন কর্তে সক্ষম হ'ল—তারা সবাই তার রসিকতা ও উল্লম্ফনে আনন্দ প্রকাশ করলো। দেখা গেল অভিনয়ের গতিবৃদ্ধির সংগে সংগে শিশু-দর্শকদের মনে তা গভীর ভাবে রেখাপাত করছে। একটি বয়স্থ দর্শক আমার সংগে একমত হ'লেন যে নাটকটি কয়েক জায়গায় খুব জটিল হয়ে পড়েছে।

নাটকের সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ হ'ল—যখন সয়তানকে তার দীর্ঘ দাড়ি দিয়ে গাছে বাঁধা হয়েছে এবং সে নায়ককে এক থলি মোহরের বদলে 'সোনার চাবি' দেবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে। যখন দেখা গেল যে নায়ক তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গাছের কাছে যাচ্ছে তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে সবাই একসংগে চিৎকার করে উঠলো 'না, ওকে চাবি দিও না—ওকে চাবি দিও না'। নায়ক তাদের উপদেশ গ্রহণ করা মাত্র তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার আসনে বসে পড়লো। আবার যখন কারাকাস-বারাকাস নামক সয়তানটি চাবির ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ চাওয়ায় নায়ক গাছের দিকে অগ্রসর হ'ল—তখন দ্বিতীয় বার তারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একস্বরে বলে উঠলো 'যেও না। ওর কাছে যেও না'। নায়ক তাদের কথা পালন করায় তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যাভিনয় তাদের মন জুড়ে ছিল। যাবার সময় দেখা গেল তাদের মুখে সন্তোষের হাসি।

বিরামকালে আমি অনেক ছেলেমেয়ের সংগে কথা বলেছিলাম। দেখলাম তাদের অধিকাংশই নাটকটি কয়েকবার দেখেছে এবং গল্পের আকারেও পড়েছে। এমন কি কেউ কেউ তাদের বাবা-মায়ের ক্লাবের

কিশোর বিভাগে এই নাটকে অভিনয় পর্যন্ত করেছে। নাটকটি তাদের মনে মনে মুখস্ত হয়ে গেছে তবুও তারা অদম্য উৎসাহ নিয়ে নাটক দেখতে এসেছে—যেন প্রথমবার দেখছে।

কিশোরদের নাট্যশালার রেস্তোরাঁ অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সাজানো। ছোট ছোট কাঁচে ঢাকা গোল টেবিল, তার পাশে ছেলেমেয়েদের বসবার জন্যে স্টুল। রেস্তোরাঁয় ছোটদের পক্ষে যে খাদ্য উপযোগী তাই-ই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। রূপকথা ও অন্যান্য গল্প থেকে জমকালো দৃশ্য বেছে নিয়ে রেস্তোরাঁর দেয়ালগুলি চিত্রাংকিত করা হয়েছে।

নাট্যশালার বড় বসবার ঘরের এক দিকে একটা ছোট মঞ্চ ও একটা পিয়ানো আছে। যার ইচ্ছে সে খেলায় বা সংগীতানুষ্ঠানে (বিশেষ সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক পরিচালিত) যোগ দিতে পারে। ঘরের দেয়াল নানান্ রকম ছবি দিয়ে সাজানো—সেগুলি সমস্তই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এঁকে পাঠিয়েছে। ছবি দেখে শিল্পীর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিরামের সময় ছেলেমেয়েরা সমস্ত বসবার ঘর, দালান, সিঁড়ি অধিকার করে থাকে। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হয় তারা গৃহসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে। একদল ছেলে কেবল ছুটোছুটি করছিল কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়ে দেখলাম দালানের দেয়ালে টাঙানো অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি এবং বিভিন্ন নাটকের দৃশ্যাবলি দেখছে। রেস্তোরাঁয় অবিশ্যি ছেলেমেয়েদের ভয়ানক ভীড়। আইসক্রীম কাউণ্টারে দেখা গেল প্রচুর আইসক্রীম বিক্রী হচ্ছে।

পরের দিন সকালে আবার থিয়েটারে গিয়ে আমি কর্মীদের জিগ্যেস করলাম—কোথায় এই নাট্যশালার আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের খবরাখবর পাবো। একটি মহিলা আমাকে আফিসে নিয়ে গিয়ে একজন প্রবীণার সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি ঘরের এক কোণে ডেস্কের কাছে

বসে কাজ করছিলেন। আমি যখন তাঁকে আমার আগমনের কারণ বলতে যাচ্ছি তখনই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। ফোনে তাঁর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তিনি হ'লেন 'দর্শকদের সংগে সংযোগ' রাখার চার্জে এবং মস্কোর কোনো একটি স্কুলের পায়োনিয়র-পরিচালিকা।

—নমস্কার, কমরেড এ্যান্। হ্যাঁ, আমি আপনাকে আমার সংগে দেখা করবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম। মহড়া বেশীক্ষণ চলেছিল বলে আমি আর তারপরে ছেলেমেয়েদেরকে আলোচনার জন্যে বসিয়ে রাখতে পারি নি। সুতরাং আমার ইচ্ছে, আপনি তাদেরকে নাটক সম্বন্ধে মতামত লিখে জানাতে বলুন—বিশেষ করে যে কোনো সমালোচনা ও সূচনা তারা পাঠাতে পারে। আমি আসলে তাদের কাছ থেকে জানতে চাই নাটকের কোন্ অংশ তাদের কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছে এবং কোন্ অংশ তাদের মতে ঠিক ভাবে চিত্রিত হতে পারে নি। আপনার অভিমতও আমার দরকার। আপনি ছেলেমেয়েদের সংগেই বসেছিলেন সুতরাং তাদের প্রতিক্রিয়া আপনি ভালো করেই জানেন। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে মতামত জানাক কারণ বিভিন্ন ছেলের বিভিন্ন ধারণা আছে যা একসংগে মতামত লিখে পাঠালে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। পরশু দিন কি আপনি লিখিত মতামতগুলো সংগ্রহ করে আনতে পারেন? দয়া করে আনুন কারণ শীগ্‌গীরই আমরা ঐ নাটক সাধারণ্যে অভিনয় কর্তে চাই। যদি কিছু পরিবর্তন কর্তে হয় তো কয়েক দিনের মধ্যেই কর্তে হবে। মহিলাটি টেলিফোন রেখে দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন।

আমার আসার উদ্দেশ্য প্রকাশ করে আমি তাঁকে বললাম—আপনার টেলিফোনের কথাবার্তা থেকেই কতকগুলো দরকারী খবর আমি সংগ্রহ করেছি। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আপনার থিয়েটার সম্বন্ধে অত্যন্ত

অনুরাগী, তারা অনেকে আপনাদের কাছে ছবি ও চিঠিপত্র পাঠায়। এই প্রথম আমি আপনার এই নতুন কোয়াটারে আসছি। এখন এই বড় বাড়ীতে বৃহত্তর সুযোগ সুবিধার মধ্যে, আমি জানতে চাই, আপনি কী রকমের কর্মী নিয়ে কাজ করেন এবং কী ভাবে কাজ করেন ?

তিনি আরম্ভ করলেন—আপনি জানেনই যে আমাদের থিয়েটার হ'ল ছেলেমেয়েদের জন্যে সুতরাং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও আকর্ষণ করা এবং সংগে সংগে তার মধ্যে দিয়ে চিন্তার খোরাক জোগানো হ'ল আমাদের কাজ। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা কাজ করি। আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক—যদিও তাদের মধ্যে কয়েক জন অল্পবয়স্ক তরুণেরাও আছে। তারা খুব ভালো ভাবে ছোটদের উপযোগী অভিনয় কর্তে পারে এবং তার জন্যে আমাদেরকে দর্শকের সংগে নিবিড় সংযোগ রাখতে হয়। তাদের উন্নতি ও আগ্রহের সংগে আমাদেরও তাল রেখে চলা উচিত সুতরাং আমরা মহড়ার সময় বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রতিনিধিমূলক দলকে নিমন্ত্রণ করি। তারপর নতুন নাটক নিয়ে তাদের সংগে আলোচনা করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন হ'ল আমাদের পুরোনো বন্ধু। কিন্তু আমরা নতুন দলকেও ডাকি। তারা মাঝে মাঝে অকপটভাবে মতামত জানাতে লজ্জা পায়। তখন আমরা তাদের পায়োনিয়র নেতা বা শিক্ষককে, কমরেড এ্যানকে এক্ষুণি টেলিফোন যোগে যা কর্তে বললাম, তাই কর্তে বলি। স্বভাবত আমরা তাদের প্রত্যেক প্রস্তাব ও সমালোচনাই গ্রহণ করি না। আমরা সমস্ত জিনিস শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখি কিন্তু কিশোরদের মতামতের সংগে পরিচয় থাকায়, তাদের পছন্দমত নাটক প্রযোজনা করার পক্ষে আমাদের সুবিধে হয়।

—আচ্ছা ঐ জনপ্রিয় Serezha Streltzov নাটক আপনারা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? আমি জিগ্যেস্ করলাম।

—কারণ বর্তমানে তা কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে না? ঐ নাটকখানি আমাদের স্কুলের একটা বিশেষ উন্নতির অবস্থায় লেখা হয়েছিল। যে সমস্যা নিয়ে ঐ নাটকের সূত্রপাত তা পুরোনো ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের আমলে বর্তমান ছিল। তখন সে সব দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল এবং তা দেখে সপ্তম ও তার পরবর্তী শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও শিক্ষা দুইই পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সপ্তম শ্রেণীর নীচেকার ছেলেমেয়েদের এই অভিনয়ে আসা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বলে তারা নানান্ উপায় অবলম্বন করে ভেতরে ঢুকতো। তাদের বয়স ঐ নাটকের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝবার পক্ষে উপযুক্ত না হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। হাজার হোক, আমাদের আধুনিক নাটকের কাজ হ'ল আসল সমস্যাকে প্রকাশ করা এবং সত্যিকার চিন্তার খোরাক জোগানো। নইলে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এ পর্যন্ত আপনাদের কোনো মহড়ায় আসার সুযোগ আমার ঘটে ওঠে নি যদিও আমার ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে প্রায়ই আসে। আমি বললাম।

—হ্যাঁ, আমি সনিয়াকে খুব ভালো ভাবে জানি। সে খুব উৎসাহী পায়োনিয়র পরিচালিকা। প্রায়ই সে আপনার স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে এখানে নিয়ে আসে। আপনি এর পরের বার তাকে সংগে করে নিয়ে আসবেন। যদি কোনো সময় আপনি কিছু জানতে ইচ্ছে করেন, জানাবেন—আমি খুব আনন্দের সংগে আপনাকে সাহায্য করবো।

ছোটদের নাট্যশালায় এইই আমার শেষ পরিদর্শন নয়। আমি বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরকে সংগে করে অনেকবার নাটকের মহড়া

দেখতে গিয়েছি এবং তাদের সংগে আলোচনা করেছি। থিয়েটারের কয়েকজন কর্মীর সংগে আমি অন্তরংগতা লাভ করেছি। তারা সবাই খুব ভালো শিক্ষক। নাট্যকলা সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান অবিসংবাদী। শিশুজগতে তাদের কর্মানুরাগ মস্কোর শিক্ষাজগতে একটা উল্লেখযোগ্য দান।

ক্যাম্প

প্রত্যেক স্কুলই গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের আয়োজন করে এবং সে আয়োজন কয়েক মাস আগে থেকে সুরু হয়। গরমের সময় যাদের সহরের বাইরে যাবার কোনো উপায় নেই বা যাদের বিশেষ বিশ্রাম ও যত্নের দরকার—তাদেরকে সর্বাগ্রে ক্যাম্পের সুবিধে দেয়া হয়।

প্রত্যেক ক্যাম্প শিক্ষা বোর্ডের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। ক্যাম্পের জন্যে বাপ-মাদেরকে কেবলমাত্র সামান্য অর্থ দিতে হয় এবং তাও তাদের আয় হিসেবে কম বেশী হয়।

ক্যাম্পের জায়গাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। পুরোনো গেঁয়ো বাড়ীর মতন বা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আল্‌প্‌বাসী রাখালদের ঘরের মতন ছেলেমেয়েরা কাঠের বাড়ীতে থাকে যা এই উদ্দেশ্যের জন্যে রক্ষিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে আরও বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়। এবং সাধারণ প্রথানুযায়ী সহরের স্কুলগুলি গ্রামের স্কুলবাড়ী ভাড়া নেয় এবং ক্লাসঘরকে অস্থায়ী শোবারঘরে পরিণত করে। এই সব স্কুলবাড়ী ক্যাম্পের জন্যে খুব উপযোগী হয় কারণ সেখানে রান্নাঘর ও স্যানিটারি ব্যবস্থা সমস্ত বর্তমান। সোভিয়েটের শিক্ষাবিদ ও ডাক্তারেরা ক্যানভাসের ক্যাম্পে থাকা ভালো

মনে করেন না কারণ তাতে ছেলেমেয়েরা আগামী শীতকালের জন্যে শক্তি সঞ্চয় ও স্বাস্থ্যলাভ করবার উপযোগী বিশ্রাম পায় না।

কালুগার কাছে ওকা নদীর ওপরে আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পটি নদী থেকে কয়েক হাত দূরে অবস্থিত দেবদারু বনের ধারেই। ছ'টা কাঠের ঘর—দুটো দোতলা তাতে শোবার ব্যবস্থা আছে এবং খোলা হাওয়ায় একটা বড় খাবার ঘর—বর্ষাকালের জন্যে মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন দেয়া আছে। খাবার ঘরের পেছনে ক্লাবঘর, গ্রন্থাগার এবং বর্ষাকালে গল্পের আসরের জন্যেও দু'একটা ঘর আছে। তাছাড়া অন্যান্য সব কর্মচাঞ্চল্য ঘরের বাইরে হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের অবকাশে আমি এই ক্যাম্পে দেড় মাস কাজ করবার জন্যে রাজী হ'লাম। দু' মাসের বদলে আমি এক মাসের ছুটি পেলাম। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাকে এক মাসের মাইনে দেয়া হ'ল। তাছাড়া ক্যাম্প থেকেও আমি কাজের জন্যে অর্থ পেলাম। ক্যাম্পে একজন করে শিক্ষক সব সময়ে থাকে। হিসেব করলে দাঁড়ায় যে বড় স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার করে ক্যাম্পে যাবার পালা পড়ে!

ক্যাম্পিং সুরু হবার দশ দিন পরে আমি মস্কো থেকে রওনা হ'লাম। ছ'ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা ভোর ছ'টায় গিয়ে পৌছলাম কালুগায়—আঁকাবাঁকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সহর। আমার সংগে ছেলেমেয়েদের বিশজন বাবা-মা ছিলেন। আমরা যেদিন গিয়ে পৌছলাম সেদিন ছিল ক্যাম্প উদ্বোধন ও পরিদর্শনের দিন।

বাসের জন্যে একঘণ্টা অপেক্ষা করবার ইচ্ছে না থাকায় আমরা ক্যাম্পের চার মাইল রাস্তা হেঁটে যাবো স্থির করলাম। আমরা সহর অতিক্রম করে এসে পৌছলাম প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে—তার পরেই জংগল। ফুলের গন্ধে মদির হয়ে উঠেছে সেখানকার হাওয়া। পথের

ধারের কয়েকটা ক্যাম্প ছাড়িয়ে আমরা নদীর দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

দূর থেকে আমাদের ক্যাম্প চোখে পড়লো। ভোরবেলা তা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের আসার খবর আগে থেকে দেয়া হয়েছিল। দেখলাম, ক্যাম্পের অধ্যক্ষ আমাদের সংগে দেখা করবার জন্যে এগিয়ে এলেন। পরে আমাদেরকে গরম কফি ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়িত করা হ'ল।

কমরেড হল্যাণ্ড এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এখানে তাঁর জায়গায় আমাকে কাজ করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমরা দু'জনে ক্যাম্পের মাঠে ঘুরে বেড়ালাম। জংগলের একটা অংশকে বেড়া দিয়ে এই মাঠ তৈরী করা হয়েছে। ক্যাম্প পরিচালনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন—এখানে আপনার কাজ হ'ল আসলে উপদেশকের কাজ। আপনাকে এখানে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ কর্তে হবে। এই ক্যাম্প পায়োনিয়র সংগঠন থেকে পরিচালনা করা হয়। তারা নিয়মিত ভাবে দৈনিক সময়-তালিকা মেনে চলে। ডাক্তার, নার্স এবং ক্যাম্প-মা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের খুব যত্ন নেন।

—তাহ'লে আমাকে আসলে কী কাজ কর্তে হবে? নিজেকে অত্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে প্রশ্ন করলাম।

—কেন, আপনি নাটক পরিচালনার ভার নিতে পারেন, ছেলেমেয়েদের সংগে বেড়াতে যেতে পারেন, ছোটদের ওপর নজর রাখতে পারেন, তাদের কোনো অসুবিধে হ'লে সাহায্য কর্তে পারেন; ক্যাম্প-কর্মীদের সভায় যোগ দিয়ে দেখতে পারেন যে প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে কি না! বড় মেয়েদের ওপর নজর রাখবেন—দু'একজন আছে যারা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিজেকে

প্রয়োজনের বাইরে বলে মনে করবেন না। আপনার করবার মতন যথেষ্ট কাজ আছে এবং আমার মনে হয় আপনার সময় খুব ভালো ভাবেই কাটবে।

ভিক্টর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সে দেখলাম কাপড়চোপড় পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বিউগ্‌ল বাজালো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল সমস্ত ক্যাম্প জেগে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ দেখলাম কাপড় পরতে পরতে বেরিয়ে আসছে। তারা সকলে নিজেদের সমান উচ্চতা অনুসারে সার বেঁধে দাঁড়ালো। ব্যায়াম শিক্ষক এসে তাদের ভার নিল। দশ মিনিটকাল কসরৎ হবার পর তারা ছত্রভংগ হয়ে মুখ ধুয়ে প্রাতর্ভোজনের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে চলে গেল।

চিৎকার করে ছেলেমেয়েরা আমাকে অভিবাদন জানালো। প্রথমে তাদেরকে চিনে ওঠাই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লো—কারণ সকলে বেশ স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একদিকে এল্‌গা ও অন্যদিকে জিমি আমাকে ধরে বসলো—আমরা মুখ হাত ধুয়ে আমাদের বিছানা তৈরী করে ফেলেছি। চলুন এখন আমরা মাঠে বেড়াতে যাই। একটু পরে জিমির বাবা আসবেন, তিনি তাঁর গাড়ীতে আমার মা-বাবাকেও নিয়ে আসছেন। এল্‌গা বললো।—কমরেড হল্যাণ্ড বললেন যে আপনি এখানে থাকবেন। এটা কি সত্যি ? ঠিক, ঠিক, এবারে আপনাকেও আমাদের সংগে জাম পাড়তে যেতে হবে, সাঁতার কাটতে যেতে হবে……। নানান্ কথা বলতে বলতে ছেলেমেয়েরা আমাকে ক্যাম্পের মাঠে টেনে নিয়ে গেল।

মাঠটা ঢালু হয়ে নদীর দিকে চলে গিয়েছে। এল্‌গা যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ী অবধি আমরা বেড়াতে বেড়াতে গেলাম। সে বললো—

আমাদের বাড়ীটা কিন্তু খুব ভালো। আমার মনে হয় আপনিও এ বাড়ীতে থাকবেন কারণ কমরেড হল্যাণ্ডও বড় মেয়েদের সংগে ওপরে থাকেন। আমরা এখন বাড়ীর ভেতরে যাবো না কারণ জিমির ভেতরে যাওয়া নিষেধ। তারা আমাকে বাড়ীর পেছন দিকে নিয়ে গেল।—এটা হ'ল আমাদের ব্যায়ামশালা। দেখলাম, এখানে দোলনা, বার, ওঠবার দড়ি, ভলিবল খেলবার ব্যবস্থা সমস্তই আছে। কয়েকজন ছেলে-মেয়ে যারা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েছে, তারা নিজেদের খুসীমত ব্যায়াম চর্চা করছে। দু'জন ছেলে একটা ভলিবল নেটের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে আনন্দের প্রাচুর্য। যেন তারা জীবনকে উপভোগ করছে।

গাছপালার মাঝখান থেকে বিউগ্‌লের আওয়াজ শোনা গেল। খাবার ঘরের পাশের এক টুকরো জমির ওপর হৈ হৈ করে সকলে নেমে এসে জমির তিন পাশে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। সকলের একই রকম কাপড়চোপড়—ছোট পায়জামা ও কামিজ এবং তার ওপরে একটা হাতা-হীন ব্লাউস। অনেকগুলি ছোট ছেলে দেখলাম ব্লাউস পরে নি। দশ বছর বয়সের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের গলায় লাল টাই বাঁধা। মাঠের মাঝখানে একটা লম্বা নিশান ও একটা ছোট মঞ্চ।

সনিয়া মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালো। তার কোঁকড়ানো চুল রোদে ধুয়ে সাদা হয়ে গেছে। তার বাদামী রঙের গায়ের সংগে ছোট স্কার্ট একটা বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দিচ্ছে। সে নির্দেশ দিল—ইউনিট নেতারা তোমরা নিজেদের রিপোর্ট তৈরী করো। ইউনিট নেতারা যারা তাদের সভ্যদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, সভ্য সংখ্যা গুণে নিয়ে তারা যে যার জায়গায় ফিরে গেল। সনিয়ার পরবর্তী নির্দেশ হ'ল—ট্রুপনেতারা, তোমরা তোমাদের রিপোর্ট সংগ্রহ করো। দেখলাম, ইউনিট নেতারা ট্রুপ

নেতাদের কাছে এসে তাদের রিপোর্ট দিতে লাগলো। আমি যে গাছের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কিছু শোনা গেল না।—এবার ট্রুপ নেতারা, তোমরা তোমাদের রিপোর্ট দাও।

প্রত্যেক ট্রুপ নেতা তার নিজের ট্রুপকে মনোযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে সনিয়ার কাছে সকালের রিপোর্ট দিতে গেল।—কমরেড পায়োনিয়র-নেতৃ প্রথম ট্রুপের পঁয়ত্রিশজন পায়োনিয়র সকলেই এখানে উপস্থিত আছে। একজনের গলায় টাই নেই। সে বললো, টাই পরতে সে ভুলে গেছে। যখন বাকী তিনজন ট্রুপনেতার এইভাবে রিপোর্ট দেয়া হয়ে গেল, সনিয়া ঘোষণা করলো, প্রথম ট্রুপের দ্বিতীয় ইউনিট সেদিন ক্যাম্পের পাহারায় থাকবে। এর পর সনিয়া সবাইকে খাবার ঘরে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। ভিক্টর ও অন্য দু'জন ছেলে ব্যাণ্ড বাজালো। ছেলে-মেয়েরা সকলে তারই তালে তালে পা মিলিয়ে চললো।

খাবার আয়োজন দেখলাম প্রচুর। আমাদের নিজেদের স্কুলের রাঁধুনি রান্না করেছে এবং পরিবেশন করছে আমাদেরই নিজেদের লোক।

প্রাতর্ভোজনের পর ছেলেমেয়েরা যে যার যেখানে ইচ্ছে ছত্রভংগ হয়ে গেল, সেদিনকার কাজের ভার যে ইউনিটের ওপর ছিল, সে ইউনিট টেবিল, ক্যাম্প সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো।

যে মেয়েটি ছোট ছোট শিশুদের (যারা সংখ্যায় ১৫।২০ জন) চার্জে ছিল সে তাদেরকে নিয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেল। কয়েকজন বাপ-মাও তাদের সংগে গেলেন। বাকী ছেলেমেয়েরা হয় তাদের বাপ-মাদেরকে বেড়াতে নিয়ে গেল কিংবা সন্ধ্যেবেলার উৎসবের প্রস্তুতির জন্যে ক্যাম্পে রয়ে গেল।

নদী ও ক্যাম্পের মাঝখানের মাঠে ছেলেমেয়েরা দেখলাম ছোট ছোট

ডালপালা এনে জমা করছে। রাতে এখানে আগুন পোয়ানো উৎসব ও সংগীতানুষ্ঠান হবে।

ছেলেমেয়েরা সমস্ত সকাল উৎসবের প্রস্তুতির জন্যে ব্যস্ত রইলো। আমি তাই নদীর দিকে বেড়াতে গেলাম। পায়ের নীচে অজস্র সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে এধারে ওধারে ফুল ফুটে আছে। নদীর ওপারে মনোরম দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। নদীর এধারকার ছোট উপকূলে বসে আরামে স্নান করা যায়। ক্যাম্পের পেছনেই বন। বন দেখে ভেতরে যাবার লোভ হয়। ছেলেমেয়েরা বলেছিল বনের মধ্যে অনেক জাম গাছ আছে। পরের দিন আমিও তাদের সংগে জাম পাড়তে যাবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। নদীর ধারে বসে বসে রোদ পোয়ালাম। খাবার সময়ে ক্যাম্পে গিয়ে দেখি—সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ। সবাই দুপুরের ঘুমে আচ্ছন্ন।

চা খাবার পর ক্যাম্পের সামনের মাঠে খেলাধূলো হ'ল। যেমন দৌড়োনো, লাফানো, সাঁতার কাটা, চক্রক্রীড়া ও কসরৎ।

সাতটার সময় রাতের খাবার খাওয়া হয়ে যাবার পর সবাই ক্যাম্প-পতাকা উত্তোলনের জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের অধ্যক্ষ একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে নবাগত বাপ-মাদেরকে অভিনন্দন জানালেন তারপর ছেলেমেয়েদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে তারা তাদের ছুটি পুরোপুরি উপভোগ করুক ও শীতকালীন পাঠের জন্যে তারা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে শক্তিশালী হোক। তাদের মনে রাখা উচিত ক্যাম্পের নিয়মাবলি অত্যন্ত সামান্য। এ শৃংখলা সৃষ্টি করেছে তারাই এবং তা রক্ষা করাও তাদের কর্তব্য।

তাঁর বক্তৃতার পর পায়োনিয়রদের নেতৃস্থানীয়া সনিয়াকে পতাকা তোলবার জন্যে বলা হ'ল। সংগে সংগে বিউগল আর ড্রাম বেজে উঠলো। লাল নিশান উঁচু দণ্ডের ওপরে গিয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলো।

তার তালে তালে গান গেয়ে উঠলো ক্যাম্পের সবাই। আনন্দধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলনের কাজ শেষ হ'ল।

তারপর সারি ভেংগে যে যার লেপ কম্বল নিয়ে আগুন পোয়ানো উৎসবের মাঠের দিকে অগ্রসর হ'ল। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নি। সনিয়া ঘোষণা করলো যে তাদের মধ্যে একজন অতিথি উপস্থিত আছেন যিনি গৃহযুদ্ধের সময় লালফৌজে ছিলেন—তিনি তখনকার গল্প আমাদের কাছে বলবেন। গল্প শুনতে শুনতে মনে হ'ল এ যেন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চের কাহিনী। ছেলেমেয়েরা সকলে অভিভূত হয়ে কাহিনী শুনলো। শেষ হওয়ামাত্র তারা হাততালি দিয়ে উঠলো আনন্দে।

তাঁর কাহিনী বলবার সংগে সংগে আকাশ ঘন নীল হয়ে এল। আমাদের পেছনে নদীকে মনে হ'ল লম্বা কালো ফিতে। সন্ধ্যেবেলার আলোর সূচিমুখ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। একজন ছেলে গাছের ডালপালার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। সংগে সংগে লাফিয়ে উঠলো আগুনের শিখা। স্ফুলিংগগুলো ছড়িয়ে পড়লো হাওয়ায়। গল্প বলা শেষ হয়ে যাবার পর একমুহূর্তকাল নিস্তব্ধতা রইলো। তারপর সনিয়া একটা জনপ্রিয় গান গাইতে আরম্ভ করলো। প্রত্যেকে যোগ দিল তাতে। একটার পর একটা পরিচিত গান হয়ে চললো। কাছের গ্রাম থেকে আগুন দেখে ও গান শুনে ছেলেমেয়েরা এগিয়ে এল। তাদেরকে আমরা উৎসবে যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালাম।

একজন কিশোর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কমরেড্‌স্‌, এবার আমাদের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। প্রথম হ'ল স্টেলার নাচ। এ্যাকর্ডিয়ান বাজানো আরম্ভ হ'ল। স্টেলা গিয়ে দাঁড়ালো আগুনের সামনে। তার পরনে গ্রাম্য পোষাক। নাচতে নাচতে সে উচ্ছল হয়ে উঠলো। এটা তাদের জাতীয় নৃত্য। নাচের শেষে সবাই প্রশংসায় হাততালি দিল।

—পরবর্তী বিষয় হ'ল "আই ডোণ্ট স্পিক জার্মাণ" একটা ছোট নক্‌সা—তৃতীয় ট্রুপের তৃতীয় ইউনিট এটা দেখাবে। এ নাটিকাটি অত্যন্ত সজীব ও মনোগ্রাহী এবং আগেই এ নক্‌সা খুব প্রশংসা পেয়েছে। যারা বিদেশী ভাষা শেখার দিকে মনোযোগী নয় এটা তাদের নিয়েই একটা প্রহসন। এর পর আরও অনেক বিষয় আছে যেমন আবৃত্তি, নাচ, নাটিকা ও গান। সমস্ত সন্ধ্যেটা অত্যন্ত দ্রুতভাবে কেটে গেল। অনুষ্ঠানের উচ্চাংগের রসপরিবেশন দাগ কেটে গেল আমার মনে।

অবশেষে সকলে নিজের নিজের লেপ কম্বল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল। রাতের মতন নিশান নীচে নামিয়ে দেয়া হ'ল। তারপর সবাই ঘুমোতে গেল।

যে সব দর্শক অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন তারা বিশেষ বাসে্ করে বাড়ী চলে গেলেন। আমি সন্তোষের মনোভাব নিয়ে ঘুমোতে গেলাম। ক্যাম্পবাসের প্রথম দিন পুরোপুরি উপভোগ করা গেছে।

আমি আর সনিয়া পরের দিন সকালে স্নানের পোষাক পরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের কাঁধে তোয়ালে। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। প্রত্যূষ হওয়া সত্ত্বেও দেখলাম রোদ উঠেছে, হাওয়ায় বেশ উষ্ণতার আমেজ।

স্নান করে নতুন শক্তি পেয়ে ক্যাম্পে ফিরে চললাম। প্রথম বাড়ীর দেয়ালে দেখলাম নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি টাঙানো আছে :

সময়ের তালিকা

৭.০০	এ, এম্	ঘুম থেকে ওঠা ও সাংগ্রামিক শিক্ষা
৭.১৫	”	মুখ ধোয়া ও বিছানা তৈরী করা
৭.৪৫	”	কসরৎ
৮.০০	”	প্রাতরাশ

৮.০০ থেকে ১১.০০		অবসর সময়
১১.০০ থেকে ১২.০০		রৌদ্রস্নান ও সাঁতার কাটা
১.০০	পি এম্‌	দুপুরের আহার
১ ৩০ থেকে ৩.০০		বিশ্রাম
৪.০০	পি এম্‌	চা-পান
৪.৩০ থেকে ৬.৪৫		অবসর সময়
৬.৪৫	পি এম্‌	রাতের আহারের জন্যে প্রস্তুতি
৭.০০	,,	রাতের আহার
৮.৩০	,,	অল্পবয়স্কদের ঘুমোনোর সময়
৯.১৫	,,	সামরিক কায়দায় সারবদ্ধ হওয়া
৯.৩০	,,	ঘুমোনোর সময়
১০.০০	,,	শেষ বিউগল

গতকালের মতনই সকাল গড়িয়ে চললো—সাংগ্রামিক শিক্ষা, কসরৎ, প্রাতর্ভোজন ইত্যাদি। তারপর অবসর সময়। আমি সমস্ত ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে দেখলাম ছেলেমেয়েরা তাদের অবসর কি ভাবে কাটায়? মাঠের এক কোণে একটা লম্বা টেবিলের চার পাশে দেখলাম একদল বয়স্থ ছেলে একত্রিত হয়ে উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করছে। দু'জন ছেলেকে দেখা গেল বসে বসে বেলুন তৈরী করছে। পরে সেই বেলুন তারা নীচের দিকে একটু আগুন ধরিয়ে এবং ভেতরকার হাওয়াকে গরম করে নিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিল। মাঠের আর এক অংশে একদল ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে ফুলের গাছ লাগাবার জন্যে কেয়ারি তৈরী করছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম যে তাদের সমস্ত ইউনিটটাই ক্যাম্পের চার পাশে ফুল গাছ লাগাতে ব্যস্ত আছে। জমিতে পোতবার জন্যে বিচি এবং

চারা সমস্তই প্রস্তুত। তারা আমাকে কতকগুলো কেয়ারি দেখালো যাতে তারা আগেই ফুলের চারা লাগিয়েছিল। সেগুলিতে এরিমধ্যে ফুল ফুটেছে। মনে হ'ল গাছগুলি যেন গোড়া থেকেই এখানে আছে।

জিমি মাছ ধরার ছিপ নিয়ে কি যেন করছে! তাকে সাহায্য করছে দু'জন ছোট ছেলে। পরে জানতে পারলাম জিমি ছোট ছেলেমেয়েদেরকে খুব ভালোবাসে এবং সেকারণে তাদের জন্যে সে অনেক জিনিস তৈরী করে দেয়। এর ফলে আমি তার চরিত্রের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। জিমি বললো নদীতে খুব মাছ আছে এবং সে সন্ধ্যে-বেলা চতুর্থ শ্রেণীর দু'জনকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। তারা এ সম্বন্ধে খুব উৎসাহী। সে বললো—আমি সারা দিন মাছ ধরবো। আমি তার কথা শুনে আশ্চর্য হ'লাম কারণ স্কুলে তাকে খুব অস্থির বলে মনে হয়। সে যে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে কোনো কাজ কর্তে পারে তা আমার চিন্তারও বাইরে।

ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ছেলেমেয়েরা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কেউ গাছ তলায় বসে বই পড়ছে; কেউ ঘাসের ওপর বসে গল্প করছে বা ছবি আঁকছে; আবার অনেকে দলবদ্ধ হয়ে বাগান করছে, উড়ো-জাহাজের মডেল করছে, ক্রীড়া-শিক্ষকের কাছে খেলাধূলো শিখছে কিংবা ক্যাম্প পরিস্কার করছে।

এগারোটার সময় সবাই স্নানের পোষাক পরে নদীর ধারে রৌদ্রস্নানের জন্যে প্রস্তুত হ'ল। তাদের সংগে সংগে চললেন ক্যাম্পের ডাক্তার। মেয়েরা বসলো একদিকে এবং তার থেকে কিছুটা দূরে আর একদিকে বসলো ছেলেরা। ডাক্তার দু' দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন—'তোমরা সকলে পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ো।' ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। 'এবার বাঁ দিক ফিরে শোও',

'বুকের ওপর ভর দিয়ে পড়ে থাকো।' এবং অবশেষে 'ডান দিকে ফিরে শোও।' তাদের রৌদ্রস্নান হয়ে যাবার পর তিনি আদেশ দিলেন—'এবার সবাই জলে নামো।' জলে নামার সময়ে কী সে জলের শব্দ আর হাসির হল্লা! ছেলেমেয়েদের মতন আমিও নিজেকে পুরোপুরি উপভোগ করলাম। বড় ছেলেরা দেখলাম নদীতে গিয়ে সারবেঁধে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা বেশীদূর চলে যেতে না পারে। ছোটদের স্নান হয়ে যাবার পর তারা ডাইভিং বোর্ডের ওপরে গিয়ে ডুব দেয়া অভ্যাস কর্তে লাগলো।

এর পর প্রচুর খিদে পেলো। খাবারের টেবিলে বসে কয়েক প্লেট স্যুপ, প্রচুর মাংস, আলু, সালাড এবং এক প্লেট মিষ্টি মোরাব্বা খেয়ে খিদে নিবৃত্ত হ'ল।

সাধারণ নিয়ম হিসেবে সকালের খাবারের পর দুপুর তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার কথা। আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রথম কয়েকদিন নার্স বা ডাক্তাদেরকে ছেলেমেয়েদের ওপর পাহারা দিতে হবে কারণ তারা কেউই ঘুমোতে বা বিশ্রাম নিতে চায় না। কিন্তু আমি আসার পর দেখলাম তারা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং সবাই দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

চা খাবার পর আমি বনে জাম পাড়তে যেতে রাজী হ'লাম। প্রায় পঁচিশজন ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল—প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাপ। তারা বললো—এতে আমরা জাম রাখবো।

ভোভা বললো—আমি দু'টো কাপ কিনেছি। আপনি একটা নিন।

বনের মধ্যে যেখানে প্রচুর জাম ফলেছে—সেখানে পৌছতে দশ মিনিট সময় লাগলো। ভিক্টরকে দেখলাম, সংগে বিউগল নিয়ে এসেছে। সে বললো—তোমরা বিউগল শোনামাত্র আমার কাছে ফিরে

আসবে। আর একটা কথা তোমরা পরস্পরে কে কোথায় আছো তার খোঁজ রাখবে যাতে হারিয়ে না যাও।

আমায় দিকে চেয়ে ভিক্টর বললো—আমি আপনার সংগে যাবো। কখন বিউগল বাজাবো সেটা আপনি নির্দেশ দেবেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম সকলে জাম পাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে নানান্ রকমের ফল, সবার নামও আমি জানি না। বনটা রাস্পবেরি বেতগাছের ভীড়ে ছেয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের পরস্পরের ডাক শুনলাম গাছপালার মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম জাম পাড়ার সময় কাপের প্রয়োজনীয়তা কতখানি! যেমনি কাপ ফলে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে তেমনি তার মালিক গাছ তলায় বসে সেগুলো শেষ করছে। খাওয়া হয়ে গেলেই সে আবার ফল সংগ্রহ করছে।

বন দেখে সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। পাইনের ঘন জংগল বার্চ গাছের রূপোলি পরিবেশকে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য দান করেছে। সবুজ লতাগুল্ম ও ঘাসের মাঠে গাছের ডালপালা ভেদ করে সোনালি রোদ এসে উপচে পড়ছে। চারদিকে ছেলেমেয়েদের কলকাকলির ধ্বনি প্রতিধ্বনি। একে গ্রীষ্মের দিন, তার ওপর ছেলেমেয়েদের আনন্দোৎসব। গ্রীষ্মকালে যে কোনো সহর দেখলেই বোঝা যায় যে খুব অল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েই সেখানে থাকে। সোভিয়েট দেশে—ছেলেমেয়েদের মংগলসাধন করা হ'ল একটা বড় রকমের রাষ্ট্রনীতি—কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠি বিশেষের কল্যাণ নয়—সমস্ত শিশুসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ।

এই ভাবে দিনের পর দিন ক্যাম্পে জীবন কেটে চললো। বনে বেড়াতে যাওয়া, সাঁতার কাটা, নদীর ঘাটে খেলা করা এবং দলবেঁধে কাজ করা। আমাদের মধ্যে কারো গুরুতর রকমের অসুখবিসুখ হয় নি দু'একটা সামান্য ঠাণ্ডা লাগার কেস বাদে। ডাক্তার ক্যাম্পের স্বাস্থ্যের

ওপরে খুব কড়া নজর রাখতেন। দুর্বলস্বাস্থ্য ছেলেমেয়েদেরকে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে দেয়া হ'ত না। দুর্বলহৃদয় শিশুদেরকে রোদে ঘুরতে দেয়া হ'ত না। সমস্ত জায়গা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হ'ত। প্রত্যেকের খুব খিদে হ'ত এবং তার জন্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত ও প্রচুর। দু' একজন বয়স্থ ছেলে সাহায্যমূলক কাজকর্ম করার দরুণ রীতিমত খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সন্ধ্যেবেলা সকলে একসংগে জড়ো হয়ে সারা দিনের কাজের আলোচনা করতো এবং পরের দিনের জন্যে পরিকল্পনা স্থির করতো। কোনো নিয়ম ভংগ হ'লে এখানে তা প্রকাশ করা হ'ত। কেউই তার নাম সকলের সামনে নিয়মভংগকারী হিসেবে প্রচারিত হোক তা চাইত না। সেই কারণে কারো নাম একবার প্রকাশিত হ'লেই কোনো রকম শারীরিক পীড়নের চেয়ে তা বেশী কার্যকরী হ'ত।

আমাদের ক্যাম্প জেলার 'লাল নিশান' প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আমরা গ্রীষ্মের মধ্যেই কমিশনের অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রুপ নেতারা প্রত্যেক পায়োনিয়রকে তার খেলাধূলো ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাজ নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। তারা স্থির করলো যে ক্যাম্পে বসে ছেলে-মেয়েরা যে সব মডেল তৈরী করছে তার একটা প্রদর্শনী করা হবে, যেমন—হাতে তৈরী ফুল, ঝিনুক, গাছের পাতা, উদ্ভিদ ও জন্তু জানোয়ারের সম্বন্ধে ডাইরি এবং প্রত্যেক চক্র ও গ্রুপের কাজকর্মের আলোকচিত্র। এই সব ছবি তরুণ আলোকচিত্র-শিল্পীদের তোলা।

কমিশন একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল। প্রত্যেক জিনিস পরীক্ষিত হয়ে যাবার পর আমরা গভীর উত্তেজনার সংগে রিপোর্ট শোনবার জন্যে অপেক্ষা কর্তে লাগলাম।

কমিশনের সভাপতি বললেন—তোমাদের ক্যাম্প সত্যিই খুব ভালো

এবং আমি আশা করি যে তোমাদের লাল নিশান পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে তোমাদের জেলার বহু ভালো ক্যাম্পও আমরা দেখেছি এবং সে জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ বড় রকমের হবে। এ পর্যন্ত যা স্বাস্থ্য বিবরণী দেখেছি তার মধ্যে তোমাদেরটাই সব চেয়ে ভালো। এটা তোমাদের পক্ষে একটা বড় রকমের জিত।

সভাপতির বলা শেষ হয়ে যাবার পর একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি ইউনিটের একজন সদস্যা এবং প্রাণিতত্ত্বের উৎসাহী ছাত্রী। সে বললো—কমরেডস্, আমরা নিশ্চয়ই লাল নিশান পাবো। আমাদেরকে আরও একটু উন্নত হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকে যদি এতে রাজী থাকে—তাহ'লে আমরা এ কাজ পারবো এবং করবো। মেয়েটির মুখ দেখলাম উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে সবাই এক সংগে বলে উঠলো—আমরা নিশ্চয়ই লাল নিশান পাবো।

শেষে তারা লাল নিশান লাভ করলো। শরৎকালীন মেয়াদ স্বরু হবার আগে মস্কোয় পায়োনিয়ার্সদের একটা বড় সভায় তাদেরকে লাল নিশান দেয়া হ'ল। নতুন বছর স্বরু হবার আগে পর্যন্ত নিশান লাগানো রইলো স্কুলের হলঘরে। নতুন বছরে সেটা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার জন্যে জেলাকে ফেরৎ দেয়া হ'ল।

সোভিয়েটের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা সমষ্টিগত জীবনযাপন কর্তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা একসংগে ক্যাম্পে থাকতে এত ভালোবাসে যে শৃংখলা ভংগ করে তারা বাধা স্বষ্টি করে না। দু'একজন অবিশ্যি শৃংখলার সংগে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে উঠতে না পেরে ক্যাম্পের কর্মীদের পথে অস্থবিধে স্বষ্টি করেছিল।

যদিও জিমি স্কুলে সাধারণ পড়াশোনা করা আরম্ভ করেছিল কিন্তু

এখানে তাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক বলে মনে হ'ল। মাছ ধরার প্রতি তার ভয়ানক অনুরাগ। সেও নিজে স্বীকার করেছে যে সারাদিন সে মাছ ধরতে ভালোবাসে। যখন তার বিশ্রাম নেয়ার সময় বা ক্যাম্পে তার কাজ করার পালা তখনই তার মাছ ধরতে যাবার জেদ। জিমির সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে ক্যাম্প কাউন্সিলের একটা সভা ডাকা হ'ল। তার ইউনিট নেতা বললো যে জিমিকে সে আয়ত্তে রাখতে পারছে না—সে ইউনিটের সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করছে। জিমির নিজেকে আত্মরক্ষা করার কিছুই নেই। সুতরাং তাকে সতর্ক করে দেয়া হ'ল যে দ্বিতীয়বার যদি সে নিয়মভংগ করে তাহ'লে তার পায়োনিয়র টাই কেড়ে নেয়া হবে। আমিও সভায় উপস্থিত ছিলাম। গত বছরের শেষ ছ'মাস পর্যন্ত আমি তার সংগে একযোগে কাজ করাতে তার প্রতি আমার একটা আগ্রহ জন্মেছিল। সেজন্যে আমি তাকে সাধ্যমত সাহায্য কর্তে প্রস্তুত ছিলাম। ছোটদের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। ভাবলাম দেখি এই সদগুণের সাহায্যে যদি তাকে ভালোর দিকে প্রভাবান্বিত করা যায়।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময় আমি জিমিকে বললাম যে একদল ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বনে জাম পাড়তে যাবো। সে যদি আমার সংগে এসে আমাকে সাহায্য করে তো ভালো হয়।

জিমি বললো—নিশ্চয়ই, আমি যাবো। আমি জানি কোন্ কোন্ গাছে ভালো জাম হয়।

তাকে খুব ভালো সংগী বলে আমার মনে হ'ল। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরার সময়ে দেখলাম তার পকেট ও কাপ ফলে উপচে পড়ছে। সে নিজে একটাও না খেয়ে সমস্ত ছোটদেরকে বিলিয়ে দিলো। কয়েকটা ভালো ফল দেখে এগিয়ে দিলো আমার কাছে।

—চলতে চলতে আমার খেতে ভালো লাগে। জিমি বললো। ছোটদের প্রতি তার আচরণ হ'ল বড় ভাইয়ের মতন। —আপনি ছোটদের নিয়ে বেড়াতে যাবার আগে আমাকে একবার বলবেন। আমি আপনাকে এসে সাহায্য করবো।

—কিন্তু আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই তোমার টাই হারাবে না, কি বল জিমি? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—না, না, ও বিষয়ে চিন্তা করবেন না। বিশ্রামের সময়ে আমি আর কোনো দিন মাছ ধরতে যাবো না। জিমি দাঁত বের করে দুষ্টুমীর হাসি হাসলো। মনে হ'ল সে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে।

—তুমি কি সত্যিই তোমার লাল টাইকে মূল্য দাও? আমি জিগ্যেস করলাম।—তুমি কি নিজে ইচ্ছে করে পায়োনিয়রের সভ্য হয়েছো না অন্য ছেলেরা তার সভ্য আছে বলে তাতে যোগ দিয়েছো?

—নিশ্চয়ই, আমি পায়োনিয়রের সভ্য হতে চাই বৈকী? পায়োনিয়র সঙ্ঘ খুব ভালো। কিন্তু আমি মাছ ধরতে ভালোবাসি। আসছে বছর আমি ক্যাম্পে না গিয়ে মাসীর বাড়ী যাবো। মস্কো থেকে বেশ কিছু দূরে একটা গ্রামে তিনি থাকেন। সেখানে আমি সারাদিন মাছ ধরবো।

কিন্তু জিমি প্রলোভন সামলাতে পারলো না। যদিও তাকে অবসর সময়ে মাছ ধরার জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং দশ দিনে একদিন তার ইউনিটকে ক্যাম্পের কাজের ভার নিতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ইউনিটের ছেলেরা যখন কাজে ব্যস্ত তখন সে তাদেরকে তার সংগে মাছ ধরতে নিয়ে যায়। অন্য কমরেডরা শৃংখলা ভংগ করার ফলে ক্যাম্প-কাউন্সিল ব্যাপারটাকে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গ্রহণ করলো।

সন্ধ্যেবেলা সবাই যখন একত্রিত হ'ল তখন জিমির কাছ থেকে তার পায়োনিয়র টাই নিয়ে নেয়া হ'ল। তার নিজের জায়গায় ফিরে যাবার সময় দেখলাম জিমির চোখে জল! তার ট্রুপ নেতা টাই ফেরং নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রসংগে বললো যে জিমি ইচ্ছে করলে নিজের টাই ফেরং পেতে পারে যদি সে তার ইউনিটের কর্তব্য পালন করে এবং ভালো কমরেডের মতন ব্যবহার করে। কথা শুনে জিমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখে প্রফুল্লতা দেখা গেল। তার পাশের প্রতিবেশী বললো —জিমি, তোমার টাই ফেরং পাওয়া উচিত।

—নিশ্চয়, আমি পাবোই। জিমি উত্তর দিলো।

জিমির সামাজিক দৃষ্টিভংগি উন্নত হ'ল সন্দেহ নেই কিন্তু তার কাজ সম্বন্ধে আনুগত্য তেমন বাড়লো না। এবং সেজন্যে ক্যাম্পের শেষে দেখে গেল যে জিমি টাই ফেরং পেলো না। স্কুলে গিয়ে যখন সে তার পড়াশোনা ও ব্যবহারের সত্যিকার উন্নতি দেখাতে পারলো তখনই তাকে টাই ফেরৎ দেয়া হ'ল।

এলিজাবেথের বয়স বছর চোদ্দ। বাড়ীতেই তার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়। ক্যাম্পে সে নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসে নি। তার বন্ধুরা আসছে সুতরাং সেও এসেছে তাদের সংগে। দুপুরে বিশ্রাম নেয়া এবং রাত দশটায় শুতে যাওয়া তার ভালো লাগে না। ছবি আঁকায় ও রং দেয়ায় তার হাত আছে। অবসর সময়ে সে সমস্তক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকে। কাজের সময়ে ইউনিটকে সাহায্য করে না। সেজন্যে পায়োনিয়র তার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যাম্প সভায় তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ক্যাম্পজীবনের প্রতি ও পায়োনিয়র সঙ্ঘের প্রতি তার কোনো আনুগত্য না থাকায় সবাই একমত হ'ল যে তাকে সঙ্ঘ থেকে বের করে দেয়া হোক।

রাগে ফেটে পড়লো এলিজাবেথ। বললো—তোমরা এ কথা বলছো কেন? পায়োনিয়র সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমি তোমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদের মতনই একজন ভালো পায়োনিয়র।

হেলেন তার ইউনিটের পরিচালিকা এবং ষষ্ঠম শ্রেণীর ছাত্রী। সে বললো—যেদিন আমাদের ইউনিট ক্যাম্পের কাজকর্ম করে সেদিন তোমাকে পাওয়া যায় না কেন? এমন কথা নয় যে আমাদেরকে বাসন ধুতে, রান্না করতে বা কাপড় কাচতে বলা হয়। আমাদের কাজ হ'ল মেঝে পরিচ্ছন্ন রাখা, গ্রন্থাগারের বই দেয়া, খাওয়ার পর টেবিল পরিস্কার করা, এই রকম টুকিটাকি কাজ। আমাদের ক্যাম্পের শৃংখলা নিয়ে তামাসা করবার তোমার কোনো অধিকার নেই। কেন তুমি আমাদের ক্যাম্পের কাজকর্মে যোগ দাও না?

—নিশ্চয়ই, তুমি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারো কিন্তু আমাদের দেয়ালপত্রিকায় ছবি দিয়ে বা কোনো লেখাকে চিত্রিত করে তুমি কখনও সাহায্য করো না। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি কিন্তু সে কথা তুমি কাণেই দাও নি। দেয়ালপত্রিকার সম্পাদক যোগ দিলো।

চুপ করে রইলো এলিজাবেথ। তার চোখে মুখে রাগের চিহ্ন। আমি আশ্চর্য হ'লাম কী করে সে পায়োনিয়রের সদস্যা হ'ল? ক্যাম্পের নেতা সমস্ত প্রশ্নটাকে সংক্ষিপ্ত করে এলিজাবেথের কথার উত্তর দিলেন—মনে হচ্ছে সম্মিলিত ভাবে জীবনযাপন করা সম্বন্ধে এলিজাবেথ অত্যন্ত ভুল মনোভাব পোষণ করে। তার ব্যবহারও একজন পায়োনিয়রের অনুপযুক্ত। এটা অবিশ্যি আনন্দের কথা যে সে ভালো আঁকতে পারে এবং আগামী ক্যাম্প-প্রদর্শনীতে তার ছবিগুলো প্রদর্শিত হবে। কিন্তু এলিজাবেথের বোঝা উচিত যে মানুষ যে প্রকাণ্ড জন-সমাজের মধ্যে

বাস করেছে তার প্রতি তার একটা কর্তব্য রয়েছে এমন কি সে যত বড়ই শিল্পী হোক না কেন সে এ দায়িত্ব এড়াতে পারে না। আমার মনে হয় তার কাছ থেকে টাই নিয়ে নেয়া উচিত কারণ এলিজাবেথ এখনও পায়োনিয়র হওয়ার অর্থ বোঝে না। পরে সে যদি পায়োনিয়রের সদস্যা হবার ইচ্ছে করে একটা আবেদন পাঠালেই চলবে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হ'ল যে এলিজাবেথকে পায়োনিয়র থেকে বের করে দেয়া হোক। অত্যন্ত দুঃখের সংগে সে তার টাই ফেরৎ দিলো। তখনও সে রাগে ফুলছে। আমার মনে হ'ল সে মনে মনে খুব অপমানিত বোধ করেছে।

এলিজাবেথ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। ভাবলাম সে তার পুরোনো অভ্যাস মতই চলবে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল। তার মর্যাদা আহত হওয়ায় যে দেখতে পেলো যে সে তার বন্ধু-বান্ধবীদের অন্তরংগতা ও প্রশংসা সমস্তই হারিয়েছে। দেয়ালপত্রিকার সম্পাদকের কাছে গিয়ে সে তাকে সাহায্য কর্তে চাইলো। অত্যন্ত সাবধান হয়ে সে তার কাজকর্ম কর্তে লাগলো। বিশ্রামের সময় সে নির্বিবাদে বিছানায় গিয়ে শুলো। পরবর্তী আগুন পোয়ানো উৎসবে এলিজাবেথ 'জিপসী গান' গাইলো। সবাই খুব প্রশংসা করলো তার গানের। যাদুর মতন সে বদলে গেল।

আগস্ট মাসের এক গৌরবময় দিনে ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেল। শেষ বারের মতন সাঁতার দেয়া হ'ল। বনে বেড়াতে যাওয়া হ'ল। শেষ বারের মতন আগুন পোয়ানো উৎসবে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছুটির সমাপ্তি করা হ'ল। নিশান নোয়ানো হ'ল শেষবারের মতন। তারপর সত্যপুরস্কৃত ব্যাজ বালিশের নীচে রেখে যে যার ঘুমোতে গেল। আগামী কালের বাড়ী-ফেরার কথা ভাববাব সময়ও তাদের নেই।

বিশেষ ট্রেনে করে আমরা যখন মস্কোয় গিয়ে পৌছলাম তখন সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। জানলার বাইরে মাথা বাড়িয়ে সকলে চীৎকার করে গান গাইছে। তারপরেই বাপ-মাদের সংগে সাক্ষাৎ—বাড়ী ফিরে যাওয়া এবং ১লা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন মেয়াদের পড়া দ্বিগুণ উদ্দীপনা নিয়ে আরম্ভ করা।

দেয়াল পত্রিকার নমুনা

দেয়ালপত্রিকা সাধারণত শ্রমিকদের বা ছাত্র-ছাত্রীদের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়। এই নিয়মিত প্রকাশের উদ্দেশ্য হ'ল সমালোচনা বা আত্মসমালোচনার সাহায্যে শিক্ষা ও কাজের স্তরকে উন্নত করা। দেয়াল পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ড সচরাচর ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি ঠিক করে দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় তা তাদের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্থির হয়।

এই পত্রিকা হাতে লিখে প্রকাশিত হয়। রচনাগুলো সাধারণত হাতে লিখে বা টাইপ করে একটা বড় কাগজের ওপর এঁটে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয়। চলতি প্রসংগের ওপর ছবি (তা সাময়িক পত্রিকা থেকে বেছে নিয়েই হোক বা হাতে এঁকেই হোক) ও সমষ্টিগত জীবনযাপন সম্বন্ধে নানান্ রকম ব্যাংগ চিত্র পত্রিকাকে সত্যই খুব মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। সংগে সংগে তার শিক্ষামূলক দিকও কম সমৃদ্ধ হয় না। দেয়ালপত্রিকা দালান বা কোনো প্রকাশ্য জায়গায় টাঙিয়ে দেয়া হয় এবং সব সময়ে ছেলেমেয়েরা ভীড় করে পত্রিকা পড়ে। সকলে তাদের নতুন ফলাফল ও কাজের উন্নতি এবং সমালোচনা ও পরামর্শ সম্বন্ধে জানবার জন্যে অত্যন্ত উৎসাহী।

আমাদের স্কুলের দেয়ালপত্রিকাগুলো সেদিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেক শিল্পী ছিল এবং প্রত্যেক ক্লাসেরই একটা করে নিজস্ব পত্রিকা ছিল। এ বাদে 'দি স্কুল প্রাভ্দা' নামে একটা সাধারণ স্কুল দেয়ালপত্রিকা ছিল যাতে স্কুলবিষয়ক নানান্ প্রশ্ন আলোচনা করা হ'ত। এই পত্রিকায় সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং বিভিন্ন মেয়াদের মার্কের একটা তুলনামূলক তালিকা দেয়া থাকতো ও খারাপ ছাত্রছাত্রীদেরকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হ'ত। এই পত্রিকায় সাময়িক প্রসংগের আলোচনারও একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাছাড়া, কবিতা, গল্প, ব্যাংগচিত্র এগুলোর সংখ্যাও নেহাৎ কম থাকতো না।

'দি টিচার্স ভয়েস' স্কুলকর্মীদের ঘরে টাঙানো থাকতো। এই পত্রিকায় দেয়া হ'ত সারা মাসের স্কুলের কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত আভাস। আমাদের কর্মীদের মধ্যেও ভালো শিল্পী ছিল। তারা ব্যাংগ চিত্রের সাহায্যে আমাদের কাজের দুর্বলতার ওপর আঘাত করতো।

আমাদের স্কুলের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দেয়ালপত্রিকা থেকে আমি কিছু কিছু সারাংশ এখানে দিলাম। এ থেকে সোভিয়েটের স্কুলের দৈনন্দিন জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

'অলওয়েজ রেডি'

৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর চতুর্থ ট্রুপের মুখপত্র

৫ই নভেম্বর ১৯৩৭

আমাদের ক্লাস

এই মেয়াদে চতুর্থ শ্রেণী খুব ভালো ফল দেখিয়েছে। আমরা সংকল্প নিয়েছিলাম যে ভালো শৃংখলা ও ফলাফল দেখাবো, আমরা সে সংকল্প রক্ষা করেছি। আমাদের ক্লাসে ববিই একমাত্র ছেলে যে খারাপ মার্ক

পেয়েছে। সে মন দিয়ে পড়াশোনা করে না এবং বাড়ী থেকেও পড়া করে আনে না। সে যদি পায়োনিয়র হতে চায় তাহ'লে তার ভালো মার্ক পাওয়া উচিত।

আমরা আশা করি আগামী কালের সভায় আমরা লাল নিশান পাবো। অন্য ক্লাসের তুলনায় আমরা ভালো ফলাফল দেখিয়েছি।

এম, নিনা (বয়স ১১½ বছর)

ববি

ববি কেন আমাদের ক্লাসের পড়া নষ্ট করে ? ছুটির পর প্রথম ক্লাস সভায় আমরা তার কথা তুলবো এবং তার মাকে ডেকে পাঠাবো। আমি তাকে বাড়ীতে পড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সাহায্য করি কিন্তু সে ভুলে যায়। আমার মনে হয় সে খুব খারাপ ছেলে নয়। তার দোষ হ'ল সে ভয়ানক অলস। সে যাতে ইংরেজী ও রাশিয়ান ভাষায় ভালো মার্ক পায় তা আমরা দেখবো।

জি, ভ্লাডিমির (বয়স ১১ বছর)

গ্রেট অক্টোবর বিপ্লবের বিংশতিতম উৎসব দিবস

আগামী সাত তারিখে আমরা শোভাযাত্রা করে বের হবো। সব জায়গাতেই দেখবো লাল পতাকার ভীড় আর সোল্লাস জয়ধ্বনি। সারা সোভিয়েট ইউনিয়নই এই উৎসব পালন করবে।

আমাদের দেশে প্রত্যেকটি লোকই সুখী কারণ শ্রমিকরাই সব কিছুর মালিক। আমার বাবা একজন স্টাখানোভাইট (যে শ্রমিক স্টাখানোভের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাজের সংগঠন ও উৎপাদনের স্তর বাড়ায় তারাই উক্ত পদ পায়)। তাঁর কাছেই শুনেছি যে বিপ্লবের

আগে তিনি ও তাঁর বাবা কী দারিদ্রের মধ্যেই না দিন কাটিয়েছেন। এখন আমরা নতুন ফ্ল্যাটবাড়ী এবং আর যা দরকার সমস্ত কিছুই পেয়েছি। অক্টোবর বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক।

সি, লিয়ন (তৃতীয় শ্রেণী, বয়স ৯½ বছর)

৭ই নভেম্বর

গত বছর আমি আমেরিকায় ছিলাম। তখন বন-ভোজনে গিয়ে বিপ্লবের বার্ষিক উৎসব পালন করি। কিন্তু এ বছর আমি বাবার কারখানা ও রেড স্কোয়ারের কাছ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাবো। রেড় স্কোয়ারে দেখবো স্লোগান আর লাল নিশানের সমারোহ। বাবা আমাকে কাঁধের ওপর তুলে ধরবেন এবং আমি কমরেড স্টালিন ও কমরেড ভরোশিলভ্‌কে দেখতে পাবো। আমি হাত নাড়িয়ে জয়ধ্বনি করবো। ৭ই নভেম্বর আমাদের আনন্দের দিন।

সিমূর (তৃতীয় শ্রেণী, বয়স ১০ বছর)

সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতা

নীচের ক্লাসগুলির মধ্যে সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল দেয়া গেল।

২য় শ্রেণী—প্রত্যেকে উত্তীর্ণ হয়েছে।
শৃংখলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৩য় শ্রেণী—রাশিয়ান ভাষায় দু'জন ছাত্র অকৃতকার্য (জর্জ ও ভেট্‌লানা)।
ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ভিক্টর)।
তিন দিন বাদে শৃংখলারক্ষা খুব সন্তোষজনক।

৪র্থ শ্রেণী—ইংরেজী ভাষায় একজন অকৃতকার্য (ববি)।
রাশিয়ান " " " (ববি)।
শৃংখলারক্ষা অত্যন্ত সন্তোষজনক।

বিচার-কমিটি দুটো নিশান দেবে স্থির করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণী নিঃসন্দেহে একটা লাল নিশান পাবে এবং ৪র্থ শ্রেণী ভালো ফলাফল দেখাবার জন্যে কঠিন পরিশ্রম করার দরুণ তাকেও আমরা একটা নিশান দেব স্থির করেছি। ববি যাতে পরবর্তী মেয়াদে আরও মন দিয়ে পড়ে সেদিকে নজর দেয়া উচিত।

সাক্ষরকারী : সিমূর (তৃতীয় শ্রেণী)
ইভেলিন (দ্বিতীয় শ্রেণী)
ভ্লাডিমির (চতুর্থ শ্রেণী)
স্কুলের অধ্যক্ষ ও তৃতীয়
শ্রেণীর শিক্ষক।

দি সার্চলাইট

সপ্তম শ্রেণীর মুখপত্র

স্কুল-বছরের শেষে বিদায় জ্ঞাপন

গত চার বছর থেকে আমি ইংগ-মার্কিণ স্কুলে পড়ছি। আমি মনে করি আমার জীবনে এইগুলি হ'ল সেরা বছর। আমি প্রত্যেক বিষয়ে এত শিখতে পেরেছি যে অধ্যক্ষকে এবং স্কুলের শিক্ষকদেরকে কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

আমেরিকায় আমাদেরকে পাঠ্যবিষয় পড়ানো হ'ত কিন্তু সেই পাঠ্য বিষয় পড়ানোর কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হ'ত না। যেমন আমরা অংক শিখেছিলাম এবং ভালোভাবেই হিসেব কর্তে পারতাম কিন্তু এই হিসেবের পেছনকার থিয়োরি সম্বন্ধে কিছু জানতাম না। আমরা জানতাম না—কেন আমরা অংকশাস্ত্র শিখছি।

এখানে আমরা শুধু পাঠ্যবিষয়ের থিয়োরী ও কারণ শিখি তা-ই নয়, আমাদের সমস্ত জীবনটাই অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

শিল্পী-চক্রের সাহায্যে আমি শিল্পী হবার সুযোগ পেয়েছি। যদিও এখন আমি আরও তিন বছরের জন্যে রাশিয়ান স্কুলে পড়তে যাচ্ছি। তবু আমি আমার ছবি আঁকা বজায় রাখবো এবং দশম শ্রেণী থেকে বেরিয়েই আর্ট স্কুলে যোগ দেব।

আমি জানি আমি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকানির্বাহ কর্তে পারবো। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনো বেকার সমস্যা নেই। বাবা এখানে স্থায়ীভাবে থাকবেন জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছি।

মেরি (বয়স ১৬ বছর)

পরামর্শ

প্রথমেই আমি গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষকদেরকে ভালো শিক্ষকতার জন্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমি গণিতে পারদর্শী হবো স্থির করেছি কারণ এতে আমার খুব আগ্রহ।

একটা বিষয়ে আমি সমালোচনা কর্তে চাই এবং সেটা হ'ল কমরেড গ্র্যান্টের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র পড়ানোর পদ্ধতি। তিনি পাঠ্যবিষয়গুলি খুব ভালোভাবেই জানেন কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ওপর তিনি তেমন যত্ন নেন না। প্রায়ই তিনি তাদেরকে মার্ক দেন না এবং অত্যাধিক বাড়ীর পড়া দেন। ক্লাস-সভায় আমরা এ বিষয় নিয়ে অনেক বার আলোচনা করেছি। সুতরাং শিক্ষকেরা আমাদের মতামত ভালো করেই জানেন।

এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। আমরা চাই কমরেড গ্র্যান্ট আমাদের সমালোচনা গ্রহণ করবেন এবং পরের বছরে সেই ভাবে পড়াবেন। কারণ আমরা চাই না পরবর্তী সপ্তম শ্রেণী আমাদের মতন অসুবিধে ভোগ করুক।

পিটার (বয়স ১৫ বছর)

আমাদের ক্লাস

আমরা অনেকেই একই ক্লাসে কয়েক বছর থেকে একসংগে আছি। আমরা হ'লাম খুব সুখী সমষ্টি। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বন্ধু থাকা সত্বেও আমাদের ক্লাস প্রকাণ্ড সামগ্রিক একতার পরিচয় দিয়েছে।

আমার মনে হয় না আমাদের মধ্যে কেউ থিয়েটার, বনভোজন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের কথা ভুলে যাবে। ক্লাস-সভায় প্রবল তর্ক-বিতর্কের কথাও আমরা কেউ ভুলে যাবো না। তারই সাহায্যে আমাদের দোষ কাটিয়ে উঠে আমরা নতুন প্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত হয়েছি।

আমি নিজে আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কমরেড রজার্সকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানাতে চাই। তিনি আমাদের প্রত্যেকের ওপরে বিশেষ আগ্রহ নিয়েছেন এবং সারা বছর আমরা তাঁর চার্জে থাকার ফলে অনেক বাধা বিঘ্ন সহজ ভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কমরেড রজার্স আপনাকে ধন্যবাদ!

ডি, হেলেন (বয়স ১৪ বছর)

দি টিচার্স ভয়েস

সপ্তম সংখ্যা—মার্চ

শেষ মেয়াদে আমাদের কর্তব্য

পরবর্তী মেয়াদই হ'ল টেস্টের পূর্বে শেষ অবসর। আমাদের কাজ এমন ভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে আমরা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের সিলেবাস্ সঠিক ভাবে বুঝোতে পারি। ক্লাসে উপদেশকের উচিত প্রত্যেক ক্লাসে গিয়ে টেস্টের প্রস্তুতির জন্যে ছেলে-মেয়েদের সংগে কথা বলা এবং আগে থেকে তাদেরকে তৈরী হ'তে সাহায্য করা।

শিক্ষকদের উচিত প্রত্যেক পাঠ স্থরু করার আগে দশ মিনিটকাল সারা বছরের সিলেবাসে্র ওপরে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলা। টেস্টের সারাংশও তাদের এখন থেকে টাইপ করতে আরম্ভ করা উচিত তাহ'লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তা বোর্ডে লাগিয়ে দিতে পারবো।

এ সম্বন্ধে স্কুল-কর্মীদের সভায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। এটা শুধু স্মারক হিসেবে দেয়া গেল কারণ এখন থেকে পরবর্তী মেয়াদ সম্বন্ধে চিন্তা করা কিছু অন্যায় হবে না। এর বিস্তৃত পরিকল্পনা আমরা গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে করবো।

ডি, এল।

নারী দিবস

গত ৮ই মার্চ আমি আমাদের "নারী দিবস" এর অনুষ্ঠান অত্যন্ত উপভোগ করেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এইই আমার প্রথম বছর। স্থতরাং এ থেকে আমি অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

আমি যখন আমার ছোট মেয়ের জন্যে উপহার পেলাম তখম সেই নিদর্শন থেকেই বুঝতে পারলাম যে সোভিয়েট রাষ্ট্র বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী-দেরকে সম্মানের সংগে স্বীকার করে। আমাদের কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক বিবাহিতা মেয়ে যখন এই রকম উপহার পেলো তখন এর তাৎপর্যের কথা মনে করে আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা ভোজনের বিরাট আয়োজন ছিল। লম্বা টেবিলের ওপর ভালো ভালো আহার্য ও পানীয়ের সমারোহ! আমাদের ভেতরকার সেরা মেয়েদের নাম করে আমরা সেগুলি খেলাম। কাছাকাছি

কারখানা থেকে সান্ধ্য বেশ পরে অতিথিরা এসেছিলেন। 'বুভুক্ষা-পীড়িত রাশিয়া' সম্বন্ধে নানান্ দেশে যে সমস্ত বানানো গল্প ছড়িয়ে বেড়ায় —এঁদের দেখলে তা মুহূর্তে ভেংগে পড়ে।

সত্যি বলছি, যারা রাশিয়ার মেয়েদের অখণ্ড স্বাধীনতার কথা বিশ্বাস করেন না, 'নারী দিবস' দেখে তাদের সে ভুল ধারণা ভেংগে যেতে বাধ্য। মা হিসেবে সোভিয়েটের মেয়েরা সমস্ত রকম সম্মান পেয়ে থাকে।

এম, কে।

ট্রেড ইউনিয়ন

সম্প্রতি আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে শৈথিল্য দেখা দিলো কেন? আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে প্রত্যেকদিন সকাল এগারোটায় লাঞ্চ খেতে দেয়া হবে এবং বলা হয়েছিল এ ব্যবস্থা করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের সভাপতি এ ব্যাপারে কিছুই করেন নি। অবহিত হোন কমরেড রজার্স!

থিয়েটারের টিকিট কেনা এবং আমাদের মধ্যে তা বিলি করার রীতি সম্বন্ধে আমি সমালোচনা কর্তে চাই। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মীর জানা উচিত যে সভ্যদের রুচি কী রকমের এবং তাদের টিকিট কেনার ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও তাদেরকে থিয়েটার দেখতে যেতে উৎসাহিত করা উচিত। নাটক, সিনেমা বা কনসার্টে যেতে প্রত্যেকেই ভালবাসে তবে সকলের পক্ষে টিকিট কেনার ঝঞ্ঝাট পোয়ানো পোষায় না। কমরেড গোল্ডবার্গ তাদেরই টিকিট কেনেন যারা থিয়েটার দেখতে অত্যন্ত আগ্রহ-শীল। নোটিশ বোর্ডের সাহায্যে তাঁর জানানো উচিত যে বর্তমানে কোন্ কোন্ নাটক ও সিনেমা দেখানো হচ্ছে—তাহ'লে আমরা এক নজরে সমস্ত খবর জানতে পারি। প্রতি মেয়াদে অন্তত একবার করে আমাদের দলবদ্ধ হয়ে নাটক দেখতে যাওয়া উচিত

আপনি কি বলেন—কমরেড সভাপতি ?

জি, সি।

(উপরোক্ত সমালোচনা খুব ন্যায়সংগত এবং তা আনন্দের সংগে গৃহীত হ'ল—পি, আর, ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি।)

নিরক্ষরতা

আমায় বয়স পঞ্চাশ বছরের ওপর এবং সে কারণে আমার আধা-নিরক্ষরতা নিবারণের জন্যে আমি পড়তে বাধ্য নই। তবু আমি ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি গঠিত ক্লাসগুলির একটিও বাদ দিই না। আমি এখন কিছু কিছু লিখতে পারি এবং খবরের কাগজ পড়তে পারি।

মার্চ মাসের আট তারিখে আমি আমার কাজের দরুণ পুরস্কার পাই এবং সেজন্যে আমি গর্বিত। আমাদের শিক্ষা-ক্লাসের ক্রমোন্নতির রিপোর্ট শুনেও আমি বিশেষ গর্ব অনুভব করছি। আমরা সকলেই দেয়ালপত্রিকায় একটা করে লেখা দেবার জন্যে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম।

বিপ্লবের আগে আমার জীবন ছিল অন্ধকারে ঢাকা। আমি ছিলাম অনাহারের মুখোমুখি। এখন আমার ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে। তারা আমাকে বলে—আমরা যতদিন না স্কুলের পড়া শেষ করি ততদিন ধৈর্য ধরো মা, তারপর আর তোমাকে কাজ কর্তে হবে না। তুমি কেবল আরাম করবে। যদিও আমি একজন অপটু কর্মী—ছেলেমেয়েদের কাপড় জামা দেখাশোনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কোনো কাজ হয় না, তবু আমার ছেলেমেয়েরা দক্ষতা অর্জন করবে এবং ভালো মাইনে পাবে।

সুরা (পরিচ্ছদ-ঘরের পরিচারিকা)

সোশিয়ালিস্ট চুক্তি

আমরা দু'জন নিম্নসাক্ষরকারী, নিম্নলিখিত বিষয়ে সোশিয়ালিস্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছি। এই চুক্তি আগামী মেয়াদের শেষে পূর্ণ হবে।

১. শতকরা এক'শো জন ছাত্রকে উত্তীর্ণ করাবো এবং অন্তত পঞ্চাশজনকে 'শ্রেষ্ঠ' মার্ক দেয়াবো। 'চলনসই' মার্ক যাতে সব চেয়ে কম পায় সেদিকে দৃষ্টি দেবো।

২. প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দু'বার মৌখিক প্রশ্ন জিগ্যেস করবো।

৩. নোটবই লেখার সংগে সংগে তা ভালো ভাবে পরীক্ষা করে নেবো।

৪. ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা লক্ষ্য করা মাত্র তাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করাবো।

৫. যত্ন নিয়ে পরিকল্পনা করবো এবং সময় থাকতে সিলেবাস্ শেষ করবো যাতে টেস্টের আগে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়।

সাক্ষরকারী : ডি, এল (গণিত)

এল, জি (পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র)

খারাপ ছেলেমেয়ে

একদিন আমি কমরেড হল্যাণ্ডের সংগে তাঁর ফ্ল্যাটে দেখা কর্তে গেলাম। আমরা পরস্পরে রীতিমত অন্তরংগ হয়ে উঠেছিলাম এবং প্রায়ই অবসর সময়ে দু'জনে একসংগে কাটাতাম। তিনি থাকতেন নতুন বাড়ীর এক ফ্ল্যাটে। তার চারধারে সুদৃশ্য উঠোন। বাড়ীর সামনের দিকে

প্রচুর ঘাস আর ছোট ছোট গাছ। ভবিষ্যতে তারা বড় হয়ে ছায়া সৃষ্টি করবে সে প্রতিশ্রুতি তাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

আমরা দু'জনে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সিড়ি বেয়ে যখন নীচে নামছি তখন এক প্রশস্ত জায়গায় একদল ছেলেমেয়েকে দেখতে পেলাম। তারা সবাই হৈ চৈ করছিল। একটি তেরো বছরের ছেলে দেখলাম মনের আনন্দে সিগ্রেট খাচ্ছে। তাদেরকে থামিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

ছেলেটিকে জিগ্যেস্ করলাম—তুমি সিগ্রেট খাচ্ছো কেন ?

—বাঃ ধূমপান করার চাইতে বড় সুখ আর কী আছে ? ছেলেটি অদ্ভুত মুখভংগি করে বক্রোক্তি করলো।

—কিন্তু আমি যখন নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবো তখন আমেরিকান ছেলেমেয়েদের কাছে তোমার কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।—তারা মনে করে সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা হ'ল সবচেয়ে সেরা। এ দেশে তোমাদের জন্যে এত করা হয় যে তারা আশা করে তোমরা এর মর্যাদা রাখবে। কিন্তু তোমাকে দেখলে লোকের কী ধারণা হয়—বলতো ?

আমেরিকার নাম শুনে ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে ভীড় করে এল।

—আমাদেরকে আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু বলুন। তারা আগ্রহে মুখরিত হয়ে উঠলো। কমরেড হল্যাণ্ড ধূমপানকারী ছেলেটির দিকে দৃষ্টি অপলক রেখে তাদেরকে নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী অট্টালিকার কথা বললেন।

—ও আমরা জানি। ও সব আমরা স্কুলেই পড়ি। ছেলেমেয়েরা বাধা দিলো।—সেখানে ছেলেমেয়েরা কি ভাবে থাকে তাই বলুন ?

আমাদের মতন কি তারা স্কুলে যায়? তাদের কি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প আছে? আমেরিকায় কি পায়োনিয়র আছে?

—তোমরা আমাদের স্কুলে এসো, সেখানে অনেক আমেরিকান ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কাছ থেকেই এ সব খবর পাবে। আমি তোমাদেরকে ঠিকানা দেবো। আচ্ছা এখন বল তো তোমরা তোমাদের বন্ধুটিকে সিগ্রেট খেতে দাও কেন? আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে অনেকেই পায়োনিয়র। তোমরা অবসর সময় কী ভাবে কাটাও? এ বাড়ীতে কি তোমাদের কোনো 'রেড কর্ণার' নেই?

একটি ছেলে বললো—য়ুরা বড় খারাপ ছেলে। অনেক বছর হ'ল তার মা মারা গেছেন এবং তারপর থেকে সে বাবার কথা শোনে না। আমাদের এ বাড়ীতে কোনো 'রেড কর্ণার' নেই যদিও এ সম্বন্ধে হাউস কমিটিকে বলা হয়েছিল। তারা বলেছিলেন তাড়াতাড়িই খুলবেন কিন্তু এ পর্যন্ত খোলা হয় নি।

—আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন। —য়ুরা আমাকে হাউস কমিটিতে নিয়ে যাবে। আমি সেখানে এ বিষয়ে বলবো। এখন 'রেড কর্ণার'এ তোমরা কী কী চাও তাই বল?

—দাবাবড়ে।

—একটা সীবন চক্র।

—একটা নাট্য চক্র।

—খেলাধূলো বিভাগ।

তাদের দ্রুত উত্তর থেকে বোঝা গেল যে তাদের কি দরকার তারা তা ভালো ভাবেই জানে।

কমরেড হল্যাণ্ড বললেন—এখন আমি চলি। কাল সকালে আমি

আর য়ূরা হাউস কমিটিতে যাবো। দেখি কতদূর করা যায়? তুমি রাজী আছো তো য়ূরা।

—নিশ্চয়ই। সে সম্মতি জানালো।

কমরেড হল্যাণ্ড একটা কাগজের ওপর ঠিকানা লিখে একটা ছেলের হাতে দিয়ে বললেন—ইতিমধ্যে যদি তোমরা কেউ ছুটির পর আমাদের স্কুলে যেতে চাও তো এই ঠিকানা রইলো।

যেতে যেতে আমরা বললাম।—আচ্ছা বিদায়। আবার শীগ্‌গীরই দেখা হবে।

সিড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে তাদের বিদায় জ্ঞাপনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনলাম।

পরের দিন সকালে ছুটি থাকায় (সোভিয়েটের কর্মীরা পর পর পাঁচদিন কাজ করে এবং ষষ্ঠম দিন বিশ্রাম নেয়) কমরেড হল্যাণ্ড ও য়ূরা হাউস কমিটির সভাপতির সংগে দেখা কর্তে গেলেন।

—এটা কী রকম কথা যে আমাদের এত বড় নতুন বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের জন্যে কোনো ক্লাবঘর নেই। কমরেড হল্যাণ্ড বললেন।

—ও হ্যাঁ, 'রেড কর্ণার'? ১লা মে'তেই খোলা হবে।

—দু'মাস অপেক্ষা করবার কী দরকার? এখনই খোলা হোক না কেন? আমাদের এই সব তরুণ বন্ধুরা সিগ্রেট খেতে ও গোলযোগ কর্তে শিখছে। আর আপনি ভাবছেন ১লা মের কথা! না 'রেড কর্ণার' কালকেই খোলা হোক। আমি এ সপ্তাহে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা সাহায্য কর্তে প্রস্তুত আছি। য়ুরা ও তার বন্ধুরাও সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে আপনি পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত লোকও সংগ্রহ করে উঠতে পারবেন।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এই সব আয়োজন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোনো আসবাবপত্রের ব্যবস্থা নেই —তাছাড়া ঘরটাকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার কর্তে হবে।

—যাদের কাজ করবার ইচ্ছে থাকে তারা সব কিছু পারে। কমরেড হল্যাণ্ড বাধা দিলেন—১৯১৭ সালে যখন লোকেদেরকে বিপ্লবের আয়োজন কর্তে হয়েছিল তখন তারা এ কথা বলে নি। বড় কাজ কম সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমিই আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করছি।

কমরেড হল্যাণ্ডের দৃঢ়তারই জয় হ'ল এবং তাঁকে ক্লাবের ঘর দেখিয়ে দেয়া হ'ল। ঘরটি খুব বড় না হ'লেও আপাতত চলনসই। ওপর তলায় যেতে যেতে য়ুরা তার সংগীটির দিকে তেরছা ভাবে চেয়ে নিয়ে একটা সিগ্রেট ধরালো। কমরেড হল্যাণ্ড সে বিষয়ে কিছু না বলে যেন কিছু হয় নি সেই ভাবে সাধারণ কথা আরম্ভ করলেন—য়ুরা, আরও দু'জন ছেলে কিংবা মেয়েকে সংগে করে আমার ঘরে এসো। ক্লাবঘর সম্বন্ধে আমরা একটা পরিকল্পনা করবো। আসবাবপত্র, পরদা ইত্যাদির জন্যে সভাপতি আমাকে তিন শো রুবল দিয়েছেন। আমরা কাল দুপুরে বাজার কর্তে বেরুবো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই আমরা এই ক্লাব চালনার জন্যে একটা কমিটি নির্বাচন করবো। এ কাজ আমরা উদ্বোধনের দিনও কর্তে পারি।

আমি যখন কমরেড হল্যাণ্ডের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম য়ুরা তার দুই বন্ধুকে নিয়ে বারাণ্ডা দিয়ে নেমে আসছে। আমরা সকলে বসে একটা ফর্দ তৈরী করলাম—অর্থের প্রথম কিস্তি দিয়ে কী কী কেনা যেতে পারে। স্থির করলাম—একটা লম্বা টেবিল, বারোটা চেয়ার, পরদা, শতরঞ্চের দু'টা সেট, ছোট বিলিয়ার্ড সেট (একে সাধারণত চীনা বিলিয়ার্ড বলা হয়), ডমিনো ইত্যাদি কেনা হবে। আমরা আরও

স্থির করলাম যে হাউস কমিটিকে বলে উঠোনে ভলি-বল কোর্ট, জাল ও বলের ব্যবস্থা করবো।

মেয়েরা সীবন চক্রের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল। আমি সে চক্র দেখাশোনা কর্তে সপ্তাহে একদিন আসবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম। বোরিস বললো—আমাদের কিন্তু দেয়ালপত্রিকা চাই। সকলে যদি একমত হয় তাহ'লে আমরা লেনা ও মার্ককে তার সম্পাদক হ'তে বলতে পারি। তারা খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। তাছাড়া লেনা ভালো লিখতেও পারে। 'রেড কর্ণারের' উদ্বোধনের সময়ে একটা পত্রিকা বের করা যাক। আমার বাবা বলেছেন যে আমাদের প্রস্তুতি হয়ে গেলেই তিনি শতরঞ্চ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করবেন। আমার বড় দিদি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তিনি বলেছেন যে সপ্তাহে একদিন তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমার দিদি ভালো অভিনয়ও কর্তে পারেন। আমাদের নাট্য চক্র গড়বার সময়েও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে।

এই ভাবে বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা সঙ্ঘকে নিজস্ব বলে অনুভব কর্তে পারায় তাতে উৎসাহিত হ'ল। যুরা হ'ল সেই সঙ্ঘের একজন নামজাদা সদস্য। তার কাজ হ'ল টেবিল ক্রীড়া পরিচালনা করা এবং সমস্ত ঘরদোর যাতে শৃংখলাবদ্ধ ভাবে থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ কথা হ'ল যে মেয়াদের শেষে যুরা বাড়ীতে যে রিপোর্ট নিয়ে গেল তাতে দেখা গেল যে আগেকার মেয়াদের চেয়ে সে বেশী মার্ক পেয়েছে এবং ভালোভাবে শৃংখলা রক্ষা করেছে।

একটা খুব সামান্য ব্যাপার! একদল ছেলেমেয়েকে একটা ঘর দেয়া হ'ল এবং তার ফলে সকলের চোখে পড়লো একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন! সিড়িতে গোলযোগ করা, ধূমপান করা ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো

সমস্তই বন্ধ হয়ে গেল। আবহাওয়া ভালো থাকলে অবিশ্যি ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরুতো নইলে সবাইকে রেড কর্ণারে পাওয়া যেত। বাপ-মারা ঘর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখায় ও নানান্ কাজকর্মে সাহায্য করতেন। ঘরের দেয়ালে ছেলেমেয়েদের আঁকা বিভিন্ন রকমের রংচঙে ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। হাউস কমিটিও এই ক্লাবের ওপরে আগ্রহ নিতো এবং মাসে মাসে পরিমিত অর্থ দিয়ে তার চলতি খরচ চালাতে সাহায্য করতো।

য়ুরার সংগে আমাদের এই ঘটনা ঘটে যাবার কিছুকাল পরেই প্রত্যেক বাড়ীতে রেড কর্ণারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করবার জন্যে আইন জারী করা হ'ল। কারণ অবসর সময়ে ছেলেমেয়েদেরকে অপকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এইই হ'ল প্রকৃষ্ট উপায়।

এখানে প্রত্যেক পুলিশ (সোভিয়েট ইউনিয়নে 'পুলিশ'এর বদলে 'মিলিসিয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয় কারণ পূর্বোক্ত শব্দে ধনতান্ত্রিক দেশের শান্তিরক্ষীদের কথাই বোঝায় যাদের অস্তিত্বই হ'ল সেখানকার অত্যাচারী শাসন বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে) থানায় হারানো বা দুরন্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বিশেষ ঘর আছে। যে সব মিলিসিয়াম্যানদের শিশু-মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তারাই এই ঘরের পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার গুরুত্বের দিক থেকে তাদের কাজের মূল্য যথেষ্ট রয়েছে এবং দেশের সমগ্র শিক্ষাজীবনেও তাদের দান কম অসামান্য নয়।

গ্রীষ্ম বা শীতের ছুটির সময়ে বা চলতি মেয়াদের কোনো ছুটির দিনে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা গিয়ে সেখানে সহযোগী হিসেবে কাজ করে। স্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পুলিশ থানায় গিয়ে এই বিভাগের পরিদর্শককে সাহায্য করা নিজেদের সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং পরিদর্শককে সাহায্য করার এতগুলি সহযোগী থাকায় তার কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হয়।

শীতকালীন ছুটির সময়ে আমাদের স্কুলকে দু'দিন পুলিশ থানায় কাজ কর্তে বলা হয়েছিল। আমি আমার কাজের অংশ গ্রহণ কর্তে প্রস্তুত হ'লাম এবং আমার অর্ধেক দিন অত্যন্ত কৌতূহলের মধ্যে অতিবাহিত হ'ল। যে যুবকটিকে শিশু বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেখলাম, তিনি এ বিষয়ে যোগ্য লোক। তিনি ছেলেমেয়েদের সংগে খুব শান্ত ও বন্ধুচিত্ত অথচ দৃঢ় ভাবে কথা বলছিলেন। তাদের বা তাদের বাবা-মা সম্বন্ধে যে তথ্য দরকার তা তিনি তাদেরকে ভয় না দেখিয়ে এবং গলা না চড়িয়েই সংগ্রহ করছিলেন।

আমাকে বলা হ'ল যে আমি যে কোনো ছেলেকে ডেকে তার সংগে কথা বলতে পারি। আমাকে আরও বলা হ'ল যে যতটা সম্ভব ছেলে-মেয়েদের বাড়ীর পরিবেশ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করা উচিত—আর তারা কোন্ স্কুলে পড়ে, স্কুল সম্বন্ধে তাদের মতামত কী ইত্যাদি এবং কী কাজ করার ফলে তারা এখানে আনীত হয়েছে?

ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটা ডেস্ক, একটা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার। এ সব হ'ল আফিসের কাজকর্মের জন্যে। ছেলেমেয়েদেরকে আনন্দ দেবার জন্যে ছোট ছোট টেবিল চেয়ার, টেবিল-ক্রীড়া, এক সেট চীনা বিলিয়ার্ড ও এক দিকে আলমারি ভর্তি মনোজ্ঞ বইয়ের সমারোহ —এ সবের আয়োজনও আছে।

প্রথমে যে ছেলেটিকে আনা হ'ল তার বয়স বছর দশ। তার সংগে একজন তত্ত্বাবধায়ক (এখানে প্রত্যেক বাড়ীতেই একজন করে তত্ত্বাবধায়ক থাকে)। সে বললো সে যখন বাড়ীর সামনে ঝাঁট দিচ্ছিল তখন সে এই ছেলেটিকে ও আরও একজন ছোট ছেলেকে একটা লরির পেছনে ঝুল্যমান অবস্থায় দেখতে পায়। ছোট ছেলেটি পালিয়ে যায় কিন্তু একে সে থানায় ধরে এনেছে কারণ সে তার ও তার বন্ধুর জীবন নিয়ে

তামাসা করছিল। লোকটি রোরুদ্যমান ছেলেটিকে রেখে নিজের কাজে চলে গেল।

পুলিশ কর্মচারী আংগুল দিয়ে ডেস্কের পার্শ্ববর্তী চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে তাকে বন্ধুভাবে বসতে বললেন—কেঁদো না, চুপ করো। আমরা তোমাকে কোনো শাস্তি দিচ্ছি না। আমি এইটুকু আশ্বাস চাই যে এ বিপজ্জনক কাজ তুমি আর কখনও করবে না। তোমার নাম ও ঠিকানা জানাও এবং বল তুমি কেন লরিতে ঝুলছিলে? তোমার সংগে যে ছেলেটি ছিল সে ছেলেটি কে? তুমি স্কুলে যাও না কেন? নিশ্চয়ই তোমার স্কুল ছুটির সময় খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটায়। তোমার স্কুলের নম্বর কী?

কর্মচারীটি অত্যন্ত নরম গলায় কথা বলে ছেলেটিকে শান্ত হবার সুযোগ দিলেন। ছেলেটি তার নাম ও ঠিকানা বলা মাত্র তিনি তাঁর ব্রিগেড থেকে লোক পাঠিয়ে তার মাকে ডেকে পাঠালেন। জানা গেল ছেলেটির সংগে যে সাথী ছিল সে তার ছোট ভাই। ব্রিগেডের অন্য একটি সদস্যা ছেলেটিকে তার মা না আসা অবধি তার সংগে খেলায় যোগ দিতে বললো। মেয়েটির বয়স সতের। চেহারা দেখে খুব আমুদে বলে মনে হয়।

মিনিট কুড়ির মধ্যে তার মা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। ছেলেকে নিরাপদ অবস্থায় দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। পুলিশ কর্মচারী মাকে সমস্ত ঘটনা বললেন এবং ছেলের প্রতি তাঁর যত্ন না নেয়ার দরুণ তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। যদি বাড়ীতে ছেলেকে নিযুক্ত রাখবার মতন কোনো উপায় না থাকে তাহ'লে তাকে স্কুলে পাঠানো উচিত। স্কুলে তার প্রতি যত্ন নেয়া হবে এবং সেও অনেক কিছু কাজ করবার সুবিধে পাবে। তিনি নিজেই টেলিফোন

যোগে সমস্ত কথা স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। তিনি ছেলেটির মার কাছেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টেলিফোন করে জানবেন যে সে কী রকম ব্যবহার করছে।

ছেলেটি ও তার মা চলে যাবার পর পুলিশ কর্মচারী স্কুলের অধ্যক্ষের সংগে টেলিফোনে কথা বললেন—এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে আপনার শিক্ষকেরা ছুটি সুরু হবার আগে ছেলেমেয়েদের কাছে ক্লাব-জীবন সম্বন্ধে প্রচার করে না! আপনি তো জানেনই যে ছুটির সময়ে স্কুলকে ক্লাবে পরিণত করার অর্থই হ'ল যে ছেলেমেয়েরা রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে না ঘুরে বেড়িয়ে কাজে নিযুক্ত থাকবে। কিন্তু এই ছেলেটি লরির পেছনে ঝুলছিল—নিজের জীবন বিপন্ন করে। এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে আমাকে আপনি সবিশেষ জানাবেন।

কয়েক মিনিট পরে আবার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। কোনো এক দোকানের রক্ষী একজন মেয়েকে পকেট মারার সময়ে ধরেছে। এখন তাকে নিয়ে কী করা যাবে? আদেশ দেয়া হ'ল—তাকে এক্ষুণি এখানে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি রক্ষীর সংগে এসে উপস্থিত হ'ল। তার বয়স বছর চোদ্দ। মুখে বলিষ্ঠ স্পর্ধা! সে সমস্ত কথা অস্বীকার করলো এবং রাগ করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। লোক পাঠানো হ'ল তার বাপ-মাকে ডাকতে। দোকানের রক্ষীটি কি ভাবে মেয়েটিকে একজন মহিলার পকেট মারার সময়ে ধরে তা বর্ণনা করলো। হঠাৎ মেয়েটি কথা বলতে আরম্ভ করলো। বললো সে নিজে কখনও চুরি করে নি। তবে তার পাশের বাড়ীর মেয়েটি একজন নিয়মিত চোর। মেয়েটি তার বর্ণনা দিল।

পুলিশ কর্মচারী বললেন—আচ্ছা, এ কী রকম কথা যে তুমি ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে এত খবর রাখো?

—বাঃ, আমি যে তার সংগে মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরোই। মেয়েটি অনিচ্ছাপূর্বক স্বীকারোক্তি করলো।

এই সময়ে তার বাপ ও মা দু'জনেই এলেন। তাঁদেরকে বসতে বলা হ'ল। সমস্ত ঘটনা শোনার পর তার বাবা টেবিলে শব্দ করে বললেন—মেয়েটি ভয়ানক খারাপ এবং এর জন্যে তাকে মারা উচিত। সে জানে কারো গায়ে হাত তোলা আইনবিরুদ্ধ নইলে তাকে এমন মার মারতাম যেমন ভাবে ছোটবেলায় আমাকে মারা হ'ত। গত ত্রিশ বছর থেকে আমি সরলভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং এর আগে পর্যন্ত আমাকে কখনও পুলিশ থানায় যেতে হয় নি।

—মেয়েটি কী ভাবে চুরি কর্তে আরম্ভ করে, এ সম্বন্ধে কী আপনার কোনো ধারণা আছে? কর্মচারী জিগ্যেস করলেন।—সে তার পাশের বাড়ীর মেয়ের কথা বললো। আপনি কী তাকে জানেন?

—হ্যাঁ, সে মেয়েটিও ভয়ানক খারাপ। মারুসাকে আমি বার বার তার সংগে মেলামেশা কর্তে নিষেধ করেছি কিন্তু সে আমার কথা শোনে না। সেও প্রায়ই স্কুলে যায় না এবং আমার মেয়েকেও তাই কর্তে শেখায়। এই কারণে মারুসা পড়ায় ভালো মার্ক পায় না। আমার মনে হয় তাকে দ্বিতীয় বছর পড়তে হবে। ওকে নিয়ে আমি কী করবো? মেয়েটির বাবা ঘাড় নাড়লেন।

—প্রথমত ওকে নিয়মিতভাবে স্কুলে যেতে হবে। আপনারও এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। ওর মা ওর বাড়ীর পড়া তদারক করবেন যাতে ও বাড়ী ফিরে সেগুলি সম্পন্ন করে। সন্ধ্যেবেলা ও বাড়ী থেকে বেরুবে না যদি না ওর বাবা বা মা সংগে যায়। আর মারুসাকে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সে আর কখনও চুরি করবে না। আমিও ওর ওপরে নজর রাখবো। মারুসা প্রতিমাসে আমার সংগে এসে

দেখা করবে। আমিও তার স্কুলে টেলিফোন করে নিয়মিত ভাবে খবর নেব যে সে স্কুলে যাচ্ছে কি না ও পড়ছে কি না। তুমি কী বল, মারুসা ?

—আমি কখনও কোনো জিনিস চুরি করি নি। মারুসা আবার জোর গলায় বললো।

—কিন্তু তুমি কী স্কুলে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, না সংস্কার-কম্যুনে যাবে ?

—না, আমি পড়বো। মেয়েটি জবাব দিল।

তারা সবাই চলে যাবার পর পুলিশ কর্মচারী আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—মেয়েটি যেখানে পড়ে সে স্কুল নিশ্চয়ই ভালো স্কুল নয়। মস্কোতে এ রকমের কতকগুলি স্কুল আছে। এখনও ভালো শিক্ষকের অভাব পূরণ করা যায় নি। তা ধীরে ধীরে যাবে। মারুসার ক্লাস উপদেষ্টার তার নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া দরকার। কালকেই আমি ওর স্কুলে যাবো। এবং তারপর তার বাপ-মা—তারাও এক বড় সমস্যা। তাদেরকেও শিক্ষিত কর্তে হবে। মেয়েটির বাবা খুব ভালো লোক কিন্তু মেয়ের সংগে কি ভাবে ব্যবহার কর্তে হয় তা জানেন না। যাই হোক, আমার মনে হয় মারুসা শুধরে যাবে। আমি তার স্কুলের অন্য বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে জানি—তারা মারুসাকে সাহায্য করবে।

—অবিশ্যি এগুলি খুব সাময়িক সমস্যা। পুলিশ কর্মচারীটি বলে চললেন। হাতের কাছে বিশেষ কোনো কাজ না থাকায় তিনি সিগ্রেট ধরালেন।—যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত কিছু তৈরী কর্তে পারবো ; যখন বাপ-মারা পুরোপুরি শিক্ষিত হবে ; যখন শিশু-পালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল, গ্রন্থাগার, শিশু-রংগালয়, সবুজ মাঠ, খেলা করবার উঠোন, সমস্ত কিছু অপরিমিত ভাবে পাবো, তখন এই

সব সমস্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করুন এবং তার মধ্যে যদি যুদ্ধ না বাধে তাহ'লে আমরা সমস্ত গড়ে তুলবো যা এক দিন ভাববাদীদের কাছে স্বপ্ন বলে পরিচিত ছিল। আমরা শিশুদের জন্যে স্বর্গ গড়ে তুলবো এই সোভিয়েট দেশে।

—আচ্ছা, আপনার কাছে মারাত্মক রকমের কেস বেশী আসে কী? এবং এলে আপনি কী করেন? আমি জিগ্যেস করলাম।

—পাকা চোরের কেস কচিৎই আসে। এইসব ছেলেমেয়েরা অবিশ্যি অবস্থার দোষে চুরি কর্তে শিখেছে। এদের আমরা কমিসেরিয়ট অব হোম এ্যাফেয়ার্স'এর সংস্কার-গৃহে পাঠিয়ে দিই; সেখান থেকে তারা সত্যিকার মানুষ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এ ধরণের কেস ক্রমশ কমে আসছে। মানুষের অবস্থার ক্রমোন্নতি হচ্ছে। বেকার সমস্যা না থাকায় কেউ আর পরের অর্থ চুরি করে নিজের জীবিকানির্বাহ কর্তে উৎসুক নয়। আমাদের কাছে এ রকম সাধারণ সমস্যা আসে যেমন আজ আপনি দেখলেন—কেউ হয়তো লরির পেছনে ঝুলছিল বা ভাড়া না দিয়ে ট্রামে চড়েছিল কিংবা পুলিশের সংগে অভদ্র ব্যবহার করেছিল। এই সব কেসে স্কুল ও বাপ-মায়ের সাহায্যে তাদেরকে সরল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সংশোধন করা হয়।

ন'টার সময়ে আমরা ঘর বন্ধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। পুলিশ কর্মচারিটি অত্যন্ত সরলভাবে সমস্ত বিষয় আমার কাছে উপস্থিত করেছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্র এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করছে যাতে কাউকে চুরি করার দরকার করবে না এবং সম্ভবও হবে না। এই অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করবে। এখনও যেটুকু ত্রুটি আছে এবং ভবিষ্যতে যেটুকু ত্রুটি হবে তা মেনে নিয়েও ইমারতের মজবুত বনেদ চোখে পড়ছে

—এবং সে বনেদ হ'ল সকলের সুযোগের সমতা, সে বনেদ হ'ল সর্ব-হারাদের হাতে সমস্ত কিছুর অখণ্ড অধিকার। এই ভিত্তির ওপর যে কোনো সুস্থ ইমারত রচনা করা যায়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বেকার সমস্যা নেই। এবং শুধু তাইই নয়, যে কোনো কাজের উপযুক্ত কর্মীর অভাব এখানে নিয়মিত লেগে রয়েছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা একটিমাত্র সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে সমস্যা হ'ল বিভিন্ন রকমের কাজের মধ্যে থেকে নিজেদের মনোমত কাজ নির্বাচন করার সমস্যা।

শিক্ষালয়গুলি সোভিয়েট সমাজের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত থাকার ফলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজের দেশের সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনের খবর বিশদ ভাবে জানতে পারে এবং তা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে। শিক্ষালয়ও তাকে তার শৈল্পিক ও সৃষ্টিকারী প্রতিভা স্ফুরণের সমস্ত সুযোগ সুবিধে দিয়ে থাকে। এর ফলে প্রত্যেক তরুণ তরুণী পনের বা ষোলো বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই নিজের লক্ষ্য স্থির কর্তে পারে। ভাবীকালের শিল্পীরা স্কুলের ছুটির পর আর্টস্কুলে যায়, ইঞ্জিনিয়াররা যায় টেকনিক্যাল কেন্দ্রে এবং উত্তরকালের যন্ত্রশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী যারা তাদেরকে বিশেষ স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয় নয়তো স্কুলের পড়ার শেষে নাচগানের ক্লাসে তাদের যোগদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা নিজেদের মন স্থির কর্তে পারে না তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে স্কুল-বছরের মাঝামাঝি বক্তৃতার অয়োজন করা হয়। এই বক্তৃতার ক্লাসে অধ্যাপকেরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সুবিধেগুলি বুঝিয়ে বলেন ; চিকিৎসকেরা বলেন তাদের নিজেদের পেশার কথা (অবিশ্যি খুব রঙীন ছবি এঁকে তাদেরকে ঠকানোর চেষ্টা করা হয় না কারণ চিকিৎসক হতে হ'লে নিজের

কাজের প্রতি তার অনুরাগ ও সাহস দুইই অত্যাবশ্যক); শিক্ষকেরা তাদের পেশার আনন্দ ও সমস্যা—দুইই ভালো ভাবে তাদের সামনে উপস্থিত করেন এবং যারা যন্ত্রবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও শ্রমিক তারাও তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে জীবনের প্রভূত সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা বেছে নিক তাদের নিজেদের মনোমত কাজ।

ছেলেদের ও মেয়েদের দু'পক্ষের কাছেই উড়োজাহাজের চালক বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। ভূতত্ত্ববিদ্যাও কম লোভনীয় নয়। সোভিয়েট দেশের দূরতম প্রদেশ পর্যন্ত মাটির নীচ থেকে লোহা ও মূল্যবান খনিজপদার্থ আবিষ্কার করার মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংএর সাহায্যে অখ্যাত ও অজ্ঞাত প্রান্তে নতুন পথঘাট, রেলপথ ও সেতু তৈরী করা এবং স্থাপত্যের সাহায্যে শিল্পপ্রধান দেশে নতুন সহর ও নগর গড়ে তোলার পেছনেও প্রতিশ্রুতির প্রকাণ্ড বিস্ফার চোখে পড়ে।

এক বা দু'বছর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা ও শিক্ষকতার কাজে উপযুক্ত সংখ্যক তরুণ তরুণীকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয় নি কারণ অন্যান্য কাজে এর চেয়েও বেশী সুবিধে পাওয়া যেত। কিন্তু এই কাজগুলিতে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে এর জনপ্রিয়তা প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। এই সব দেখে মনে হয় যে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েট দেশে অনিপুণ কর্মীর অভাব দেখা দেবে। কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান তারা অনায়াসেই করবে কারণ সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের কাছে যন্ত্র হ'ল মানুষের সেবক। এই যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে মানুষকে যতটা সম্ভব শারীরিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

কয়েক বছরের মধ্যেই দশ বছরের স্কুলশিক্ষা প্রত্যেকের জন্যে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হবে। বর্তমানে ছেলেমেয়েরা আট

বছর বয়স থেকে পনের বছর বয়স অবধি সাতটি ক্লাসে বাধ্যতামূলক শিক্ষা পেয়ে থাকে। সপ্তম শ্রেণীর পড়া শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলে অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে বা কোনো টেক্‌নিকম্ (technicum)এ সাধারণ পাঠ বাদে বিশেষ কোনো কাজে পারদর্শী হতে পারে। টেক্‌নিকম্‌এ থাকা কালে ছাত্রেরা মাসিক বৃত্তি পায় এবং হোস্টেলে থাকার সুবিধে পায়। এই শিক্ষার ফলে সম্পাদক, অনুবাদক ও যন্ত্রবিদ হওয়া সম্ভব হয়। তাছাড়া এর চেয়েও উচ্চ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাও চলতে পারে।

যদি কোনো ছেলে কি মেয়ে সপ্তম শ্রেণীর পর পড়তে ইচ্ছুক না হয় তাহ'লে সে তার মনোমত যে কোনো কাজে যোগ দিতে পারে। তবে যে কোনো কাজেই যোগ দিক না কেন তাকে সেই প্রতিষ্ঠানে এক বছর শিক্ষানবিসী কর্তে হয়। আমাদের একজন ছাত্রী ফিনিস্ ও ইংরেজী ভাষা জানতো—সে মস্কোর এক বড় দোকানে কাজ নিলো। সেই প্রতিষ্ঠানের স্কুলে সে এক বছর শিক্ষা নেয়। দোকানে বহু ভাষাভাষি লোকজন আসার কারণে তার ফিনিস্ ও ইংরেজী ভাষা জানাটা অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

যে কোনো লোক সান্ধ্য স্কুলে এসে যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে বা তার পেশা বদল কর্তে পারে কিংবা নিজের কাজে আরও বেশী পারদর্শিতা লাভ কর্তে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মপ্রতিষ্ঠান গুলি ক্ষমতাবান কর্মীদেরকে নিজেদের খরচায় উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয় এবং তার জন্যে তাদের মাসিক মাইনে বন্ধ করে দেয়া হয় না।

যে সব শিক্ষার্থীরা স্কুলে পুরোপুরি দশ বছর পড়তে চায় এবং দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় বিশেষ করে খেলাধূলো, সংগীত শিল্প ও কলাবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ

মার্ক পায় তাদেরকে বিনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম মার্ক পায় তাদেরকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয় কিন্তু এই পরীক্ষা মোটেই প্রতিযোগিতামূলক নয়। এতে উত্তীর্ণ হবার একটা নির্দিষ্ট মান আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদেরকে মাসিক বৃত্তি দেয়া হয় এবং প্রতি মাসে তা বৃদ্ধি পায়। যারা সহরের বাইরে থেকে আসে তাদের থাকার জন্যে হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের স্কুলে দেখা গেল যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে ইচ্ছুক। বাকী যারা তারা টেক্‌নিকম্ এ যেতে চায়। দেখা গেল অত্যন্ত অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীরাই সপ্তম শ্রেণী ছেড়ে কাজে যোগ দিচ্ছে। তাও তারা যে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে তা নয়। নিজেদের স্থানীয় সান্ধ্য স্কুলে বা সম্মিলিত চক্রে তারা নিজেদের শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার শিক্ষকতা করা কালে প্রায় ত্রিশজন ছেলেমেয়ের একটি দল সপ্তম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। তাদের মধ্যে কুড়িজন অষ্টম শ্রেণীতে চলে যায়। তার পর তারা সকলে দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। একজন স্টালিন অটোমোবাইল প্ল্যাণ্টের ফাক্টরি-স্কুলে চলে যায়। সেখানে দৈনিক চার ঘণ্টা পরিশ্রম করে বাকী সময়টুকু পড়াশোনা করা চলে। একজন মেয়ে গিয়ে যোগ দেয় কোনো এক কাপড়ের কলের ফ্যাক্ট্‌রি-স্কুলে এবং অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে দক্ষতা লাভ করে। অন্য একটি মেয়ে সে খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারতো। সে নক্‌সা আঁকার কাজ নেবে না শরীরচর্চার কাজ নেবে এই নিয়ে সে সমস্যায় পড়লো। কারণ নক্‌সা আঁকার ব্যাপারেও তার দক্ষতা কম ছিল না। শেষকালে

সে পূর্বোক্ত কাজ নেবে স্থির করলো। বাকী সময়টুকু সে সাঁতার কেটে এবং খেলাধূলো করে কাটাবে। একজন আমেরিকান মেয়ে সে রাশিয়ান ভালো করে জানতো না। সে বিদেশী ভাষার টেকনিকমে গিয়ে ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে এল। তার সংগীটি হ'ল একজন ট্র্যান্সলেটর। বাকী ছেলেদের মধ্যে একজন ছিল খুব বুদ্ধিমান। সে বিদেশী ভাষার ইনষ্টিটিউট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল। উনিশ বছর বয়সে সে ইংরেজী শিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করবে। অবশিষ্ট একটি ছেলে ও একটি মেয়ে অভিনয় ও নাচগানের শিল্পী হিসেবে কাজ নিলো।

যারা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ প্রতিষ্ঠানে গেল তাদের মধ্যে একজন নিলো চিকিৎসা-শাস্ত্র, দ্বিতীয় শিক্ষার্থী গেল নৌ-বিদ্যা শিক্ষালয়ে—সেখানে সে কৃষ্ণ সাগরের মালবাহী ষ্টিমারের ক্যাপ্টেন হিসেবে দক্ষতা লাভ করবে। কেউ কেউ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যা নিলো। আবার কয়েকজন গেল রাইটার্স ইনষ্টিটিউটে।

যে কাজের প্রতি তাদের অনুরাগ সেই কাজই তারা পেলো—এইটে হ'ল সব চেয়ে জরুরী কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা শেষ করে যে সব ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসছে তাদের সম্বন্ধে আমাদের এই জরুরী কথা মনে রাখা উচিত। যদি কেউ মনে করে যে সে ভুল কাজ নিয়েছে এবং তা বদল করা দরকার, সে সুযোগও তার পুরোমাত্রায় আছে। সোভিয়েটের তরুণ তরুণীদের কাছে এ নিশ্চয়তার গুরুত্ব কম নয়। এই নিশ্চয়তার পেছনে রয়েছে সেই নীতি যে সোভিয়েট দেশে কখনও বেকার সমস্যা হতে পারে না এবং এ জন্যেই এখানকার পথে ঘাটে প্রত্যেকের মুখে প্রফুল্লতা ও সন্তুষ্টির প্রকাশ চোখে পড়ে। যে কাজে তাদের আগ্রহ সে কাজই তারা করছে। সোভিয়েট নাগরিকের সমস্ত অধিকার তারা

ভোগ করছে পুরোমাত্রায়। নতুন সমাজব্যবস্থা তারা গড়ে চলেছে যার অস্তিত্বই হ'ল সর্বাংগীন মংগলের ভিত্তির ওপর। তারা জানে, যে কোনো অঘটনই ঘটুক না কেন—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মুছে যাবার নয়।

স্কুলে এক বছর কাজ করার পর আমাকে স্কুলের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে নির্বাচিত করা হ'ল। সভ্যদের মতে ট্রেড ইউনিয়ন হ'ল রূপকথার ধর্ম-মা। কমিটির সভাপতি নিজে প্রত্যেকের ভালোমন্দ সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রত্যেকের অসুবিধে প্রতিকার করার ব্যাপারে সচেষ্ট।

ট্রেড ইউনিয়ন

কমিটির সদস্যা হিসেবে আমার কর্তব্য হ'ল সমষ্টির কাজকর্মের প্রতি নজর রাখা অর্থাৎ যাতে সভ্যেরা ভালো কর্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে এবং সামাজিক কর্তব্য পালন করে। আমাকে সোশিয়ালিস্ট চুক্তি ও অংগীকারও (pledge) পরীক্ষা কর্তে হ'ত এবং প্রতি মাসে আমার কাজের একটা বিস্তৃত বিবরণ কমিটির সভায় ও মাঝে মাঝে সাধারণ সভায় পেশ কর্তে হ'ত। কতকগুলি অংগীকার মেলানো খুব কঠিন হওয়ায় তাতে অনেক সময় ব্যয় হ'ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের অংগীকার দেখলেই তা বোঝা যাবে।

"মেয়াদের শেষে আমি নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করবো বলে প্রতিশ্রুত হচ্ছি।

ক. সমস্ত পুয়োর মার্ক দূর করবো।

খ. প্রত্যেক পাঠ সম্বন্ধে পূর্ণ প্রস্তুতি করবো।

গ. দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা প্রকাশ পেলেই তাদেরকে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করাবো।

ঘ. আদর্শ নোটবই রাখবো।

সাক্ষর—"

এই অংগীকার পরীক্ষা কর্তে হ'লে ক্লাসের মার্ক-বই, নোট-বই এবং শিক্ষকদের সাপ্তাহিক প্ল্যান-বই পরীক্ষা করা দরকার। এই জাতীয় অনেকগুলি অংগীকার ও সোশিয়ালিস্ট চুক্তি থাকায় আমাকে এমন উপায় উদ্ভাবন কর্তে হয় যার ফলে আমি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ কর্তে পারি। আমি স্কুল-কর্মীদের ঘরে একটা চার্ট টাঙিয়ে দিলাম। এই চার্টে প্রত্যেকটি কর্মী তার সাপ্তাহিক উন্নতি লিপিবদ্ধ করবে। এই চার্টগুলি দেখলেই জানা যায় যে কারা কারা কি ভাবে উন্নতি করছে এবং তাদের অংগীকার পালন করছে। এর ফলে সবাই নতুন উৎসাহ পেলো কারণ তালিকায় সবার নীচে নিজের নাম দেখতে কেউই রাজী নয়।

এই ধরণের সামাজিক কাজে আমি বিশেষ আগ্রহ পেলাম। এর সাহায্যে সাধারণ স্কুল পরিচালনার ভেতরে দৃষ্টি দেয়া খুব সহজ এবং প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত কাজকর্মের পুংখানুপুংখ খবর রাখা প্রয়োজন। আমাকে যে শুধু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাজ পরীক্ষা কর্তে হয়েছে তা নয়, স্কুল-পরিষ্কারকের ও পরিচারকদের সোশিয়ালিস্ট চুক্তিও আমাকে পরীক্ষা কর্তে হয়েছে। ক্লাসঘর ঝাড় দেয়া হয়ে গেলে পর সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে শৃংখলাবদ্ধ ভাবে আছে কি না তা আমাকে দেখতে হ'ত তাছাড়া উপযুক্ত পরিমাণ খড়ি আছে কি না, দোয়াতে কালি ভরা হয়েছে ও ব্লাকবোর্ড পরিষ্কার করা হয়েছে কি না, ঠিক সময়ে ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে কি না এবং পরিচ্ছদ-ঘরের ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা কর্তে হ'ত।

এমন কি রান্নাঘর ও উনুন আমার পরিদর্শন থেকে বাদ যেত না। শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। মাসিক সভায় স্কুলের ক্রমোন্নতির সমস্ত রিপোর্ট তারা মন দিয়ে শুনতো। আসলে এই সোশিয়ালিস্ট প্রতিযোগিতায় কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায়, যারা ইচ্ছুক একমাত্র তারাই তাতে যোগ দিত।

আমার সদস্যাপদ পাওয়ার কয়েক মাস পরেই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি আমাদের স্কুল ছেড়ে দেন এবং আমাকে তাঁর জায়গায় নির্বাচন করা হয়। এবার রূপকথার ধর্ম-মা হওয়ার পালা হ'ল আমার! এই কাজের পক্ষে আমার অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে আমি সজাগ ছিলাম। কিন্তু আমাকে আশ্বাস দেয়া হ'ল যে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি অভিজ্ঞ হয়ে উঠবো। এবং আসলে তাইই ঘটলো। যাবার আগে পুরোনো সভাপতি আমাকে জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির প্রধান অধ্যক্ষের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যক্ষ বললেন তিনি আমাকে সাধ্যমত সাহায্য করবেন। জেলা কমিটি আমাদের স্কুলের নিকটবর্তী হওয়ায় আশ্বস্ত হ'লাম যে অত্যন্ত সহজে তার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। এর পর আমাকে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কমিটিটি সহরের মাঝামাঝি একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে অবস্থিত। এখানে আমাকে এক ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ করিয়ে দেয়া হ'ল। তাঁর সংগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। পরে তিনি আমাকে তাঁর ইতিহাস বললেন—প্রথমে তিনি একজন অশিক্ষিতা চাষীর মেয়ে ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত হতে পেরেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে ট্রেড ইউনিয়ন কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী নানান শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির একটি করে স্থানীয় শাখা আছে।

যারা এই ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির বেতনভুক্ত কর্মচারী (এ ছাড়াও তারা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ কর্তে পারে) তারাও এর সভ্য। আমাদের স্কুলে আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল-ট্রেড ইউনিয়নে দলভুক্ত ছিলাম এবং তার সংগে সংগে অন্যান্য কর্মীরাও যেমন পরিস্কারক, হিসেব-রক্ষক, শিক্ষক প্রভৃতি সবাই তার সভ্য ছিল এবং স্থানীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অবিশ্যি স্কুলপরিচালনায় যারা আছে তারা ট্রেড ইউনিয়ন আফিসের কর্মচারী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে না।

আমাদের স্কুলটি ছোট হওয়ায় আমাদের কমিটির মধ্যে তিনজন ছিলেন—সভাপতি, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সম্পাদক। সম্পাদক সমষ্টির কাজকর্ম পরীক্ষার কাজেও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এই তিনজন সভ্য কমিটির সম্মিলিত মত অনুসারে অন্যান্য সভ্যদেরকে সঙ্ঘের কিছু কিছু কাজ কর্তে বলতে পারেন। এও এক রকম সামাজিক কাজ। আমি সভানেত্রী থাকা কালে দু'জন সহকর্মী নিয়েছিলাম—একজন রাশিয়ান শিক্ষক। তার কাজ হ'ল সাংস্কৃতিক কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা। এবং একজন পরিস্কারক—তার কাজ হ'ল সোশিয়ালিস্ট চুক্তি ও অংগীকারের ফলাফল বিচার করা।

সাংস্কৃতিক কর্মীর কর্মক্ষেত্র অবিশ্যি অত্যন্ত ব্যাপক। তার প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল—যে যা শিখতে ও জানতে চায় তার ব্যবস্থা ও সুবিধে করে দেয়া। আমাদের নিজেদের কয়েকটি ক্লাস ছিল যেমন ইংরেজ ও আমেরিকান শিক্ষকদের জন্যে রুশ-শিক্ষা ক্লাস ; রাশিয়ান শিক্ষকদের জন্যে ইংরেজী ক্লাস ; সমষ্টির অর্ধশিক্ষিত সভ্যদের জন্যে রাশিয়ান, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের পাঠের ব্যবস্থা ; প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাজের জন্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার আয়োজন এবং এখানকার খেলোয়াড়দের জেলায় যোগদানের জন্যে প্রস্তুতি ও পরীক্ষার ক্লাস। তার দ্বিতীয় জরুরী কাজ হ'ল আমোদ

প্রমোদের ব্যবস্থা করা। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য নাগরিকদের মতন আমাদের সভ্যদেরও নাটক দেখার ব্যাপারে উৎসাহের শেষ ছিল না এবং সে কারণে অত্যাধিক দর্শকদের চাপে টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সুতরাং সাংস্কৃতিক কর্মীর কাজ হ'ল আমাদেরকে টিকিট সংগ্রহ করে দেয়া। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে তার সংগে 'বিশেষ-বুকিং আফিসের' যোগাযোগ থাকতো—ফলে চাহিদা অনুসারে টিকিট পাওয়া অসম্ভব হ'ত না। মাঝে মাঝে দল বেঁধে যাদুঘর, সিনেমা ও রংগালয়ে যাওয়ার সমস্ত আয়োজনের ভারও থাকতো তার ওপরে। 'রোমিও জুলিয়েট', 'ইণ্টারভেন্‌সন,' 'ইন্সপেক্‌টার জেনারাল', 'চেরি অচার্ড'এর মতন নাটক স্কুলের সমস্ত কর্মীরা একসংগে দেখতে যেতাম। তা ছাড়া কেউ ব্যক্তিগত ভাবে বা সবান্ধবে নাটক দেখতে যেতে চাইলে তার টিকিট কেনার ভারও সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর থাকতো।

প্রত্যেকে যাতে দৈনিক সংবাদ-পত্র নিয়মিত পড়ে এবং দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে পারে ও স্কুল গ্রন্থাগার বা সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে পছন্দমত বই পেতে পারে তার প্রতি নজর রাখা হ'ল সাংস্কৃতিক কর্মীর আরেকটি কাজ। সংক্ষেপে কোনো স্কুল-কর্মী যাতে সংস্কৃতিগত উন্নতির সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি সজাগ ও সচেষ্ট থাকাই হ'ল তার কর্তব্য। তার নীচে দু'জন সহকর্মী থাকে যারা তাকে টিকিট কেনা ও বই বিলি করার ব্যাপারে সাহায্য করে। স্কুল-বছরের শেষে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মী সর্বসম্মতিক্রমে 'শক-ওয়ার্কার' বলে প্রশংসিত হ'ল। সে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-সেবী।

ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভ্যেরা নিয়মিত ভাবে মাসে দু'বার করে মিলিত হয়। কেউ আমাদের আলোচনায় যোগদান কর্তে চাইলে আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানাতাম এবং তার কোনো বক্তব্য থাকলে তা

মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। আমরা এই সভায় আয়-ব্যয় (স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে শতকরা একভাগ আয় খরচের জন্যে দেয়া হয়), সাংস্কৃতিক কাজকর্মের খসড়া, ছুটির সময়ে উৎসবের ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ সভ্যকে বৃত্তি দেয়া হবে ও কারা কারা তাদের কাজে পিছিয়ে আছে—এই সব বিষয়ে আলোচনা করতাম। জরুরী বিষয়গুলি ট্রেড ইউনিয়নের মাসিক সভায় সাধারণ আলোচনার জন্যে উত্থাপন করা হ'ত কারণ এই সভায় অধিকাংশ সভ্যই যোগদান করে থাকে।

যে সব সভ্যেরা সামাজিক কাজ কর্তে ইচ্ছুক তাদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন নির্দিষ্ট কাজের ব্যবস্থা করে দেয় এবং দেয়ালপত্রিকা প্রকাশেও সাহায্য করে। সামাজিক কাজকর্ম বলতে অনেক কিছু বোঝায় যেমন—দেয়াল-পত্রিকা সম্পাদনা করা, সম্পাদনা বোর্ডের সভ্য হওয়া, ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা, সংবাদপত্র বিধিবদ্ধ ভাবে রাখা, বুলেটিন বোর্ড পরিচালনা করা, ইংরেজ ও আমেরিকান সভ্যদেরকে রুশ ভাষা ও রুশ ভাষাভাষি-সভ্যদেরকে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া বা যে কোনো বিশেষ কাজ যা সভ্যেরা কর্তে চায়। আমাদের একজন রাশিয়ান শিক্ষক অর্ধশিক্ষিত সভ্যদেরকে শিক্ষা দিতেন ও অন্য আরেকটি শিক্ষক গ্রন্থ-রক্ষক ও ছোটদের গ্রন্থাগার-চক্রকে নতুন বই তালিকাবদ্ধ করা ও পুরোনো বই বাঁধানোর ব্যাপারে সাহায্য করতেন। প্রাথমিক চিকিৎসার বিভাগে ছিলেন একজন নার্স। আমাদের মধ্যে এমন কোনো সভ্য ছিল না যে সামাজিক কাজকর্মের বিরূপ ছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের সভানেত্রী থাকা কালে আমাকে সভ্যদেরকে নানান্ ভাবে সাহায্য কর্তে হয়েছিল যেমন আমাদের কোনো কর্মীর ছেলেকে শিশু-রক্ষণাগারে পাঠানো, ছুটীর সময় শিক্ষকদের ও অন্যান্য কর্মীদের জন্যে

ট্রেড ইউনিয়ন হেড কোয়ার্টার থেকে 'বিশ্রাম-গৃহের' পাশ সংগ্রহ করা; কোনো সভ্যের জন্যে ঘর খোঁজা (মস্কোতে বাড়ী পাওয়া সোজা ব্যাপার নয় !) এবং সাধারণ স্থবিধে অস্থবিধে দেখাশোনা করা ও পরামর্শ দেয়া। ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি সাধারণত মে ও নভেম্বর মাসের ছুটির সময়ে এবং নারী-দিবসে (৮ই মার্চ) বিশেষ ভোজের আয়োজন করে। আমরা নতুন বছরে ও অন্যান্য উৎসবের সময়েও ভোজের আয়োজন করলাম—হয় আমাদের স্কুলে নয় অন্য স্কুলের সংগে একত্রিত হয়ে। সারা বছরে অনেক গুলি ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হ'ল।

আমি নিয়মিত ভাবে জেলা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভায় যেতাম। প্রত্যেক স্থানীয় স্কুল কমিটির সভাপতিরা সেখানে উপস্থিত থেকে নোট মেলাতেন, বক্তৃতা শুনতেন এবং ছুটির সময়কার প্রস্তুতির ব্যাপারে ও ভালো শিক্ষকদেরকে বৃত্তি দেয়া সম্বন্ধে নির্দেশ নিয়ে যেতেন।

জেলা কমিটির সভাপতির সংগে আমার সাধারণ সময়-নিষ্ঠার অভাব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমাদের সভা প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পরে স্থরু হ'ত। আমার পক্ষে এক ঘণ্টা দেরীতে এলেও কোনো স্থবিধে ছিল না কারণ সেদিন এসে হয়তো দেখতাম যে সভা মাত্র আধ ঘণ্টা দেরী করে আরম্ভ হয়েছে! স্থতরাং আমি ঠিক সময়ে আসতাম। ফলে আমার অনেক সময় নষ্ট যেতো। আমি জেদ করলাম যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সময়মত উপস্থিত হবেন। স্কুলে তাঁরা কোনো দিন দেরী করে আসেন না। স্থতরাং প্রমাণ হচ্ছে যে ইচ্ছে করলেই তারা নির্দিষ্ট সময়ে আসতে পারেন। প্রত্যেক সভায় স্থযোগ নিয়ে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিতাম এবং একবার জেলা কমিটির এক সাধারণ সভায় সাহস সঞ্চয় করে আমার ভাঙা রুশীয় ভাষাতেই এ বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। আমার জেদের ফলে কি না জানি না, এর পর

থেকে দেখলাম সভা বড় জোর দশ পনের মিনিট দেরী করে স্থরু হয়। একবার আমি অনিবার্য কারণ বশত সভা স্থরু হওয়ার পাঁচ মিনিট পরে এসে পৌছই। ফলে আমার প্রতি নানান্ রকম বঙ্কুচিত ইংগিত করা হয়—সময়নিষ্ঠার চাঁই নিজেই আসছে দেরী করে!

সময়-নিষ্ঠার অভাবই আমার একমাত্র আপত্তির বিষয় ছিল। তাছাড়া জেলা কমিটির সভার নির্দেশ থেকে আমি আমার স্কুল কমিটি পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। জেলা সভাপতির মন্ত্রণার সময়ের সুযোগ নিয়েও আমি তাঁর সংগে কথা বলেছি। আমি আমার ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনায় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হ'তাম সেগুলি উপস্থিত করতাম তার সামনে এবং তিনি খুব আগ্রহের সংগে তা শুনে আমাকে পরামর্শ দিতেন। কখন কখনও স্থানীয় কমিটির মাসিক সভায় তিনি আসতেন। তিনি ইংরেজী না জানায় তাঁকে সভার কাজকর্মগুলির মর্ম বুঝিয়ে দিতে হ'ত।

শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদেরকে একত্র করা। এরই উদ্যোগে তিন মাস অন্তর কোনো একটা জেলা স্কুলে সাধারণ সভা ডাকা হয় ও জেলার ভালো শিক্ষকদের জন্যে প্রতি মেয়াদে মজলিশের ব্যবস্থা করা হয়—তাতে প্রচুর খাওয়া দাওয়া ও নাচগান হয়। একমাত্র রাশিয়ানরাই এই জাতীয় জমকালো ভোজের পরিকল্পনা কর্তে পারে। কিংবা এক স্কুলের শিক্ষকেরা তাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে (এই কমিটিই সেদিনকার সমস্ত খরচ বহন করে) অন্য এক স্কুলের শিক্ষকদেরকে সান্ধ্য উৎসবে নিমন্ত্রণ করে। এই উৎসবে আদি রাশিয়ান প্রথা অনুযায়ী চায়ের টেবিলের চারপাশে বসে সকলে দলবেঁধে একটার পর একটা লোকসংগীত গায় বা সমবেত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে কেউ একজন নতুন সোভিয়েট সংগীত পরিচালনা করে ও অন্যান্য সকলে তালে তালে সে গানে যোগ দেয়—তাদের বিপ্লবী সংগীতে নবযৌবনের উদাত্ত

প্রাণশক্তি স্পন্দিত হয়ে ওঠে। খাওয়া দাওয়ার পর এ্যাকর্ডিয়নের সংগে নাচ স্বরু হয়। ঘূর্ণায়মান মানুষের পায়ের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সমস্ত ঘর।

গ্রীষ্মকালে ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। মাঝে মাঝে একদিনের জন্যে স্টিমার ঠিক করে ভোরবেলা আমরা সকলে মস্কো নদীতে নৌযাত্রায় বেরিয়ে পড়ি; একসময় নদীর ধারে নেমে স্নান করি, খাওয়া দাওয়া করি এবং বিশ্রাম নিই—আবার জুন মাসের রাত্রে ফিরে আসি বাড়ীতে। কখন কখনও রেলগাড়ি করে মস্কোর কাছাকাছি বনের উদ্দেশ্য বেরোই। কোনো নদী দেখে নেমে পড়ি ও সেখানেই স্নান করে বনভোজন করি—খেলাধূলো করি। শিক্ষকদের ক্লাবে প্রায়ই সান্ধ্য উৎসবের ব্যবস্থা থাকে। সেখানে বক্তৃতা, কনসার্ট, অভিনয় বা নতুন ফিল্ম্‌ বিনা প্রবেশ-মূল্যে দেখানো হয়।

কখন কখনও ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিকে কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের সভ্যের মধ্যে মধ্যস্থতা কর্তে ডাকা হয়। আমাদের স্কুলে এমন দু'একটা ব্যাপার ঘটেছে যে অধ্যক্ষ শিক্ষকের কাছে লিখিত ভাবে কঠোর সমালোচনা পেশ করেছেন। শিক্ষক এই তিরস্কারকে অকারণ মনে করায় তিনি তা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সামনে উপস্থিত করেছেন। এ প্রসংগে ইউনিয়নের কাজ হ'ল অধ্যক্ষ ও শিক্ষক দুজনেরই বক্তব্য শোনা এবং তাঁদের উপস্থিতিতে তা আলোচনা করা। সভার শেষে একটা সুচিন্তিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সভ্যদের ভোট গ্রহণ করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন যদি অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা সত্ত্বেও যদি তিনি তাতে একমত না হন তাহ'লে সমস্ত প্রশ্ন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেলা শিক্ষা ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে উপস্থিত করা হয়। দু'পক্ষের কাছেই উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চরম।

স্থানীয় স্কুলের বা জেলার নির্বাচন সভায় বিদায়ী কমিটির সভাপতিকে গত বছরের কাজকর্মের একটা বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ কতে হয়। এই রিপোর্টে সমস্ত সাফল্য ও অকৃতকার্যতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রিপোর্ট পাঠের পর তা সভ্যদের দ্বারা আলোচিত হয় এবং অকৃতকার্যতাগুলি সমালোচিত হয়ে থাকে। সমস্ত সমালোচনা অবিশ্যি ব্যবহারিক ও গঠনমূলক দিক থেকে করা হয়। নতুন বছরে পুনর্নির্বাচনে আমি গ্রহণীয় হ'লাম না কারণ আমাকে তখন পরিদর্শকের পদে বহাল করা হয় অর্থাৎ আমি কর্তৃপক্ষের দলভুক্ত হয়ে পড়ি।

সভানেত্রী হিসেবে আমি সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নের কাযপরিচালনার ব্যাপারে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এই ইউনিয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল কর্তৃপক্ষের সংগে একযোগে কর্মীদের অবস্থা ও কাজের স্তরকে উন্নত করা।

শিক্ষকদের ছুটি

সোভিয়েটের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গ্রীষ্মকালে দু'মাস মাইনে সহ ছুটি পেয়ে থাকে। এই ছুটি যাতে ভালো ভাবে ব্যয়িত হতে পারে সেজন্যে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বদা তাদেরকে নানান্ ভাবে সাহায্য করে। সোভিয়েটের কর্মীরা ছুটির সময়ে বাড়ীতে বসে থাকাকে সত্যিকার ছুটি বলে গণ্য করে না। তারা বাইরে হাওয়া বদলে যায় হয় স্যানাটোরিয়ায় (সোভিয়েট ইউনিয়নে স্যানাটোরিয়ম কেবলমাত্র টি-বি রোগীদেরই একচেটে নয়—সমস্ত রকম রোগীদের জন্যেই স্যানাটোরিয়ম আছে) কি রেস্ট হোমে কিংবা গ্রামাঞ্চলে কি সমুদ্রতীরে।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি ও আর একটি শিক্ষয়িত্রী একসংগে ছুটি কাটাবো স্থির করলাম। ভাবলাম দক্ষিণ দিকে যাবো—সেখানকার উষ্ণতা ও ককেশাসের সৌন্দর্যের গল্প অনেক শুনেছি। ইচ্ছে ছিল যতটা পারা যায় সোভিয়েটের নানান্ দেশ ঘুরতে চেষ্টা করবো তবে ছুটিটা ভালো ভাবে কাটানোর প্রতিই বিশেষ আগ্রহ।

আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির সংগে এ বিষয়ে আমরা কথা বললাম। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করায় তিনি আমাদেরকে প্রোলিটেরিয়ান ট্যুর্‌স্ সোসাইটির আফিসে গিয়ে সেখানকার কোনো এক বিশেষজ্ঞের সংগে কথা বলতে বললেন। সেখানকার বিশেষজ্ঞদের কাজই হ'ল এ বিষয়ে সাহায্য করা। তিনি টেলিফোন যোগে উক্ত আফিস থেকে মন্ত্রণার সময় জেনে নিলেন। তারপরে আমরা গেলাম।

প্রোলিটেরিয়ান ট্যুর্‌স্ সোসাইটির আফিস প্রাচীরপত্র, মানচিত্র ও ভ্রমণের নানান্ রকম তথ্যপূর্ণ চার্ট দিয়ে সাজানো। স্টিমার যোগে উদীচ্যবৃত্তে বেড়াতে যাওয়া থেকে নিয়ে ককেশাসের ভয়াবহ পর্বতদেশে (ভূমির উচ্চতার কারণে সেখানকার আবহাওয়া ঠাণ্ডা) ভ্রমণের সমস্ত খবরাখবর চার্টে লিপিবদ্ধ করা আছে। একটা বিরাট টেবিলে বই ও কাগজপত্র গোছানো—সেখানে দেখলাম, কয়েকজন বসে বসে নোট নিচ্ছে। একদিকে বিশেষজ্ঞ একদল ছাত্রছাত্রীদের সংগে কথা বলছেন। মনে হ'ল তারা কামা নদীতে নৌ-যাত্রা ও জর্জিয়ান সামরিক রাজপথ দিয়ে পদব্রজে বেড়াতে যাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করছে।

তাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরেতে ঘুরে বেড়ালাম এবং আমাদের পালা আসায় চেয়ারে গিয়ে বসলাম। বললাম, সোভিয়েট ইউনিয়নে এইটাই আমাদের প্রথম ছুটি সুতরাং আমরা যতটা সম্ভব বেশী ভ্রমণ কর্তে চাই।

একখানি মানচিত্র বের করে বিশেষজ্ঞ বললেন—আমি আপনাদের স্টিমার করে ভল্‌গায় বেড়াতে যেতে পরামর্শ দেবো। তারপর আপনারা গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাদে যেতে পারেন—এবং সেখান থেকে ট্রেণ যোগে সোচিতে যতদিন ইচ্ছে আমাদের হোস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। তবে রওনা হওয়ার আগে এখান থেকে দশ দিনের জন্যে একটা পাশ নিয়ে যাবেন। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনারা তার বেশীও থাকতে পারেন। কিংবা আপনারা নিপার নদীতে নৌ-যাত্রায় বেরুতে পারেন—থামবেন গিয়ে ক্রাইমিয়ায়। সে জায়গাটিও খুব সুন্দর।

আমরা ভল্‌গায় বেড়াতে বেরুবো স্থির করলাম। এবং সংগে সংগে দু'টো টিকিট ও সোচির হোস্টেলের জন্যে দুটো পাশ নিলাম। দক্ষিণে বেড়াতে যাচ্ছি—আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম আমরা। সোভিয়েট ইউনিয়নে এটাই আমাদের প্রথম দুঃসাহসিক যাত্রা—আমাদের ভাসাভাসি পরিচিত গণ্ডীর বাইরে।

আমরা জুন মাসের গোড়ার দিকে দুপুরের প্রখর রোদে মস্কোকে বিদায় জানিয়ে রেলগাড়ি যোগে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের গন্তব্যস্থান গোর্কীতে গিয়ে পৌঁছলাম পরের দিন সকালে। সন্ধ্যের আগে স্টিমার ছাড়বে না—সুতরাং লাগেজ আফিসে মালপত্তর জমা দিয়ে সহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

দীর্ঘ আঁকাবাঁকা চড়াই ভেংগে আমরা ভল্‌গার তীরে গিয়ে পৌঁছলাম—এই তীরেই গোর্কী অবস্থিত। এই অংশে নতুন ও পুরোনো দুয়েরই নিবিড় সমন্বয় দেখলাম—প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর যুগের অবস্থার নিখুঁত চিত্র। ইণ্টুরিস্ট হোটেলে গিয়ে আমরা সেখানকার কর্মাধ্যক্ষের সংগে দেখা কর্তে চাইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে গোর্কী সহর দেখবার প্রকৃষ্ট উপায় তাঁর কাছ থেকে জানাটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি

সহৃদয়ভাবে আমাদেরকে আহ্বান জানালেন এবং ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। একজন দোভাষীকে ডাকা হ'ল। সংগে সংগে তৈরী হ'ল আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানের একটা তালিকা এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের ও আনন্দের বিষয় যে কর্মাধ্যক্ষ নিজেই আমাদেরকে কয়েক ঘণ্টা বেড়িয়ে আনবার ভার নিলেন।

আমরা দোভাষী সমভিব্যাহারে মোটরে উঠে বসলাম। গোর্কীর সমস্ত নতুন ও পুরোনো দ্রষ্টব্যস্থানগুলি আমরা দেখলাম। আমাদেরকে নতুন রংগালয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পথের মাঝখানে যেখানে ইচ্ছে গাড়ী গাড়ী দাঁড় করিয়ে দোকানে ঘুরে বেড়ালাম। এবং ফেরার পথে নদীর ধার দিয়ে এলাম। প্রশস্ত ভল্গার উঁচু তীর থেকে ওকা নদীর সংলগ্ন দৃশ্যগুলি অত্যন্ত মনোরম। নৌ-যাত্রায় যাবার জন্যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

হোটেল কর্মাধ্যক্ষের বন্ধুতা ও ভদ্রতা (এই সাহচর্যের জন্যে তিনি এক পয়সা পারিশ্রমিক নিতে প্রস্তুত নন) সত্যিই অতুলনীয়। আমাদের ছুটির আগাগোড়া আমরা এই রকম ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আমরা যেখানে যেতে চেয়েছি এবং যা দেখতে চেয়েছি, আমাদেরকে তার সমস্ত সুযোগই দেয়া হয়েছে।

আমরা সন্ধ্যা ছটায় গিয়ে স্টিমারে উঠলাম। আমাদেরকে যে কেবিনটি দেয়া হ'ল—তা দু'জনের উপযোগী এবং ডেকের ধারে। কেবিনটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও খুব আরামদায়ক। স্টিমার নোঙর তোলার সংগে সংগে জানলার সামনে ভেসে উঠলো নদীর দক্ষিণস্থ তটরেখা—আকাশের নীচে তা যেন তীক্ষ্ণ নক্সা কেটে রেখেছে। বাঁ দিকের ঘাট এত নীচু ও সমতল যে সেখানকার গাছগুলি দেখলে মনে হয় যে তারা জল থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

এর আগে এত চওড়া নদী আমি কখনও দেখি নি। যখন শুনলাম আমরা নদীর মোহানা থেকে তিন হাজার কিলোমিটার দূরে রইছি তখন ভাবলাম না জানি নদী আরও কতদূর বিস্তৃত হয়েছে।

সন্ধ্যের দিকে আমরা ডেকের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের সংগীদেরকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। চারজন যন্ত্র-বাজিয়ের সংগে আমাদের আলাপ হ'ল। তারা বললো তারা লেনিনগ্রাড সংগীত ভবনের সভ্য এবং তারা বাকুতে তাদের অর্কেষ্ট্রা দলের সংগে মিলিত হতে চলেছে। সেখানে এই গ্রীষ্মকালে তারা কনসার্ট শোনাবার কাজে নিযুক্ত থাকবে। এরা জলপথে ভল্‌গা দিয়ে আসট্রাখানে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে তারা জাহাজে করে কাস্‌পিয়ান সমুদ্র পার হবে। সাধারণ সংগীত ও সোভিয়েট সংগীত সম্বন্ধে তাদের সংগে পাঁচদিন জাহাজে থাকাকালীন দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। বিদায় নেবার সময়ে তারা আমাদেরকে লেনিন-গ্রাদ ও তার বিখ্যাত সংগীত ভবনে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

স্টিমারে আরেকটি চমৎকার লোকের সংগে আলাপ হ'ল। এক সময়ে সে সারেঙএর কাজ করতো। ভল্‌গার নাড়ি নক্ষত্র সমস্ত তার জানা। সে সম্বন্ধে সে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ গল্প বললো। সে আগে সারাটভে থাকতো এবং আমরা সেখানে গেলে সে আমাদেরকে সহর দেখাবে বলে সম্মতি জানালো। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের স্টিমার যখন সারাটভে গিয়ে পৌছলো তখন ভোরের আলো ফোটে নি। সুতরাং বাধ্য হয়ে সহর দেখা স্থগিত রাখতে হ'ল।

আমাদের স্টিমারে একটি যাত্রার দলও যাচ্ছিল। তাদের কাজ হ'ল পুতুল-খেলা (puppet-play) দেখানো। স্টিমারযাত্রীদের জন্যে একটা অভিনয় দেখালো। দেখা গেল দর্শকদের ভীড়ে সেলুনে তিল-ধারণের জায়গা পর্যন্ত নেই। যাত্রার দলটিও দক্ষিণে চলেছে। এই

গ্রীষ্মে সেখানকার কোনো এক 'সহর সোভিয়েট' তাদেরকে ছেলে-মেয়েদের বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ায় পুতুল-খেলা দেখাবার জন্যে নিযুক্ত করেছে। আরও নানান্ রকম লোকের সমাবেশে আমাদের সময় উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেক দিনই আমাদের স্টিমার নদীর কয়েকটি ছোট ঘাটে গিয়ে ভিড়তো এবং দশ বা পনের মিনিট থামতো। কাজের মধ্যে চিঠির ব্যাগ নামানো ও স্থানীয় চিঠির ব্যাগ তোলা—এইটুকু। কিন্তু কাজান, কুইবিশেভ ও স্টালিনগ্রাডের মতন সহরে আমাদেরকে কয়েক ঘণ্টা থামতে হ'ত।

ছোট অবতরণ-ঘাটে আমরা নদীর সংলগ্ন স্টল থেকে টাটকা ফল ও জাম কিনতে যেতাম। কিন্তু বড় বড় সহরের বেলায় সেখানে নেমে সহর ঘুরতাম—দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতাম ও দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করতাম।

আমরা দু'টো জিনিস দেখে অবাক বনে গিয়েছিলাম—প্রথম, রাস্তা-ঘাট, দোকান ও লোকেদের পরিচ্ছন্নতা দেখে; দ্বিতীয়—মেয়ে ও পুরুষ প্রত্যেকের কাপড়জামার অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখে। মেয়ে পুরুষ দু'জনেই দেখলাম সাদা কাপড়ে সূচিকাজ করা কামিজ ও সাদা পায়জামা পরতে ভালবাসে।

ছোট ঘাটগুলিতে দেখলাম চাষীরা স্টিমারে উঠছে—তারা যাবে সহরে। আবার অনেকে দেখলাম সহর থেকে গ্রামে আসছে। তাদের কাপড়জামা দেখে খুব উঁচু ধারণা হ'ল না। ভাবলাম—কেন তারা এই ভাবে যাওয়া আসা করছে। আরও আশ্চর্য হ'লাম যখন সহর-ফেরৎ চাষীদের মালপত্রের সংগে দেখলাম তারা সেলাইয়ের কল ও গ্রামোফোন কিনে নিয়ে যাচ্ছে। একজন একটা নতুন বাইসিকেলও কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সহযাত্রী সারেঙটিকে এ কথা বলায়, সে বললো—আপনারা নিশ্চয়ই আশা কর্তে পারেন না যে চাষীরা খুব ভালো কাপড়জামা পরবে ! এখনও আমাদের গ্রামে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় না এবং সেজন্যে চাষীদেরকে সহরে এসে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে হয়। কিন্তু দেখবেন—একদিন এই যৌথ-কৃষিশালার চাষীই রেশম আর ভেল ভেটের মধ্যে বাস করবে ! কিছু সময় যেতে দিন—সহর আর গ্রামের সমস্ত বৈষম্যগুলো চিরদিনের জন্যে মুছে যাবে। চাষবাস ঠিক পথে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক চাষী শীগ্‌গিরই খুব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। ১৯৩৫ সাল থেকে গ্রামগুলি ক্রমশঃ উন্নত ও অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

এই ভাবে কেটে চললো দিনগুলো। স্টিমার থামলে আমরা ওপরের ডেকে গিয়ে হয় রৌদ্রস্নান করতাম, ছায়ায় বসে বই পড়তাম কিংবা নতুন আলাপীদের সংগে গল্প করতাম। চোখের সামনে ভেসে উঠতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিগন্তবিস্তৃত বিস্ফার। রান্নাবান্নাও অত্যন্ত সুস্বাদু হ'ত। রাঁধুনী ভল্‌গার প্রথানুযায়ী নানান্ রকম সামুদ্রিক মাছের তরকারী ও মিস্টি খাবার পরিবেশন করতো। এই রাঁধুনীর সমকক্ষ একমাত্র লেনিনগ্রাড থেকে লণ্ডন ফেরার পথে Sibirএ পেয়েছিলাম।

আমাদের গোর্কী থেকে স্টালিনগ্রাড পৌঁছনোর কথা ভোর পাঁচটায়। চারটের সময় উঠে মালপত্র বেঁধে ডেকে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমাদের গন্তব্যস্থানের মুখে ক্রমশই আমরা এগিয়ে চলেছি। সংগে সংগে এগিয়ে চলেছে ছোট ছোট ঢেউএর সারি। দক্ষিণ দিকের নদীতীর জল থেকে অনেক ওপরে উঠে আছে; তার ধারে দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়। বাঁ দিকের তটরেখা বহু দূরে পড়ে আছে। এতদূরে—যে আমরা নদীতে আছি তা বিশ্বাস হয় না—মনে হয় এটা একটা বিশাল তটহীন হ্রদ।

বাঁ দিক ঘেঁষে যেতে যেতে সহর ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। দৃশ্যমান হয়ে উঠলো দীর্ঘ জেটি। গোর্কী থেকে আমরা প্রায় দু'হাজার কিলো-মিটার পথ এসেছি অর্থাৎ আমাদের ভ্রমণের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। সহযাত্রীদেরকে বিদায় জানিয়ে আমরা জেটি পার হ'লাম এবং দীর্ঘ চড়াই ভেংগে স্টেশনে গিয়ে আমাদের মালপত্র জমা দিলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি ট্র্যাক্‌টর কারখানার দিকে ট্রামগাড়ী চলেছে। তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বসলাম।

কুড়ি মিনিট পরে আমরা কারখানায় গিয়ে পৌছলাম। কারখানা চারদিক থেকে পথঘাট দিয়ে বেষ্টিত। রাস্তায় ছোট ছোট সাদা রঙের বাড়ী। বাড়ীর সামনের বাগানে ফুলগাছ আর সব্জীর প্রাচুর্য। কারখানার আশেপাশেও লন আর ফুলগাছের কেয়ারি। সমস্ত মিলে একটা প্রকাণ্ড সুশৃংখলতার আভাস পাওয়া যায়। নদীর ধারে বেড়িয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের কোয়ার্টার ঘুরে প্রাতর্ভোজনের জন্যে সহরের কেন্দ্রে এসে পৌছলাম। আমরা একটা হোটেলে গেলাম। অতি প্রত্যূষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে প্রচুর আহার্য এনে দেয়া হ'ল—ডিম ভাজা, টোষ্ট, মাখন, মধু ও বড় এক কাপ কফি।

প্রাতরাশের পর আমাদের টিকিট কেটে আমরা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সহর দেখলাম। যতই দেখলাম ততই স্থানীয় পথঘাট, দোকান ও নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতা দেখে আকৃষ্ট হ'লাম। স্টালিনগ্রাড অত্যন্ত মনোরম সহর কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সহর ত্যাগ কর্তে হ'ল।

সোচির ট্রেন ছাড়লো ঠিক সাড়ে এগারোটায়। এবার আরও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমাদের কামরায় কয়েকজন লালফৌজের সৈন্য, একজন বৃদ্ধা ও আটাশ বছর বয়সের একটি মহিলা ভ্রমণ

করছিলেন। শেষোক্ত মহিলাটি ঘন ঘন ধূমপান করছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা অন্তরংগ হয়ে উঠলাম এবং স্বাভাবিক ভাবে আমাদেরকে ইংলণ্ড সম্বন্ধে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হ'ল। বৃদ্ধা কৃষক রমণী আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন কিন্তু এক সময়ে ফেটে পড়লেন।

—কিন্তু, তোমাদের দেশে তো কোনো বিপ্লব হয় নি। হয়েছে কী? এদিকে বিপ্লব আমার অবস্থা কি করেছে দেখো। আমি যৌথ-কৃষিশালায় থাকি। আমার বড় ছেলে হ'ল ট্রাক্‌টর চালক আর আমার মেয়ে হ'ল যে দল গরু চরায় সে দলের পরিচালিকা। আমার দ্বিতীয় ছেলে মস্কোয় কৃষিবিদ্যা শিখছে। আমাদের কৃষিশালাই তাকে সেখানে পাঠিয়েছে। আমার নাতি-নাতনীরাও চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। আমি নিজে অবিশ্যি লিখতে পড়তে জানি না। বয়সও হয়েছে—সুতরাং আর সম্ভবও নয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছু মনে রাখতে পারি না। কিন্তু আমি এইটুকু জানি—করুক দেখি কেউ আমাদের দেশ আক্রমণ—বৃদ্ধা বজ্রমুষ্টি তুললো।—আমরা তাকে উচিত শাস্তি দেব।

—সাবাস্, সাবাস্, দিদিমা। লাফিয়ে উঠলো লালফৌজের সৈন্যেরা।

—*এইই* তো উচিত কথা।

দ্বিতীয় মহিলাটি আরেকটি সিগ্রেট ধরিয়ে আমার দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার ভংগিতে চাইলেন। বললেন—সিগ্রেট না খেয়ে থাকতে পারি না। আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর ছাড়তে পারছি না। সে সময় আমার বাড়ী ঘর ছিল না; রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, যেখানে ইচ্ছে শুয়ে থাকতাম। আমার সংগে একদল ছেলেমেয়ে ছিল। আমাদের কাজ ছিল রেল স্টেশন থেকে মাল চুরি করা। একদিন পুলিশ আমাদেরকে ধরে ফেলে এবং সংস্কার-গৃহে পাঠিয়ে দেয়। সেই থেকে আমি শুধরে গেছি। এখন আমি সমাজবিজ্ঞানের

একজন লেকচারার ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যা। আমাকে গ্রামে পাঠানো হয়। আমি সেখানে গিয়ে পার্টির ইতিহাস ও তার নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রসারের কথা লোকদেরকে বলি। আমি এইমাত্র ভল্‌গার এক স্যানাটোরিয়মে এক মাস কাটিয়ে এলাম।' এখন ফিরে যাচ্ছি কাজে।

মহিলা দুটি নিজেদের গন্তব্যস্থানে নেমে গেলেন। তাদেরকে হারিয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'লাম। তাদের দু'জনের মধ্যে কী স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য! এবং বিপ্লবের গর্ভ থেকেই তাদের সৃষ্টি।

লালফৌজের সৈন্যেরা কৃষ্ণ সাগরের বিভিন্ন বিশ্রাম গৃহ ও স্যানাটোরিয়ায় যাচ্ছিল। একজন সাতদিন আগে সাইবেরিয়া থেকে রওনা হয়েছে, অন্য একজন আসছে সুদূর প্রাচ্য থেকে এবং তৃতীয় সৈনিকটি বেরিয়েছে উত্তর লেনিনগ্রাডের এক অঞ্চল থেকে। তারা পাশ ও রেলওয়ে টিকিট বিনামূল্যে পেয়েছে এবং পথের যাতায়াতের দিনগুলি তাদের ছুটির মধ্যে ধরা হয় না। প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমরা তাদের যৌবনের কাহিনী ও রাষ্ট্র তাদের জন্যে কি করেছে তার গল্প শুনলাম।

বিপ্লবের আগে তাদের দু'জন মাঠের চাষী ছিল—সারা জীবন হাড়ভাংগা খাটুনি আর নিরক্ষরতা—এইই ছিল তাদের ভাগ্য। তৃতীয় সৈন্যটি ছিল রাস্তার ঝাড়ুদার—সমস্ত দিন অর্ধাহারে কাটাতো। কিন্তু এখন তারা যে কাজ ইচ্ছে তাই কর্তে পারে। তারা সৈন্যবিভাগে থাকা কালে পড়াশোনা সাধারণ ভাবেই করে যাচ্ছে এবং এই বিভাগে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে। ইচ্ছে করলে সৈন্যবিভাগে তারা স্থায়ীভাবেও থাকতে পারে।

এই সব বন্ধুদের সংগে কথা বলে আমাদের সময় আনন্দের মধ্যে

দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। পরের দিন সকালে ট্রেনের প্রধান গার্ড আমাদের কামরায় এলেন। তিনি শুনেছিলেন যে ট্রেনে কয়েকজন বিদেশিনী ভ্রমণ করছেন। সুতরাং তিনি আমাদের সংগে গল্প কর্তে এলেন। তিনি গর্বের সংগে আমাদেরকে তাঁর 'শকওয়ার্কার'এর কার্ড দেখালেন। তিনি একজন শক্ ওয়ার্কার। তাঁর ট্রেন যথাসময়ে যাচ্ছে এবং আরোহীদেরকে তিনি যথাসম্ভব সুবিধে দেয়ার দিকে সচেষ্ট। তিনি আমাদেরকে 'মা-দের' জন্যে যে কামরা রিজার্ভড্ সেখানে নিয়ে গেলেন। সে কামরার জানলায় ঝক্‌ঝকে পরদা লাগানো—ছোট ছোট টেবিলের ওপরে নানান্ ধরণের মনোহারী খেলনা। কামরাকে দেখে ছোটদের নার্সারি বলে মনে হয়। আমরা প্রত্যেক কামরায় একটা করে গার্ডের ঘর দেখলাম। এ ঘরে গার্ডেরা থাকেন এবং আরোহীদের জন্যে চা তৈরী করে দেন।

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মাইলের পর মাইল যোজনব্যাপী প্রান্তর বেরিয়ে চললো। মনে হ'ল এর যেন শেষ নেই! যতদূর দু'চোখ যায় বাদামী সমতল ভূমির ওপর কচ্চিৎই মাটির ঢিবি বা গর্ত দেখা যায়। কেবল এখানে সেখানে ছোট ছোট গ্রাম আর সঞ্চরণশীল গরুবাছুর ও উট চোখে পড়ে। দৃশ্য দেখে মনে হয় কী সুবিশাল এই সোভিয়েট দেশ!

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন থেকে দৃশ্য বদলে গেল। সমভূমি মুছে গিয়ে দেখা দিল গাছপালা। তার পরদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম—দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। কয়েক ঘণ্টা সরু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পাক খেয়ে যেতে যেতে সমুদ্র চোখে পড়লো। টুয়াপ্‌সি—সহরটা কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে তেলের পাইপ আর ট্যাংকের প্রকাণ্ড সমারোহের মধ্যে জেগে

রয়েছে। সমুদ্রটি অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় মোটেই বেশী কালো নয় বরং ভূমধ্য সাগরের মতন নীল।

টুয়াপ্সি থেকে ট্রেন অগ্রসর হ'ল। তার এক দিকে সমুদ্রতীর অন্য দিকে জংগলে ঢাকা উঁচু পাহাড়। ট্রেন ছোট ছোট ষ্টেশনে থামতে থামতে যাচ্ছিল। ষ্টেশনগুলির পেছনে বিশ্রাম ঘর ও স্যানাটোরিয়ার সাদা বাড়ীগুলো চোখে পড়ে। সোভিয়েট শ্রমিকদের রংগভূমির সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি আমরা!

বিকেল বেলা এসে পৌছলাম সোচিতে। সেখান থেকে খাড়া পথ বেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে হোস্টেলের দোতলা কাঠের বাড়ী। বাড়ীর পেছনের বাগান পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—তার মাঝে মাঝে কয়েকটা তাঁবু। প্রখর রোদের কী শাণিত তেজ! আমরা বাড়ীর পেছনকার চওড়া বারাণ্ডার ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম।

পাশ দেখে আমাদের নাম খাতায় তোলা হ'ল এবং জিগ্যেস করা হ'ল আমরা কোথায় থাকতে ইচ্ছুক—কাঠের বাড়ীতে না তাঁবুতে। আমরা তাঁবু নির্বাচন করায় আমাদেরকে বাগানের মধ্যস্থিত একটা বড় তাঁবুর ভেতরে দুটো বিছানা দেয়া হ'ল। সেখানে আরও আটটি বিছানা ছিল। তাঁবুটি দেখলাম দু'দিক থেকে খোলা এবং বেশ ঠাণ্ডা।

আমাদের জিনিসপত্র ঠিক জায়গায় রেখে এবং স্নান করে আমরা উৎরাই ভেংগে খাবার ঘরে গিয়ে পৌছলাম। খাবার ঘরটি একটা স্কুলের প্রকাণ্ড বারাণ্ডায় অবস্থিত। খেতে খেতে আমরা চোখের সামনে সমুদ্র ও সোচির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। আমরা ছিলাম সহরের উচ্চতম চূড়োয়। সমস্ত সহর ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র থেকে এই চড়াইয়ের দৃশ্য উপভোগ করবার মতন।

খাওয়ার পর আমরা সমুদ্রে বেড়াতে গেলাম। সোচি হ'ল সোভিয়েটের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেড়াবার জায়গা। এর আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংগে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলের তুলনা করা চলে। এখানকার বাড়ীঘর অবিশ্যি ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী বাড়ীঘরের চেয়ে অনেক মনোরম। কারণ সেখানে বড়লোকদের প্রাসাদের সংগে গরীবদের বস্তির আকাশ পাতাল পার্থক্য! কৃষ্ণ সাগরের ধারে পার্কের গাছপালা ছাড়িয়ে নতুন নতুন স্যানাটোরিয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নতুন হোটেল আর বিশ্রামঘরের জমকালো ইমারৎ সমুদ্রতীরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা। প্রত্যেক বাড়ীর চারপাশে ফলফুলের বাগান। এ সমস্তই হ'ল সোভিয়েটের কর্মীদের জন্যে—যারা সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজ করে তাদের প্রত্যেকেরই এই মনোরম জায়গায় ছুটি কাটাবার অধিকার আছে। সোভিয়েট সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ রুবল নতুন বিশ্রামঘর তৈরী ও উষ্ণ প্রস্রবণ খোঁড়ার কাজে ব্যয় করে। কৃষ্ণ সাগরের সমস্ত উপকূলব্যাপী এই রকম জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে। এক থেকে অন্যটি আরও মনোরম।

সোচিতে আমাদের ছুটি কেটেছে আনন্দের মধ্যে দিয়ে। আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রুটিন তৈরী করেছিলাম। এখানে আমরা যখন ইচ্ছে আহার কর্তে পারতাম। প্রাতরাশ পাওয়া যেতো সকাল সাতটা থেকে ন'টা; দুপুরের খাবার একটা থেকে তিনটে; রাতের খাবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা। আমরা ভোরবেলা উঠতাম। প্রাতর্ভোজন করতাম সকাল সাতটায়। তারপর ফলের বাজার হয়ে সমুদ্রতীরে যেতাম। এক গাদা চেরি, পীচ ও আরও অন্যান্য ফল আমাদের সংগে থাকতো। আমরা রোদ পোয়াতাম এবং দুপুর প্রখর না হওয়া অবধি সচ্ছ জলে সাঁতার দিতাম। সাঁতার শেষ করে পার্কের মধ্যে দিয়ে হোস্টেলে ফিরে যেতাম। যেতে যেতে ডেইরি থেকে আইসক্রীম কিনতাম। তারপর এক বা দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিতাম তাঁবুতে গিয়ে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে

আবার যেতাম সমুদ্রতীরে। আরও অনেক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতাম।

ছ'টা বাজলে আমরা সহরে বেড়াতে যেতাম কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতাম বা ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে বই পড়তাম। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য ঝলমল করে উঠতো দ্যুতিতে।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে থাকতাম। আমাদের সহ-ভ্রমণকারীদের সংগে নাচতাম, গাইতাম। কিংবা দলবেঁধে কোনো পার্কে ব্যাণ্ড বা কনসার্ট শুনতে যেতাম।

একদিন লালফৌজের একদল সৈনিক জর্জিয়া থেকে আমাদের হোস্টেলে এসে উঠলো। সন্ধ্যেটা কাটলো আমোদ করে। তারা আমাদেরকে জাতীয় সংগীত শুনিয়ে ও নাচ দেখিয়ে আপ্যায়িত করলো। শেষের দিকে আমরাও তাদের সংগে যোগ দিলাম।

সোচিতে থাকা কালে আমরা কয়েকদিন দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যারা যারা এ রকম ভ্রমণে ইচ্ছুক তাদের জন্যে এর ব্যবস্থা করা হ'ত। একদিন আমরা স্টিমারে করে গাগ্রীতে বেড়াতে গেলাম—জায়গাটি কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী। যেতে যেতে সমুদ্রতীরের দৃশ্য দেখে আকৃষ্ট হ'লাম। জলে প্রচুর শুশুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাত্রীদের ভারে স্টিমার একবার এদিকে একবার ওদিকে হেলে পড়ছে। তারা সবাই দৃশ্য দেখবার জন্যে কৌতূহলী। আমরা যখন ফিরে এলাম তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে—শরীর মন দুইই অবসন্ন তবু প্রফুল্ল। প্রত্যেক জাতের যাত্রীরা আমাদের সংগে ছিলেন। তাদের জাতীয় সংগীত মুখরিত হয়ে উঠলো হাওয়ায়। আর একদিন আমরা সোচির কাছাকাছি এক জংগলে-ঢাকা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। সেখানে এক'শো বছরের পুরোনো রেডউড গাছ দেখে সত্যিই অবাক লাগলো।

আমাদের প্রত্যেক ভ্রমণের সংগে একজন করে পথ প্রদর্শক থাকতো। সে-ই স্টিমারের টিকিট কিনতো, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতো এবং দাম দিতো। এই সব ভ্রমণের সমস্ত খরচ আমাদের 'পাশ' এর মধ্যেই ধরে নেয়া হ'ত। আমাদের কাজের মধ্যে হ'ল কেবল উপভোগ করা।

আমাদের নিজেদের হোস্টেল, বিশ্রামঘর ও কাছাকাছি স্যানাটোরিয়ার অনেক লোকের সংগে আমাদের আলাপ হয়েছিল। আমাদের তাঁবুর মধ্যে আটজন তরুণী ও প্রবীনা ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই কুড়ি দিনের একটা 'ফ্রি পাশ' নিজের নিজের কর্মস্থল থেকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। দলের মধ্যে লেনিনগ্রাডের একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর সংগে আমাদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করলাম। দু'জন তরুণী আসছিলেন মস্কোর কোনো এক বড় 'স্টোর' থেকে। তাঁদের কাছে এত বিভিন্ন রকমের কাপড় চোপড় ছিল যে তারা দিনে দু'তিন বার করে বেশ পরিবর্তন করতেন। আর একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন—ছোট ছোট কালো চুল। তিনি বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর যদিও তাঁকে পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী বলে মনে হয় না। একদিন তিনি আমাকে রৌদ্রস্নান করতে করতে তাঁর জীবনের ইতিহাস বললেন। তাঁর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে তিনি কাপড়ের কলে কাজ করছেন। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়লো তখনও তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা এবং সেই পুরোনো কাজ করে যাচ্ছেন।

—এবং এখন চেয়ে দেখুন আমার দিকে। গর্বের সংগে মহিলাটি বললেন।—এখন আমি শুধুমাত্র লিখতে পড়তেই জানি না, শ্রমিকদের স্কুলের সমস্ত পাঠ আমি শেষ করেছি। এখন আমি হ'লাম ক্রেতা। আমাদের কাপড়ের কল থেকে আমাকে কলের দরকারী জিনিসপত্র কিনতে পাঠানো হয়। আমি নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার সংগে অনেক টাকা পয়সা থাকে। আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানে

আমার মা আর দুই ছেলেমেয়ে থাকে। অনেক বছর হ'ল আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স তখন আমি ছ'টি ছেলে-মেয়ের মা। কিন্তু তখন আমরা যে অবস্থার মধ্যে থাকতাম তাতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মারা যায়। সে সময়ে মা'দের ওপরে কোনো যত্ন নেয়া হ'ত না—সেজন্যে আমাদের ওদিকে মশা মাছির মতন ছেলেমেয়ে মারা যেত। যাক্, সে সব দিন চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে গেছে—সুতরাং তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মহিলাটি আমাদেরকে আইভানোভোতে গিয়ে তাঁর সংগে থাকার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

আমাদের তাঁবুর অন্যান্য সংগীরা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটের ছাত্রী। তাঁরা তাঁদের ছাত্র-বন্ধুদের সংগে একযোগে আমোদ করছিলেন। ছাত্র-বন্ধুরা থাকতেন আমাদের তাঁবু থেকে কিছু দূরে আরেকটি তাঁবুতে। তাঁরা সবাই স্বাস্থ্যবতী তরুণী। সাঁতার কাটা ও পাহাড়ে ওঠার প্রতি তাঁদের ভয়ানক সখ। শুধু তাইই নয় তাঁরা নৃত্য-প্রিয় ছিলেন। আমাদেরকে তারা ইংরেজী কায়দায় 'ফক্‌স ট্রট' নাচ শেখাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

অবসর যাপনের সুশৃংখল পরিকল্পনা ও বন্দোবস্ত দেখে আমরা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কোনো কিছু নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাবার বা চিন্তা করবার প্রয়োজন হ'ত না। বিশ্রামঘর ও স্যানাটোরিয়ায় নাপতে, ঝাড়ুদার, ধোপা, মুচি, ও ম্যানিকিউরিস্ট সবেরই বন্দোবস্ত আছে। অত্যন্ত মনোরম এক খাবার ঘরে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। বাগানে আরামপ্রদ বেঞ্চীর ব্যবস্থা আছে যেখান থেকে সব চেয়ে ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে। ডাক্তারেরা সারা দিন উপস্থিত থাকেন। একজন স্থায়ী ভাবে সেই বাড়ীতেই থাকেন এবং স্যানাটোরিয়ায় সব রকম রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কিছু আশ্চর্যের কথা নয় যে এখানে অবসর যাপনের পর লোকেরা স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। এখানে তাদের কাজ হ'ল আরাম করা আর উপভোগ করা; ভালো ভালো জিনিস খাওয়া আর সময়-তালিকা মেনে চলা। এ বাদে অন্য যা কিছু তার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ।

আমরা উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও নতুন উদ্যম নিয়ে ফিরে গেলাম মস্কোয়। যদিও আমি বিশ্রামঘরে আরও কয়েকবার অবসর যাপন করেছি তবু দক্ষিণ প্রান্তে আমার এই প্রথম ভ্রমণ ও প্রত্যেকের অন্তরংগ বন্ধুতা— কখনও ভুলে যাবার নয়। এ অভিজ্ঞতাও ভুলে যাবার নয়—যে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রেই এই রকমের ছুটি কাটানো সম্ভব হতে পারে এবং একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রই তার কোটি কোটি কর্মীদের আমোদ ও বিশ্রামের জন্যে এত প্রভূত অর্থ ব্যয় কর্তে পারে।

পরিশিষ্ট*

সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা আট বছর বয়স পূর্ণ করে স্কুল-শিক্ষা আরম্ভ করে। স্কুলে যোগ দেয়ার আগে কিণ্ডারগার্টেনে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরিত হয়—যেমন তারা অক্ষর চিনতে ও সংখ্যা গুণতে শেখে। বিশেষ করে আট বছর পর্যন্ত তারা খেলনা নিয়ে খেলা করে। সোভিয়েটের শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে আট বছরের আগে তাদেরকে স্কুল-শিক্ষা দেয়া হানিকর। কারণ তখন তাদের মগজের কোষগুলি উপযুক্ত পরিমাণে পরিণত হয় না।

* কাগজের অভাবে মূল বইয়ের 'পরিশিষ্ট'এর সমস্তটা এখানে অনুবাদ করে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে তার চুম্বক ও আরও কতকগুলি মূল্যবান তথ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে যোগ দিতে প্রয়াস পেলাম—অনুবাদক।

স্বতরাং এই সময়টুকু খেলনার জগতে ডুবে থেকে বস্তু সম্বন্ধে তারা সজাগ হতে শেখে। আট বছর থেকে পনের বছর অবধি স্কুল-শিক্ষা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। এই শিক্ষা প্রাপ্তির নিদর্শন-পত্র না দেখালে তারা কোনো জায়গায় কাজকর্ম পায় না।

এতদিন সোভিয়েট ইউনিয়নে কো-এডুকেশন প্রথা চালু ছিল কিন্তু সম্প্রতি তার পরিবর্তন ঘটেছে।

সোভিয়েটের প্রত্যেক স্কুলে সিনেমা-যন্ত্র, যাতুকরের লণ্ঠন ও কাচ-চিত্রের (slides) ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় শিক্ষাবোর্ড প্রত্যেক জেলায় বিশেষ ফিল্ম গ্রন্থাগার খুলেছে। শিক্ষকেরা ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞানের যে কোনো শাখা সম্বন্ধীয় ফিল্মের সাহায্যে তাদের পাঠকে চিত্রিত করেন।

সোভিয়েটের স্কুলগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট হ'ল এই যে সেখানে 'জন্তুদের বিভাগ' (live corner) আছে। এগুলি জন্তু পোষবার জন্যেই নয়—প্রাণিতত্ত্বের পাঠের বিশদীকরণের জন্যেও। শিক্ষার্থীরা এর ফলে প্রত্যক্ষ ভাবে জীব জন্তুদের জন্ম, বৃদ্ধি, উৎপাদন-ক্রিয়া প্রভৃতির সমস্ত কিছু জানতে পারে।

নীচু ক্লাসগুলিতে সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশজন ও উঁচু ক্লাসে (যেমন অষ্টম, নবম ও দশম) ত্রিশজন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের অভাব দেখা গেলে অবিশ্যি কতক ক্ষেত্রে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় (যেমন ৪৬।৪৭ জন) এবং সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্র পিছু শিক্ষককে বেশী পারিশ্রমিক দেয়া হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষকদেরকে এক'শো ঘণ্টার কাজ হিসেবে মাইনে দেয়া হয় এবং উঁচু শ্রেণীতে পঁচাত্তর ঘণ্টার হিসেবে মাইনে ধরা হয়। যারা ভাষা-শিক্ষা ও গণিতের শিক্ষকতা করেন তাদেরকে বেশী মার্ক দিতে হয় এবং সেকারণে তাদেরকে মাসিক চল্লিশ রুবল বেশী দেয়া হয়। ক্লাস-উপদেষ্টাকে আরও বেশী খাটতে হয়

সুতরাং তিনি পঞ্চাশ রুবল অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ কোনো শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করলে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পান। ১৯৩৬ সালে তাদের মাইনে একশো গুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ তারা প্রতি মাসে প্রায় চার শো থেকে হাজার রুবল অবধি মাইনে পান।

সোভিয়েটের শিক্ষাব্যবস্থা দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হ'ল মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি। প্রকৃতিকে জানতে হ'লে বিজ্ঞান অপরিহার্য তেমনি বর্তমান সামাজিক কাঠামো ও পৃথিবীব্যাপী ঘটনা প্রবাহকে বুঝতে হ'লে ইতিহাসকে বাদ দিলে চলে না। প্রকৃতিতত্ত্ব ও ইতিহাসের সংগে ভূগোলের যোগ অনস্বীকার্য। ভূগোল থেকে প্রমানিত হয় যে কি ভাবে প্রকৃতিতত্ত্ব রাজনীতির প্রসারকে প্রভাবান্বিত করে পৃথিবীকে বর্তমান অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে তার মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হতে শেখে। মাতৃভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা এবং তার অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া তার কর্তব্য। অবিশ্যি তারা বিদেশী ভাষাও শেখে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বোধ সৃষ্টি হয়। খেলাধূলো ও শরীরচর্চার সাহায্যে স্বাস্থ্য এবং শিল্পকলা ও সংগীতচর্চার সাহায্যে শৈল্পিক দৃষ্টিভংগি—তাদের মধ্যে ক্রমশ প্রসারলাভ করে।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর যখন কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা লাভ করে তখন নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭০।৮০ জন। সে জায়গায় আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে শতকরা ৯৬ জন শিক্ষিত। ১৯৩৫ সালে পুরো স্কুল-শিক্ষা পাচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা হ'ল দু' কোটি ষাট লক্ষ। এবং আট বছরের নিম্ন বয়স্ক ছেলেমেয়েরা যারা কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষা পেয়ে থাকে তাদের সংখ্যা হ'ল ষাট লক্ষ।

তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইতিহাস পড়ানো হয়। এই ইতিহাসের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, আদিম মানুষ এবং সে কি ভাবে উপজাতির মধ্যে ও পরে প্রাচীন জনসমাজে বাস করতো তা বলা হয়। এবং তারপরে আসে রুশীয় রাজ্য, সাম্রাজ্য ও বিপ্লবের ঘটনাবহুল ইতিহাস।

প্রথম ক্লাস থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ হয়—যেমন, এসিরিয়া, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামন্ততান্ত্রিকতার বৃদ্ধি। এক একটি দেশ ধরে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়। স্কুল শেষ করে যখন ছাত্রেরা বেরিয়ে আসে তখন পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে তাদের মধ্যে গোলযোগ থাকে না যেমন থাকে অন্যান্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ তাদের মনে ঘটনার তারিখ, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, যুদ্ধবিগ্রহ সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি সৃষ্টি হয়। তারা বোঝে না ইতিহাসের তাৎপর্য কোন্‌খানে। শুধু ইতিহাস নয়, প্রত্যেক পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সোভিয়েট ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নানা দিক থেকে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয় যে শিক্ষালয় থেকে বেরিয়ে এসে তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াতে হয় না। পৃথিবীকে—জীবনকে তারা নগ্ন চোখে দেখতে শেখে, কুহক বা রহস্যের রঙিন চশমা পরে নয়।

সমস্ত স্কুলের পাঠ্যবিষয় একই তবে দেশ ও সহর বিশেষে তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো শিক্ষক বা অধ্যক্ষের ব্যক্তিগতভাবে তা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার নেই। পাঠ্যবিষয় পড়াবার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। নীচে তার নকল দেয়া গেল। হাল্‌কা বিষয়গুলি স্কুল কর্তৃপক্ষেরা সাধারণত সকালের দিকে দেন।

		স্কুলের শতকরা সময়	প্রতি মাসে ঘণ্টার হিসেব
১.	উৎপাদনে শ্রম-নিয়োগ	১৮%	২২½
২.	প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, নকসা)	৩৮%	৪৮
৩.	সমাজ বিজ্ঞান (সাহিত্য ও ভূগোল সমেত)	২৩%	৩০
৪	ভাষা শিক্ষা	৭%	৯
৫.	সংগীত ও শরীরচর্চা	৯%	১১¼
৬.	ক্লাবের কাজ	৫%	৬½
		১০০	১২৭

সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একটা শ্রেণী থেকে আরেকটা শ্রেণীতে লাফ দিতে দেয়া হয় না। কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে। ছেলেমেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো পাঠ্যবিষয় বাদ দিতে দেয়া হয় না। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট শিক্ষা কোর্স মেনে চলতে বাধ্য। সোভিয়েটের শিক্ষাবিদদের মতে শিশুরা নিজেদের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করার ব্যাপারে হ'ল অত্যন্ত অপরিণত এবং সে কারণে বয়স্কেরাই তাদের শিক্ষার ভিত্তি রচনা করবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগির সাহায্যে। স্কুল-শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শক্তি, সাহস, বিনয় ও অন্যান্য গুণের সৃষ্টি করার অর্থই হ'ল তাদেরকে 'পুরোপুরি মানুষ' করে তোলা। শুধু তাইই নয় সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি ও আন্তর্জাতিক সম-স্বার্থতার প্রতি তাদের দেশপ্রেম ও ফ্যাশিজমের প্রতি নিরংকুশ ঘৃণা তাদেরকে সত্যিকারের সোভিয়েট নাগরিক করে তোলে।

সপ্তাহ প্রতি (ছয় দিন) ঘণ্টা হিসেবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় পড়ানোর সময়

সোভিয়েট ইউনিয়নের ছেলেমেয়েরা আট বছর থেকে পনের বছর পর্যন্ত যে শিক্ষা পেয়ে থাকে তার সময়-তালিকা নীচে দেয়া গেল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকেরা এই রুটিন অনুযায়ী পড়ান।

	এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট
রাশিয়ান	৬	৬	৫	৫	৫	৫	৪	৩ বা ৪
গণিত	৫	৫	৫	৫	৫ বা ৬	৪ বা ৫	৫ বা ৪	৪
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	২	২	২	৩ বা ২	৪	৭	৭	৭
সমাজ বিজ্ঞান	২	২	২	২ বা ৩	১	১	—	—
ভূগোল	—	—	৩	৩	২	২	১	১
দোকানের কাজ	২	২	২	২	৫ বা ৪	৪ বা ৩	৫	৫
বিদেশী ভাষা	—	—	—	২	২	২	২	২
শরীর চর্চা	১	১	১	১	২	১	১	১
চিত্রাংক শিক্ষা	১	১	১	১	১	২	২	২
সংগীত	১	১	১	১	১	১	১	১
ইতিহাস	—	—	—	—	২	২	৩ বা ২	৩ বা ২
শিল্পশাস্ত্র	—	—	—	—	—	—	—	১
ঘণ্টা	২০	২০	২২	২৫	৩০	৩১	৩১	৩০

উদ্ধৃত সময়-তালিকা থেকে দেখা যায় যে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার ধারা বিধিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক ও বিধিবদ্ধ হওয়ার দরুণই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা আশি ভাগ নিরক্ষর জনতার সংখ্যা চার ভাগে কমানো সম্ভব হয়েছে। রঙিন চশমা পরা বাস্তব-বিমুখ মানুষদের কাছে এ কথা ভৌতিক বা অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও বিজ্ঞানে-বিশ্বাসী বাস্তববাদীদের কাছে এটা নিতান্ত সরল ও সহজ সত্য।

এই শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সোভিয়েট রাষ্ট্রে 'সংস্কৃতি' শব্দ বলতে বোঝায় 'শিল্পের বিশোধন ও গুণগ্রহণ' যা যুগ-যুগান্ত থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে আসছে এবং তারই সাহায্যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ অন্যান্য তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে সোভিয়েটের 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা নিরূপণ সম্পূর্ণভাবে বিপরীতধর্মী। সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমশিল্প ও কৃষিকার্যের দ্রুত ও অপূর্ব উন্নতির ফলে প্রতিদিন শিক্ষিত ও কর্মক্ষম লোকের চাহিদা বেড়ে চলেছে। কিন্তু যন্ত্রের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে প্রধান লক্ষ্য হ'ল যন্ত্রকে মানুষের দাসে পরিণত করা এবং মানুষকে আরও বেশী অবসর দেয়া। এই অবসরকাল যাপন ও কর্মক্ষম হওয়ার জন্যেই শিক্ষার প্রসার।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ কোটি মানুষ জানে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা তাদের কাছে একটা নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে; অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারের পুরোনা বেড়াজাল ভেংগে তাদেরকে অচিন্ত্যনীয় মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই শিক্ষার বিবর্ণ রূপকে অতিক্রম করে দেখা দিয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই বৃহত্তর সম্ভাবনাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে প্রসব বেদনায় অস্থির করে তুলেছে।

গলদ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর সমানে যে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে তা কোনো দিন মুছে যাবার নয়; সূর্যের আলোর মতন তা দেদীপ্যমান।